উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৯১১.০১ (+৩১.৬১)

নিফটি : ২৫,২৯৯.৩৫ (+৪৪.৩০)



মুদ্রাস্ফীতির হারে নাজেহাল জনতা ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৭°	৩০°	১৬°	৩১°	১৫°	৩০°	১৬°



ফের বিশেষ অধিবেশনের জল্পনা ৮



বক্সিংয়ে ইতিহাস আস্বেকার ও গুঞ্জনের ১২

শিলিগুড়ি ২৬ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 13 November 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 174

বাঘিনীর গর্ভপাত!

অন্তঃসত্ত্বা তত্ত্বে তোলপাড় বন দপ্তর, তদন্তে কমিটি

ধারণা

- বাঘিনী দু'মাসেরও বেশি সময়ের অন্তঃসত্ত্বা
- সেই হিসাবে এক মাসের মধ্যেই তার প্রসব করার কথা
- সম্ভবত অসম যাত্রা পর্বের শেষদিকে তার গর্ভপাত হয়েছে
- গত দেড় মাসের ধকল ও মানসিক অবসাদেই গর্ভপাত বলে আশঙ্কা

কোথায় প্রশ্ন

- বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পে বাঘিনীকে ধরার পর তার যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছিল কি না
- বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা হলে বক্সায় আনার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সেটা ধরা পড়ল না কেন
- জঙ্গলে নজরদারির সময়েও বাঘিনীর আচরণে বিষয়টি স্পষ্ট হল না কেন
- বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা হলে বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের নজর এড়িয়ে গেল কীভাবে

তদন্ত

- ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির আধিকারিকদের নিয়ে তদন্ত কমিটি
- দু'দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট



বন দপ্তরের কথা

- বক্সায় বাঘিনী আসে প্রায় দেড় মাস আগে
- তার ১৫ দিন আগে থেকে বন দপ্তর বাঘিনীর ওপর নজর রেখেছিল
- নজরদারি পর্বে বাঘিনীর সঙ্গে কোনও বাঘের মিলন হয়নি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : বিটিআর টিএফ-১-কে নিয়ে নাভিশ্বাস অবস্থা বন দপ্তরের। বক্সার বাঘিনীর উপর নজরদারি চালানো এবং তাকে বক্সার জঙ্গলে ধরে রাখা নিয়ে যখন নানা প্রশ্নে জেরবার হতে হচ্ছে, তখন বন দপ্তরের চাপ বাড়িয়েছে নতুন তথ্য। বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। এমনকি তার গর্ভপাত হয়েছে বলেও আশঙ্কা। বিষয়টি নিয়ে সঠিক তথ্য জানতে একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির আধিকারিকরা সেই তদন্ত করছেন। আগামী দু'দিনের মধ্যে সেই তদন্তের রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। তবে বন দপ্তর প্রাথমিক কিছু প্রমাণ পেয়েছে। সেই নিয়েই হইচই পড়ে গিয়েছে বন দপ্তরের অন্দরে। বড়সড়ো গাফিলতি হয়েছে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। বাঘিনী যদি সত্যিই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকে, তাহলে বক্সার টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন প্রক্রিয়া বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

যদিও এই বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয় বলেই বক্তব্য আধিকারিকদের। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট রমেশ কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন, 'ওই বিষয় নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। তদন্ত চলছে। দু'দিনের মধ্যেই সবটা পরিষ্কার হবে।'

দিল্লি ও দেরাদুন থেকে আধিকারিকরা এসে বক্সায় তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন বলে খবর। বাঘিনী যে এনক্লোজারে ছিল, সেখান থেকে বিভিন্ন ডিএনএ নতুন করে সংগ্রহ করা হবে। গর্ভপাতের আরও কিছু নমুনা পাওয়া যায় কি না, সেটা দেখা হবে। এমনকি যে খাঁচায় বাঘিনীকে অসম থেকে বক্সায় আবার ফিরিয়ে আনা হয়, সেই খাঁচারও পরীক্ষা করা হবে। *এরপর দশের পাতায়*

কড়া নবান্ন

সময়ে কাজ না করলে শোকজ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : নন্দীগ্রাম দিবসের ভাষণে সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশংসা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার তাঁর হাত দিয়ে রাজ্য প্রশাসনে ফিরতে চলেছে 'ডু ইট নাউ' সংস্কৃতি। মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না। বিজ্ঞপ্তিটি নবান্ন থেকে প্রকাশিত হয়েছে বুধবার। নির্দেশিকা না মানলে কড়া শাস্তির বিধানও রয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

সরকারি অফিসে ফাইল ফেলে রাখার যে দস্তুর, তাতে দাঁড়ি টানতে চাইছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তাতে যেমন উন্নয়নমূলক কাজ আটকে থাকে, তেমনই জনপরিষেবামূলক প্রকল্প থমকে যায়। তাতে হয়রানি হয় সাধারণ মানুষের। অনেককে বারবার সরকারি দপ্তরে ঘুরতে হয়। এই প্রথা আর চলবে না বলে জানিয়ে দিল নবান্ন। নির্দেশিকার মোদ্দা কথা, কোনও ফাইল ফেলে রাখা চলবে না আর।

কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে সেটার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সেরে ফেলা বাধ্যতামূলক। ফাইল ফেলে রাখা কিংবা কাজে বিলম্ব- যাই হোক না কেন, এরকম অভিযোগ প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও অফিসারের ঘাড়ে শাস্তির খাঁড়া নামবে। প্রথম পর্যায়ে শোকজ করা হবে বলে মুখ্যসচিবের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শোকজ করার পূর্ণ অধিকার *এরপর দশের পাতায়*

ছটের কার্নিভালে যানজটে দুর্ভোগ



সেবক রোডে জটচিত্র। বৃহস্পতিবার সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বহু পরিকল্পনা করা হলেও জরুরি প্রয়োজনে তা যেন কাজে লাগারই নই। বৃহস্পতিবার তা আবারও প্রমাণিত হল। ছটপুজোর কার্নিভাল ঘিরে এদিন ভরদুপুরে সেবক রোডে যানজটে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তি হল। যান চলাচল সচল রাখতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে চেকপোস্ট থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত দুই দিকের গাড়িকে একই লেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়নি। গাড়ির লাইন দীর্ঘ হওয়ায় দফায় যান চলাচল থমকে যায়। সবকিছু সামাল দিতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠে। যানজট সামলাতে তাঁদের এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে ছুটতে হয়েছে। একদিকে শোভাযাত্রার পথ সামলানো, অন্যদিকে নিয়মিত যান চলাচল সচল রাখা, পুলিশের সামনে দুই চাপই ছিল। কিন্তু তা আর সেভাবে কাজে এল কই! জরুরি কাজে বেরিয়ে যানজটে পড়ে চালকরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যানজটে আটকে পড়া এমনই এক চালকের কথায়, 'এমনিতেই তো সেবক রোডে দুপুরের ব্যস্ত সময় সবসময়ই যানজট লেগে থাকে। এর মধ্যেই কার্নিভাল বের হওয়াতে আরও বেশি সমস্যার মধ্যে পড়তে হল। কার্নিভালের সময়টা একটু সকালের দিকে করা গেলে হয়তো ভালো হত।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'সেবক রোডের যান চলাচল যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য একপাশের লেনে দুই দিকের গাড়ি চালু রাখা হয়েছিল। যানচালকদের কিছুটা তো সমস্যা হয়েছে।'

দুপুরে কার্নিভাল চলার সময় পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে চেকপোস্টগামী রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*



গলায় লেখা যোগাযোগের নম্বর। বৃহস্পতিবার পুষ্করের উটমেলায়।

প্রেমের টানাপোড়েনে কিশোরের রহস্যমৃত্যু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : কিশোর বয়সে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে চরম সিদ্ধান্ত, নাকি পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী খুন? বিষয়টি পুলিশি তদন্তাধীন। তবে মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেপথ্যে দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকার সমরনগরের গঙ্গা মন্দির এলাকায় বছর ষোলোর এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।



- ছোটবেলার এক বান্ধবীকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের অশান্তির জেরে চরম পদক্ষেপ বলে দাবি
- ঘরের পরিস্থিতি বর্ণনা করে পরিবারের তরফে সুনির্দিষ্ট খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে
- বিশেষজ্ঞদের মতে, হঠাৎ ঝামেলার জেরে নয়, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ থেকেই এমন সিদ্ধান্ত

মৃত কিশোরের নাম সুদীপ দাস (১৬)। সুদীপের বাবা কেরলে এবং দাদা সিকিমে কাজ করেন। মায়ের সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে তারা ওই এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকত। আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে সুদীপ একটি গ্যারাজে কাজ শুরু করেছিল। এরমধ্যেই স্থানীয় এক কিশোরীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অন্য এক ছোটবেলার বান্ধবীকে কেন্দ্র করে দুই কিশোর-কিশোরীর মধ্যে সম্প্রতি অশান্তি তৈরি হয়। অশান্তির বিষয়টি স্বীকার করেছে ওই কিশোরী। তার কথায়, 'সুদীপ ছোটবেলার এক বান্ধবীর সঙ্গে মেলামেশা করছিল। বুধবার সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে গিয়ে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাই। *এরপর দশের পাতায়*

কম খরচে রোগ ধরবে

চিকিৎসকরা বলছেন, উত্তরবঙ্গে এটা মূলত সফটওয়্যার হিসাবে কাজ করবে। এই এআই ডায়াগনস্টিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সহায়ক হতে পারে কিন্তু চিকিৎসকদের প্রয়োজন ফুরোবে না। তবে, কিছু পরীক্ষানিরীক্ষায় লোক কম প্রয়োজন হবে।



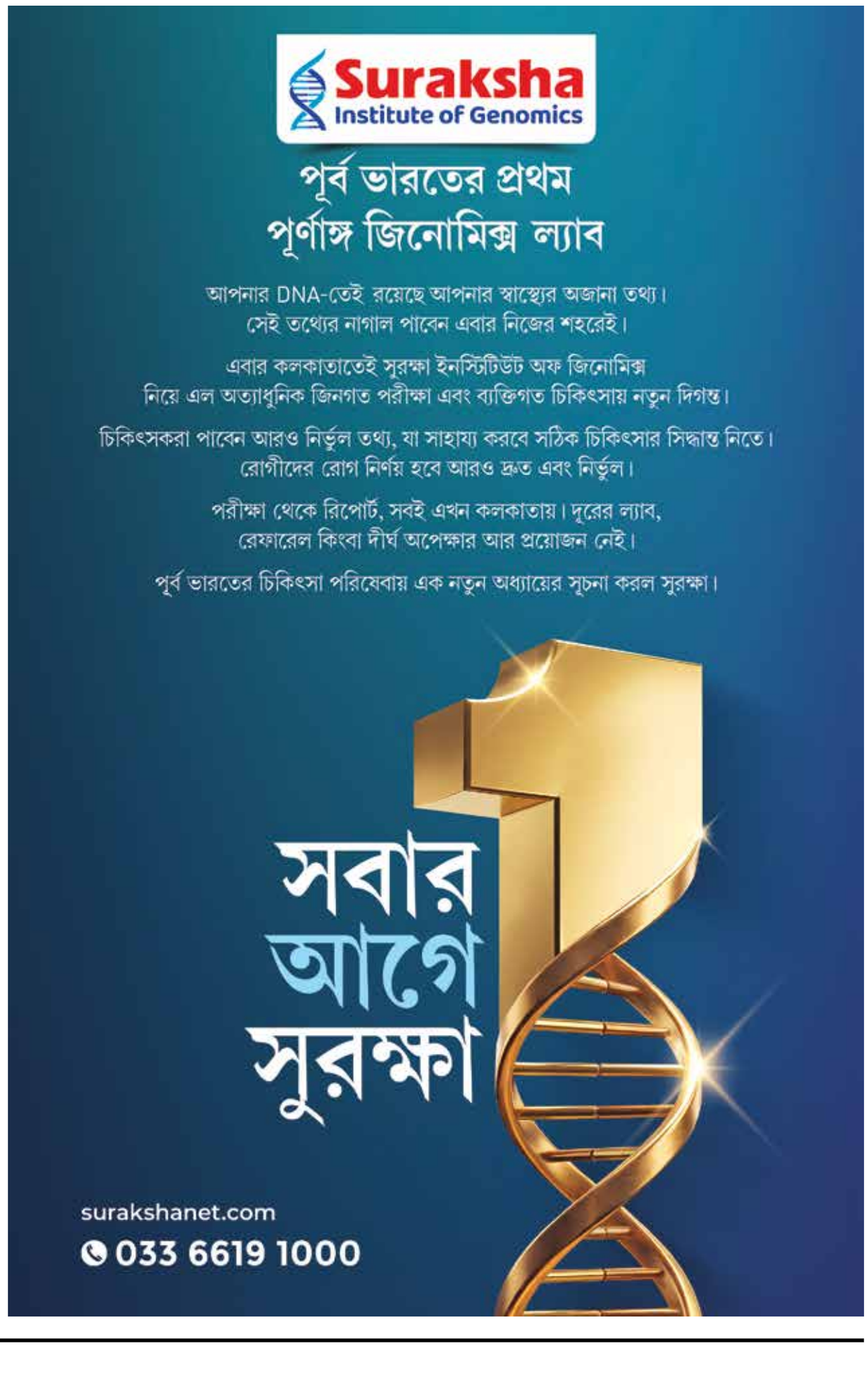
মাইক্রোসফটের এআই

১২ নভেম্বর : হাসপাতালের জরুরি বিভাগে থিকথিকে ভিড়, চিন্তিত মুখ আর চিকিৎসকদের অবিরাম ব্যস্ততা। কেমন হয়, যদি এই ভিড়ের মাঝেই এমন এক 'ডাক্তারবাবু'র দেখা মেলে, যিনি কখনও ক্লান্ত হন না, যাঁর ভুলের সম্ভাবনা মানুষের চেয়েও কম, আর যিনি নিমেষে নিখুঁতভাবে রোগ ধরে ফেলতে পারেন?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এবার ঠিক এমনটাই ঘটতে চলেছে। মাইক্রোসফটের নতুন এআই ডায়াগনস্টিক সিস্টেম 'মাই-ডেক্সো' (MAI-DxO)-র প্রাথমিক রিপোর্ট অন্তত সেই চমকই দিচ্ছে। সাধারণ অসুখ থেকে শুরু করে অত্যন্ত জটিল রোগ, সব ক্ষেত্রেই নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকদেরও ছাপিয়ে গিয়েছে এই কৃত্রিম মেধা। শুধু তাই নয়, রোগ ধরার জন্য অনেক কম এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা পরীক্ষা (টেস্ট) করার পরামর্শ দিচ্ছে এই সিস্টেম। ফলে রোগীদের পকেটে যে বড়সড়ো স্বস্তি মিলবে, তা বলাই বাহুল্য।

কীভাবে কাজ করে এই 'মাই-ডেক্সো'? পদ্ধতিটি বেশ চমকপ্রদ। কোনও জটিল সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে গেলে সাধারণত চিকিৎসকদের একটি মেডিকেল বোর্ড বসে। এই এআই সিস্টেম ঠিক সেভাবেই কাজ করে। এটি আদতে চিকিৎসকদের এক 'ভার্চুয়াল প্যানেল'। এখানে রয়েছে একাধিক 'এআই এজেন্ট'। একেকজন এজেন্টের কাজ একেক রকম। কেউ রোগের লক্ষণ দেখে প্রাথমিক অনুমান করে, কেউ আবার পালটা যুক্তি দিয়ে সেই অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্য এক এজেন্ট আবার ঠিক করে, রোগীর ঠিক কোন পরীক্ষাটি করা প্রয়োজন। এভাবেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন'-এ প্রকাশিত ৩০৪টি অত্যন্ত জটিল কেস স্টাডিতে দেখা গিয়েছে, রেফারেন্স টুল ব্যবহার করে চিকিৎসকরা যতটা সফল হয়েছেন, এই এআই সিস্টেম তার চেয়ে *এরপর দশের পাতায়*





সাইকেলে শৈশবের যাত্রা। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পিস্তলের ছবিতে ফ্যাসাদ

গৌতম দাস

গাজোল, ১২ নভেম্বর : কালীপুজোর রাত, চারিদিকে ফানুস আর আতশবাজির রোশনাই। এমন সময় তুলসীডাঙ্গায় আবির্ভূত হলেন বর্তমান সময়ের 'গব্বর সিং'। হাতে অত্যাধুনিক ৯ এমএম পিস্তল। সোজা আকাশের দিকে তাক করে একের পর এক ফায়ারিং। পিস্তলের মুখ থেকে ছিটকে পড়ছে আগুনের ঝলকানি। সমাজমাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি, মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গাজোলে। শোরগোল ফেলে দেওয়া ছবি পৌঁছায় পুলিশের হাতেও।

পুলিশ তো আর 'থ্রি ইডিয়টস'-এর চতুর রামালিঙ্গম বা 'সাইলেন্সার' নয় যে সব দেখে চুপ করে বসে থাকবে। শুরু হল পুলিশি গোয়েন্দাগিরি। চারিদিকে তল্লাশি চালিয়ে বুধবার রাতে এক্কেবারে হাতেনাতে খাকি উর্দিধারীরা নাগাল পেল বন্দুক-কার্তুজের 'নায়ক' তুলসীডাঙ্গার অভিজিৎ ভুঁইমালির। তুলে নিয়ে আসা হল থানায়। উদ্ধার হল সেই বিখ্যাত ৯ এমএম পিস্তল।



"কেন যে ছবি তুলতে গেলাম! তা ছবি তোলাটা না হয় ঠিক ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়াটা বড় ভুল হয়ে গেল!

অভিজিৎ ভুঁইমালি

- তুলসীডাঙ্গায় অত্যাধুনিক ৯ এমএম পিস্তল হাতে আকাশের দিকে ফায়ারিং করতে দেখা যায় এক তরুণকে
- পরে পুলিশ জানতে পারে, আগ্নেয়াস্ত্রটি একটি খেলনা বন্দুক
- বন্দুকের মাথায় ছিল ভোঁতা বাজি, ট্রিগার চাপলেই একটি স্প্রিং লাগানো লোহার দণ্ড বাজির পেছনে ধাক্কা মারছে, বের হচ্ছে আগুনের ঝলকানি

কিন্তু আসল টুইস্ট এর পরেই! অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ! পুলিশ আধিকারিকরা টের পেলেন ৯ এমএম পিস্তল হিসেবে অভিজিতের কাছ থেকে যা পাওয়া গিয়েছে, তা আদ্যোপান্ত একটি খেলনা বন্দুক। বন্দুকের মাথায় গুঁজে রাখা হয়েছিল কার্তুজের মতো দেখতে একটি ভোঁতা বাজি। আনলক করে ট্রিগার চাপলেই ভেতর থেকে একটি স্প্রিং লাগানো লোহার দণ্ড বাজির পেছনে ধাক্কা মারছে, তক্ষণাৎ তা আওয়াজ করে ফেটে যায়। পিস্তলের মুখ থেকে বের হচ্ছে আগুনের ঝলকানি। যা জানতে পেরে অনেকেই বলছেন, 'এ সত্যজিৎ রায়ের গুপি গাইন ও বাঘা বাইনের জাদুর ঢোল নয়, গাজোলের জাদুর বন্দুক!'

কিন্তু ধরে যখন আনা হয়েছে, তখন এত সহজে 'গব্বর'কে ছাড়তে নারাজ পুলিশ। কোথা থেকে এমন পিস্তল মিলল, জানতে ওই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের বক্তব্য, খেলনা হলেও, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো অত্যন্ত সহজ এই ৯ এমএম পিস্তল দিয়ে। অভিজিতের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে অনেকেই নিশ্চিত, ওই তরুণের আক্ষেপ, 'কেন যে ছবি তুলতে গেলাম! তা ছবি তোলাটা না হয় ঠিক ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়াটা বড় ভুল হয়ে গেল!'

১ ডিসেম্বর থেকে ধান কিনবে সরকার

গ্রামে গ্রামে পৌঁছবে মোবাইল ভ্যান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ নভেম্বর : আমন ধান ঘরে তোলার মরশুম শুরু হতেই সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সহায়ক মূল্যে কৃষকদের থেকে ধান সংগ্রহ করবে খাদ্য দপ্তর। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে সেই প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে এ বছর মোট কত পরিমাণ ধান কেনা হবে, তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। আগামী সপ্তাহে প্রশাসনিক বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা খাদ্য আধিকারিক দাওয়া ওয়াংগেল লামা।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত বছরের মতো এ বারও জেলার ৩১টি ধান ক্রয়কেন্দ্র চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের ক্রয়কেন্দ্রে আসার ঝক্কি কমাতে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ধান সংগ্রহ করা হবে। জেলা খাদ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকেই ধান কেনার কাজ শুরু হবে। কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পান এবং মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েদের খপ্পরে পড়ে কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য না হন, সেটাই প্রশাসনের লক্ষ্য। ধান কেনার পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে খাদ্য দপ্তর।

জলপাইগুড়ি জেলায় সরকারি ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিয়ে গত কয়েক বছরে একাধিকবার পরিবর্তন হয়েছে। ২০২৩ সালে ২ লক্ষ ২১ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও শেষপর্যন্ত দেড় লক্ষ মেট্রিক টনের সামান্য বেশি ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। পরের বছর লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ১ লক্ষ ৯০ হাজার মেট্রিক টন করা হয়। ২০২৫ সালের মরশুমে অবশ্য ১ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিক টন ধান কিনেছিল খাদ্য দপ্তর। জেলা কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। বছরে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়। উৎপাদনের নিরিখে জেলার কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি স্তরে কতটা ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, এখন সেটাই দেখার।



- গত বছরের মতো এ বারও জলপাইগুড়িতে ৩১টি ধান ক্রয়কেন্দ্র চালু রাখার পরিকল্পনা
- জেলায় প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়
- র‍্যাশন ব্যবস্থায় খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখতে জেলায় বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধানের প্রয়োজন

"কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পান এবং মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েদের খপ্পরে পড়ে কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য না হন, সেটাই প্রশাসনের লক্ষ্য।

দাওয়া ওয়াংগেল লামা
আধিকারিক, খাদ্য দপ্তর, জলপাইগুড়ি

গত বছর প্রতি কুইন্টাল ধানের সহায়ক মূল্য ছিল ২ হাজার ৩৬৯ টাকা। সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে সরাসরি ধান বিক্রি করলে প্রতি কুইন্টালে অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা পেয়েছিলেন কৃষকরা। এ বারও সরকারি নিয়ম মেনে ধান কেনার ব্যবস্থা করা হবে। জেলা খাদ্য আধিকারিক জানান, জেলার র‍্যাশন ব্যবস্থায় খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখতে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধানের প্রয়োজন হয়। গত বছর সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ধান কেনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। চলতি মরশুমে উৎপাদন ও অন্যান্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই নতুন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হবে।

হাতি-বাইসনের ভয়, তবু ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১২ নভেম্বর : সন্ধে নামলেই বদলে যায় পানঝোরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার ছবি। দিনের আলো ফুরোতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে হাতির দল। মূর্তি নদী পেরিয়ে খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে ক্ষতি করছে ধানের খেত। ভোরের আলো ফোটার আগেই আবার ফিরে যায় জঙ্গলে। শুধু হাতি নয়, মাঝেমধ্যে বাইসনের দলও সন্ধ্যায় বেরিয়ে চলে আসছে পর্যটনকেন্দ্র মূর্তিতে। ফলে সন্ধ্যার পর থেকে গোটা এলাকায় একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আবার বন্যপ্রাণীর হামলার মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও দিনদুপুরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছেন বেশ কিছু মহিলা, বনকর্মীদের নজর এড়িয়ে জ্বালানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে মূর্তি নদী পেরিয়ে ফিরছেন বাড়ি।

অন্ধকার রাতে হাতি বা বাইসন লোকালয়ে চলে এলেও দিবর থাকে জঙ্গলে। ফলে যাঁরা জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করছেন, তাঁরা যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কিত পরিবেশপ্রেমীরা। এর আগেও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে জঙ্গলের ভেতরে বহু মহিলার হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাতেও হুঁশ ফেরেনি তাঁদের। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও।

কিন্তু কেন তাঁরা বারবার এই ঝুঁকি নিচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে এল এক করুণ বাস্তব চিত্র। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মহিলা জানান, দিনের পর দিন জ্বালানি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যাস কেনার সামর্থ্য নেই তাঁদের। সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই পেটের তাগিদেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে যেতে হচ্ছে জ্বালানি কাঠ আনতে।

চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, 'বর্তমানে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলেই আশ্রয় নিয়ে থাকছে হাতি। সন্ধ্যার পরেই হাতিগুলো খাদ্যের লোভে লোকালয়ে চলে আসছে। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়া একদমই ঠিক নয়। এ বিষয়ে বন দপ্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' চালসা রেঞ্জের বন আধিকারিকদের বক্তব্য, বনকর্মীরা নজরদারি চালান। কিন্তু সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। মূর্তি বিটের ৩ নম্বর যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সভাপতি বিশ্বাস রায় বলেন, 'বরাবরই জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার জনগণকে জঙ্গলের ভিতরে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়। এরপরেও কিছু মানুষ জঙ্গলের ভিতরে যাচ্ছেন। সচেতনতামূলক কর্মসূচি জারি থাকবে।'



"সন্ধ্যার পর হাতি খাদ্যের লোভে লোকালয়ে চলে আসছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়া ঠিক নয়।

মানবেন্দ্র দে সরকার
পরিবেশপ্রেমী

প্রশ্ন হল, শুধু সচেতনতায় কি পেটের খিদে মিটবে? গ্যাসের দাম না কমলে, বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা না হলে মহিলারা কি জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করবেন?

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি হোলসেল ওষুধের দোকানে কাজের জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ি। (M) - 7477375005, 8327688127. (C/124277)

●

শিলিগুড়িতে লজের জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ - Mob - 9647161240. (C/124276)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sri Kamakhya Ch. Das, পিতা Late Goimchan Das, গ্রা. থানুপাড়া, থানা - শামুকতলা, জেলা- আলিপুর-দুয়ার নিবাসী, গত ইং 25-2-2022 তাং, APD Notary Public কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার কনিষ্ঠ পুত্র Rabindra Das -কে সজ্ঞানে ত্যাজ্য-পুত্র ঘোষণা করিলাম। (U/D)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute, Near North Bengal University, 8372059506 /9800050770, P.G. Diploma in Tea Management 6 months Fee Rs 50000/- (Rs 10000x5), Certificate in Tea Management 4 months Fee Rs 30000/- (Rs 10000x3). (M/M)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
RAMAYANA
*ing : Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash, Sunny Deol
Time : 12:30 ; 4:00 & 7:15 pm.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
Ramayana RISE OF A LEGEND
SHOW TIME
12.30 PM
04.00 PM
07.30PM
HINDI (U)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-TENDER NOTICE

On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tender is invited by the CMOH, Dakshin Dinajpur for following e-tender : **1.** E-Tender No. DHFWS/IRS/3761 dated 06.11.2026 for supply of Synthetic Pyrethroid (Alphacypermethrin 5% WP) -2nd call. **2.** E-Tender No. DHFWS/3762 dated 06.11.2026 for making and installation of IEC activities -2nd call. **3.** E-Tender No. DHFWS/3763 dated 06.11.2026 for supply of Pulse Fogging Machine -1st call. **4.** E-tender No. DHFWS/3765 dated 06.11.2026 for supply of stationary articles-1st call. **5.** E-tender No. DHFWS/3766 dated 06.11.2026 for branding of AAM/Health centres-1st call from resourceful, eligible agency having experience in similar nature of works. Bid Submission Closing Date : 20.11.2026 at 05:00 P.M. For Detail (e-tender), Please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in and Office of the Undersigned. Sd/- CMOH, D/Dinajpur. ICA-T19852(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্যে আগামী ই-নিলাম কার্যসূচী

নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে নবেম্বর/২০২৬ মাসের জন্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণের ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু বিশেষ ই-নিলাম কার্যসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভের তারিখ/সময়
১	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০১	১৬-১১-২০২৬/১১.০০.০০
২	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০২	২৩-১১-২০২৬/১১.০০.০০
৩	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০৩	৩০-১১-২০২৬/১১.০০.০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আমন্ত্রণ করার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/সিওএন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদায় কন্ট্র্যাক্টুয়াল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার নিয়োগ

নোটিফিকেশন নং : ই/সিএমপি/এমএলভিটি/পিটি-IV তারিখ : ১০.১১.২০২৬

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগ, নিযুক্তির তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদের জন্য অথবা নিয়মিত ডাক্তার (আইআরএইচএস) নিয়োগ, যেটি আগে হবে, সেই পর্যন্ত বলবত থাকবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সের শর্ত পূরণকারী মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারগণ যাঁরা এই ধরনের নিয়োগে ইচ্ছুক, তাঁদের সকল শংসাপত্র ও প্রশংসাপত্র সহ নিম্নলিখিত স্থানে ও সময়ে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের জন্য উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **স্থান :** চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-এর কার্যালয়, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২। **ইন্টারভিউয়ের তারিখ :** ২৫.১১.২০২৬। **উপস্থিত হওয়ার সময়:** সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা। ইন্টারভিউতে উপস্থিত হওয়ার সময় প্রার্থীদের বয়স, যোগ্যতা, মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমর্থনে শিক্ষা সংক্রান্ত শংসাপত্র, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সকল মার্কশিট, অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার ইত্যাদির মূল সহ সেগুলির স্ব-প্রত্যয়িত কপি তৎসহ দুটি পাসপোর্ট মাপের ফটোগ্রাফ আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। শূন্যপদের সংখ্যা, বয়সসীমা, পারিশ্রমিক ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিম্নরূপ: **শ্রেণী :** ডাক্তার (সিএমপি) (ফিজিশিয়ান) স্পেশালিস্ট। **শূন্যপদ :** ০১। **বয়সসীমা :** ০১.০১.২০২৬ তারিখের সাপেক্ষে অনূর্ধ ৫৩ বছর। **পারিশ্রমিক/ বেতন :** ১,২৩,৫০০ টাকা প্রতি মাসে (নির্দিষ্ট)। **প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:** এমডি/ডিএনবি ফিজিশিয়ান স্পেশালিস্ট, যে কোনও রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈধ রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র। **নিয়ম ও শর্তাবলী: (১) নিয়োগের ধরন :** সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক, এক বছর মেয়াদের জন্য অথবা নিয়মিত ডাক্তার (আইআরএইচএস) নিয়োগ, যেটি আগে হবে, সেই পর্যন্ত। **(২) পারিশ্রমিক :** (i) সদৃঢ়ভাবে "নো ওয়ার্ক, নো পে" ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে। (ii) এনইএফটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ ব্যাঙ্কের আইএফএস কোড ও প্যান কার্ড প্রয়োজন। দ্রষ্টব্য : ইন্টারভিউয়ের দিন কার্যালয়ে আবেদনের বয়ান পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনের বয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in** (go to division>> Malda>>recruitment page)-তে পাওয়া যাবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে

হুইলচেয়ারে বসেই সেবার নজির

আলোর সারথি

কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ি মোড়ের আসিফ বিশেষভাবে সক্ষম। পারিবারিক আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। শত প্রতিকূলতা যেন তাঁর ইচ্ছের কাছে পরাজিত।

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ নভেম্বর : প্রবাদ রয়েছে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। আর প্রবাদই যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় আসিফ ইকবালের সঙ্গে। কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ি মোড়ের আসিফ বিশেষভাবে সক্ষম। বছর ৩৩-এর এই তরুণের হুইলচেয়ারই চলাচলের ভরসা। কথা বলতে জিভ জড়িয়ে যায়। খুব কষ্টে মনের ভাব অন্যকে বোঝান। পারিবারিক আর্থিক অবস্থাও একেবারেই ভালো নয়। এত প্রতিকূলতাও যেন তাঁর ইচ্ছের কাছে পরাজিত। নিজের মানবিক পেনশন থেকে টাকা জমিয়ে বছরের বিশেষ দিনগুলোতে দুঃস্থদের হাতে উপহার তুলে দেন। নিজে দুঃস্থ হয়েও অন্য দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছে প্রশংসা কুড়োচ্ছে সকলের।

বৃহস্পতিবার ছিল আসিফের জন্মদিন। নিজের জন্য আড়ম্বর নয়, এই বিশেষ দিনটিতেও ভুলে যাননি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে। বাড়ির সামনে ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তোর্ষার চরের বাসিন্দা বিপিন বর্মন, সোনা বর্মন, অনিল দাস সহ ৬ জন সহায়সম্বলহীন মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন শীতের পোশাক ও খাবার। শুধু নিজের জন্মদিনেই নয়, ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো বিশেষ দিনগুলোতেও এভাবেই সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান তিনি। অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের পাশাপাশি উপস্থিত প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় তাঁর দরাজ প্রশংসা করেন।



দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করছেন আসিফ ইকবাল।

যাঁর নিজের উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, অভাবের সংসারে যাঁর দিন কাটে, তিনি কীভাবে এই অনুদান জোগাড় করেন? আসিফের বাবা আরফাত আলি একটি সুইমিং পুলে সামান্য বেতনে সাঁতার শেখান। মা গৃহবধূ, দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অস্পষ্ট জড়ানো গলায় একগাল হেসে আসিফ বলেন, 'আমি মাসে দেড় হাজার টাকা মানবিক পেনশন পাই। নিজের কোনও শখ পূরণ না করে তার অনেকটাই জমিয়ে রাখি। এছাড়া বাবা, মা আর দিদির কাছে কিছু টাকা নিই। এই টাকা দিয়েই উৎসব-অনুষ্ঠানে গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। এতে আমার খুব আনন্দ হয়। যতদিন বাঁচব, এভাবেই মানুষের সেবা করে যাব।'

ছেলের এই কাজে একবিন্দুও আপত্তি নেই পরিবারের। গর্বিত বাবা আরফাত আলি বলেন, 'ছেলের আনন্দেই আমাদের আনন্দ। ও এই কাজ করে মনে খুব শান্তি পায় বলে হাজার কষ্টের মধ্যেও আমরা সবসময় ওর পাশে দাঁড়াই।' আসিফের এই কাজ আজ আর শুধু স্থানীয় গণ্ডিতে আটকে নেই, তাঁর মানবিকতার কথা পৌঁছেছে প্রশাসনের অন্দরেও। বিভিন্ন সরকারি অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের তরফে তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এদিন আসিফের হাত থেকে গরম পোশাক ও খাবার পেয়ে খুশি তোর্ষার চরের বিপিন বর্মনরা। তাঁরা বলেন, 'প্রতি বছরই ও আমাদের এভাবে সাহায্য করে। এতে আমরা ওর প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আসিফ যেভাবে সারাবছর গরিব মানুষদের নানাভাবে সাহায্য করে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি উৎসাহে কোনও কাজ পণ্ড হতে পারে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যায় পড়তে হত পারে। কোমর ও ঘাড়ের যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান আপনি নিজেই করতে পারবেন। পাওনা আদায় হবে। বিদ্যার্থীরা ভালো ফল করবেন। মিথুন : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। পেটের কারণে ভ্রমণ বাতিল হতে পারে। কর্কট : লোভ সংবরণ করুন। দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগের টোপ পেলেও এড়িয়ে যান। দাম্পত্যে শান্তি। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সিংহ : পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। পড়শিদের বাধায় বাড়ি সংস্কারে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাগম চলবে। কন্যা : সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মা ও বাবার পরামর্শে সমস্যামুক্তি। তুলা : কোনও ভুলে বড় সমস্যার সম্মুখীন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য চিন্তা দূর হবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃশ্চিক : রত্ন, বস্ত্র, কাঠ ব্যবসায়ীরা ঝুঁকিহীন লগ্নিতে যেতে পারেন। বাড়িতে আত্মীয়সমাগম। চোখের রোগে সমস্যা। ধনু : গতকাল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা বাতিল করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য আনন্দ দেবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তি। মকর : সামান্য অলসতায় বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। গবেষক ও চিকিৎসকগণ সম্মানিত হবেন। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। কুম্ভ : ব্যবসায় অর্থাগম। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। বাড়ির সমস্যা বাইরে নিয়ে যাবেন না। প্রেমে শুভ। মীন : সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে। স্নায়ুরোগ বৃদ্ধিতে দুর্ভোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ কার্তিক, ভাঃ ২২ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর, ২৬ কাতি, সংবৎ ৪ কার্তিক সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৩, অঃ ৪।৫১। শুক্রবার, চতুর্থী রাত্রি ৬।১২। মূলানক্ষত্র অপরাহ্ন ৪।৩। ধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৪।৫৮। বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।১২ গতে ববকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ন ৪।৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, রাত্রি ৬।১২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৩৭ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই, সন্ধ্যা ৫।০ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, রাত্রি ৬।১২ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫২ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪২ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪২ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৪৪ মধ্যে।

আজ টিভিতে



মা দ্য বস সন্ধে সাড়ে ৭টা ডিডি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.১৫ ম্যাজিক, ১০.০০ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৩০ জোর, বিকেল ৪.৪৫ স্বামীর ঘর, রাত ৯.৩০ দাদা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ বদলা, বিকেল ৪.৩০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, রাত ৮.০০ বন্ধন, ১১.০০ চ্যালেঞ্জ-টু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বিরোধ, দুপুর ১২.০০ শপথ নিলাম, ২.৩০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ৮.০০ পূজা, ১১.০০ শিকারপুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ওয



শীতের অতিথিরা।। *ফুলবাড়ি ক্যানালে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর*

ছটের বাজারে ক্রেতা কম

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : চলছে ছটপুজোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি। তাই পুজোর রীতি অনুযায়ী নানা উপকরণ বিক্রিও শুরু হয়েছে দোকানে দোকানে। বৃহস্পতিবার এবং রবিবার বাগডোগরায় সাপ্তাহিক হাট বসে। তবে এদিন হাটে ব্যবসায়ীরা ছটের উপকরণ সাজিয়ে রাখলেও আশানুরূপ ক্রেতার দেখা মিলল না। তবে অধিকাংশ ব্যবসায়ী রবিবারের হাটের ওপরে ভরসা রাখছেন। এমনকি ছট উপলক্ষ্যে শনিবারও পুজোর উপকরণ সাজিয়ে তাঁরা বসবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রতিবছর ছটের আগে হাটে ভিড় উপচে পড়ে। বৃহস্পতিবার বাগডোগরায় সেই চেনা ছবি চোখে পড়ল না। এক ফল ব্যবসায়ী মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তা বললেন, 'আজকে হাটে ছটের খদ্দের কম। এজন্য আমরা শনিবার অতিরিক্ত একদিন হাটে দোকান করব। এছাড়া রবিবারের হাটেও খদ্দের হবে বলে আশা রাখছি।' সবিতা সিং নামে এক তরুণী এদিন বাগডোগরা হাটে নারকেল নিয়ে এসেছিলেন বিক্রির জন্য। সবিতার কথায়, 'আমি হাটে দোকান করি না। ছটের জন্য অসম থেকে হাজারখানেক নারকেল নিয়ে এসেছি। ১২০ টাকা জোড়া বিক্রি করছি। তবে ক্রেতার সংখ্যা কম। আশা করছি শনিবার এবং রবিবার বিক্রি করতে পারব।'



বাগডোগরা হাটে বেচাকেনা।

কলা নিয়ে ব্যবসায়ী মহেশ যাদব আবার জানালেন, চিনিচম্পা কলা ৬০-৭০ টাকা ডজন দামে বিক্রি হচ্ছে। কাঁদি নিলে ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা। তবে ক্রেতারা আবার সামগ্রী কম কেনার পিছনে দামের আধিক্যকে দায়ী করছেন। সংগীতা বলেন, 'সারাবছর ছট পরবের জন্য অপেক্ষায় থাকি। পরিবারের সদস্যরাও ছটের ছুটিতে বাড়িতে আসেন। এটাই আমাদের বড় উৎসব। এই উৎসবে কেনাকাটা করতেই হয়। তবে এবছর উপকরণের দাম বেশি। তবুও পুজো করতেই হবে। তাই কিছু সামগ্রী কিনে নিচ্ছি।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

নকশালবাড়ি, ১২ নভেম্বর : নকশালবাড়ি থানার লালজিজোতে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। নাম বাণী রায় (৪২)। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা বাড়িতে পুজো দিচ্ছিলেন। তখন বাড়ির টিনের বেড়ায় পুজোর বালতি রাখতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে।

রিজার্ভারের জন্য চিহ্নিত চার জমি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : অবশেষে কাটল জমিজট। পৃথক চারটি ওভারহেড রিজার্ভার গড়তে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে জমি চিহ্নিত করা হল। নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজের জন্য চিহ্নিত করা প্রতিটি জমিই সরকারি। পুজো পর্ব মিটতেই ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে। পুরকর্তাদের দাবি, ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই রিজার্ভার তৈরির কাজ ১০০ শতাংশ শেষ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার জন্য বাকি চারটি জমিও চূড়ান্ত করা হয়েছে। দুটি জমির জন্য রাজ্যের কাছে ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেই সমস্যা সমাধানে ২০২৪ সালে তৃণমূল জমানায় আম্রুত-২'এর অধীনে মেগা জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। প্রথম ফেজের কাজ ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়েছে। এরই মাঝে ২০২৪ সালে মেগা জলপ্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজে ওভারহেড রিজার্ভার নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় ফেজে শহরে মোট ১৩টি ওভারহেড রিজার্ভার তৈরি করা হবে। এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় জমি চিহ্নিত করে একে একে নয়টি রিজার্ভারের কাজ আগেই শুরু করা হয়। সেগুলির মধ্যে চারটি রিজার্ভার তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলির কাজও জোরকদমে চলছে। তবে আরও চারটির নির্মাণকাজ এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

এই চারটি রিজার্ভারের জন্যেও একসময় জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে কোথাও জবরদখল আবার কোথাও জমির অবস্থানগত সমস্যার জেরে নির্মাণকাজ থমকে ছিল। আগে চিহ্নিত জমির মধ্যে ছিল শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাল্লাগুড়ির একটি সরকারি জমি। তবে তা দখল হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, ভানুনগরে রিজার্ভারের জন্য চিহ্নিত করা জমি ছিল অপেক্ষাকৃত নীচু। এমনই একাধিক সমস্যায় জেরবার হয়ে পুর কর্তৃপক্ষ নতুন করে জমি খোঁজার কাজ শুরু করে। অবশেষে জট কাটিয়ে জমি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন পুরকর্তারা। জানা গিয়েছে, শহরের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত চাঁদমণি হাসপাতাল লাইন এলাকায় কালেক্টর ল্যান্ড ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার জন্য চিহ্নিত হয়েছে। সেইসঙ্গে সেবক রোডের দুই মাইল সংলগ্ন এলাকায় সেচ দপ্তরের জমিটিও বাছাই করা হয়েছে। ওই দুটি জমির জন্য রাজ্যের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে ইতিমধ্যেই আবেদন করা হয়েছে। পুরকর্তাদের দাবি, পুজো পর্ব মিটতেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, অপর দুটি রিজার্ভার গড়ে তোলার জন্য পুরনিগম নিজস্ব জমি বাছাই করেছে। একটি ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোয়ার ভানুনগর এলাকায়, অপরটি সূর্য সেন পার্কের পিছন দিকে। আগামী নয় মাসের মধ্যেই ওই রিজার্ভারগুলির নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে পুরনিগম জানাচ্ছে।

পানীয় জল পরিষেবায় উন্নতির আশা

শহরে বর্তমানে ১৬টি ওভারহেড রিজার্ভার রয়েছে। নতুন করে আরও ১৩টির কাজ শেষ হলে সংখ্যাটা ২৯ হয়ে যাবে। ফলে শহরের দূরবর্তী এলাকা সহ অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়ে উঠবে বলে পুরকর্তারা দাবি করছেন। পুরোনো রিজার্ভারগুলির সংস্কার করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।



পূর্ব নেতাজিপল্লিতে ওভার হেড রিজার্ভার।

দশটির বেশি অভিযোগ, ধৃত ৪

দীপাবলিতে অশান্তির পরম্পরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : পরকীয়াকে ঘিরে মণ্ডপের সামনে মারামারি কিংবা প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে বাইক চুরি যাওয়া থেকে শুরু করে শরীর লক্ষ্য করে বাজি ছোড়া নিয়ে তুলকালাম- চলতি বছর কালীপুজোয় শহর শিলিগুড়ি সাক্ষী থাকল এমন কিছু ঘটনার, যা উৎসবের মেজাজকে সামান্য হলেও ব্যাহত করেছে। গত রবিবার থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার থানায় দশটির বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। যার মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তার দাবি, 'কালীপুজো নির্বিঘ্নেই কেটেছে। কিছু ঘটনা ঘটেছে। সেগুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বুধবার হাকিমপাড়ার একটি ক্লাবের সামনে পরকীয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। জামাইবাবুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর ও এক বন্ধুকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন এক তরুণী। ওই তরুণীর অভিযোগ, তিনি গত সোমবার তাঁর জামাইবাবুকে এক অন্য মহিলার সঙ্গে দেখেছিলেন। সেই ব্যাপার নিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তখন হঠাৎ করে তাঁর জামাইবাবু বিষয়টি জানতে পেরে ওই তরুণীকে রাস্তায় মারধর করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর বন্ধু প্রতিবাদ করলে তাঁকেও হুমকি দেওয়া হয়, এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন ওই তরুণী।

বুধবার রাতে আরও দুটি পৃথক ঘটনায় উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। এয়ারভিউ মোড়ে হুজ্জতির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই তরুণ হাসপাতালে গিয়েও হুজ্জতি করছিলেন বলে অভিযোগ। আবার সেবক রোডে দুই গাড়ির মধ্যে সামান্য সংঘর্ষে ধুন্ধুমার বাধে। একটি গাড়িতে বসে থাকা মহিলাকে কটূক্তির অভিযোগে অপর গাড়িতে থাকা দুজনকে আটক করে পুলিশ।

মঙ্গলবার ঘুরতে বেরিয়ে চম্পাসারি রোড এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন এক তরুণ। বুধবার তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। হাতি মোড়ের কাছে প্যান্ডেল হপিং করতে গিয়ে মঙ্গলবার রাতে চরম বিপদে পড়েন চেতন আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, প্যান্ডেল ঘুরে এসে তিনি দেখেন বাইকটি চুরি হয়ে গিয়েছে। বাইকটি তিনি প্যান্ডেলের সামনে রেখেছিলেন। মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যদের গায়ে বাজি ফেলার অভিযোগে প্রতিবাদ করতে গিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয় হেমন্ত বসু কলোনি এলাকায়। অভিযোগকারী তরুণীর অভিযোগ, একদল তরুণ তাঁর ও ভাইয়ের গায়ে বাজি ফেলে। প্রতিবাদ করায় মারধর করা হয়।

অন্যদিকে, সোমবার চম্পাসারির একটি ক্লাবে ক্লাব কমিটির সঙ্গে একদল তরুণের ঝামেলায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দু'পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। রোহিত ভরদ্বাজ নামে তরুণের অভিযোগ, তিনি ওই ক্লাবে অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন। হঠাৎই কয়েকজন ক্লাব সদস্য তাঁকে মারধর করেন। যদিও সংশ্লিষ্ট ক্লাব কমিটির সভাপতি বিকাশ শা'র দাবি, কয়েকজন তরুণ মণ্ডপে এসে অশালীন কথাবার্তা বলছিলেন। প্রতিবাদ করায় উলটে ক্লাবের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের মারধর করা হয়।

নিউ পোকাইজোত এলাকায় পুজোমণ্ডপে সাউন্ড সিস্টেমের সামনে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় মারধর করা হয় বলে অভিযোগ তুলেছেন এক ব্যক্তি। তিনি প্রধাননগর থানায় চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সব মিলিয়ে, প্রশাসনের নজরদারি ও মানুষের সচেতনতায় আগামীতে আলোর উৎসবে যেন আর কারও জীবনে আঁধার নেমে না আসে, সেই দাবি করছেন শহরবাসী।



- পরকীয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে হাকিমপাড়ায় উত্তেজনা ছড়ায়
- প্যান্ডেল হপিং করতে গিয়ে বাইক চুরি, বাজি ছোড়া এবং পথ দুর্ঘটনায় জখমের মতো অভিযোগ উঠেছে
- চম্পাসারি, সেবক রোড ও নিউ পোকাইজোতেও অশান্তির অভিযোগ

কালীপুজো ও দীপাবলি নির্বিঘ্নেই কেটেছে। কিছু ঘটনা ঘটেছে অবশ্য। সেগুলি পুলিশের তরফে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা

রাতে বন্ধ জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : রাস্তা মেরামতির কাজের জন্য ফের ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আগামী এক মাস রাত ন'টা থেকে পরের দিন ভোর ছ'টা পর্যন্ত কালিম্পং এবং সিকিমের লাইফ লাইন সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৩ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর এবং আগামী বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত

চোপড়া, ১২ নভেম্বর : জাতীয় সড়ক পারাপার করতে গিয়ে দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চোপড়া থানার সোনাপুর বাসস্টপ এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন রাস্তা পারাপারের সময় একটি বাইক মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি ছিটকে পড়েন ও ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বেতন বকেয়া, বিক্ষোভ মেডিকেলে

বিপাকে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বেতন সমস্যায় জর্জরিত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা। এখানকার সুপারস্পেশালিটি ব্লকের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অক্টোবর মাসের বেতন পাননি। এমনকি পুজোর বোনাসও পুরোপুরি হাতে আসেনি। এর প্রতিবাদে তাঁরা বৃহস্পতিবার হাসপাতাল সুপারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

নিয়োগকারী এজেন্সির বক্তব্য, আট মাস ধরে রাজ্য সরকার বরাদ্দ দেয়নি। তারা এতদিন কর্মীদের বেতন নিজেরা মিটিয়েছে। বরাদ্দ না এলে আর বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর। তিনি বলেছেন, 'বেতন না হওয়ায় কর্মীদের সংসার চালাতে সমস্যা হচ্ছে। নিয়োগকারী এজেন্সিও আট মাস ধরে টাকা পাচ্ছে না। স্বাস্থ্য দপ্তর যাতে দ্রুত বেতন বাবদ টাকা ছাড়ে, সেই আবেদন করা হয়েছে।'

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে ২০৮ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড একটি এজেন্সির মাধ্যমে এই কর্মীদের নিয়োগ করেছে। চুক্তি অনুযায়ী, কর্মীদের বেতন বাবদ টাকা স্বাস্থ্য দপ্তর এজেন্সিকে দেবে, এজেন্সি কর্মীদের বেতন মেটাবে। চুক্তিতে বলা রয়েছে, সরকারি বরাদ্দ না এলেও পরপর তিন মাস এজেন্সি কর্মীদের বেতন মিটিয়ে দেবে। কিন্তু সূত্রের খবর অনুযায়ী, গত এপ্রিল মাসে এজেন্সি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এক টাকাও পায়নি। অথচ এজেন্সি টানা ছয় মাস বেতন দিয়েছে। অক্টোবর মাস থেকে বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নভেম্বর মাসের ১২ তারিখেও কর্মীরা অক্টোবর মাসের বেতন পাননি। এমনকি স্বাস্থ্য দপ্তর আর্থিক বরাদ্দ না দেওয়ায় ওই কর্মীরা পুজো বোনাসও পাননি।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে গঙ্গা বলেন, 'প্রতি মাসে আমাদের ঝামেলা, আন্দোলন করে বেতন নিতে হচ্ছে। এটা কেন হবে? নিয়ম অনুযায়ী ১০ তারিখের মধ্যে আগের মাসের বেতন হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও হচ্ছে না।'

তাঁর অভিযোগ, বেতনের পাশাপাশি প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআইয়ের সুযোগও সঠিকভাবে কর্মীরা পাচ্ছেন না।



- মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে ২০৮ জন অস্থায়ী কর্মী কাজ করেন
- চুক্তি অনুযায়ী, কর্মীদের বেতন বাবদ টাকা স্বাস্থ্য দপ্তর এজেন্সিকে দেবে, এজেন্সি কর্মীদের বেতন মেটাবে
- নভেম্বর মাসের ১২ তারিখেও অস্থায়ী কর্মীরা অক্টোবর মাসের বেতন পাননি

এজেন্সির কর্তা অনিমেষ দাস বলেছেন, 'এপ্রিল মাসে স্বাস্থ্য ভবন টেন্ডারের মাধ্যমে আমাদের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব দিয়েছে। অথচ তাঁদের বেতনের কোনও টাকা আমরা এখনও পাইনি। প্রায় দেড় কোটি টাকার বেশি নিজের ঘর থেকে খরচ করে বেতন দিয়েছি। এখন আর সম্ভব হচ্ছে না।'

শহর যেন জতুগৃহ, হুঁশ নেই

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : নীচে দোকান। আর দোকানের ওপরে হোটেল। শিলিগুড়ি জংশন চত্বরে গেলেই এই দৃশ্য চোখে পড়ে। হোটেলের নীচে থাকা দোকানগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তারাপীঠ এবং কলকাতার দুটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের পর এ ধরনের হোটেলগুলোতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। কিন্তু তাতে যে কোনও কাজ হয়নি, বুধবারের ঘটনাই তার প্রমাণ।

বুধবার গভীর রাতে জংশন এলাকার একটি হোটেলের নীচে থাকা দোকানে আগুন লেগে যায়। পুলিশ এবং দমকলের চেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে বরাতজোরে বড় দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাওয়া গিয়েছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। শিলিগুড়ির সঙ্গে বাগডোগরা বা শিবমন্দিরের অবস্থার খুব একটা পার্থক্য নেই। বাগডোগরায় বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে ঝড়ের গতিতে গড়ে উঠেছে শপিং মল, মার্কেট কমপ্লেক্স, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও লজ। শিবমন্দিরেও গড়ে উঠছে একের পর এক বহুতল, শোরুম, রেস্তোরাঁ। কিন্তু এই বেহিসেবি ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যুফাঁদ। অগ্নিনিরাপত্তার বালাই না থাকায় এই এলাকাগুলি আস্ত 'জতুগৃহ'-তে পরিণত হয়েছে।

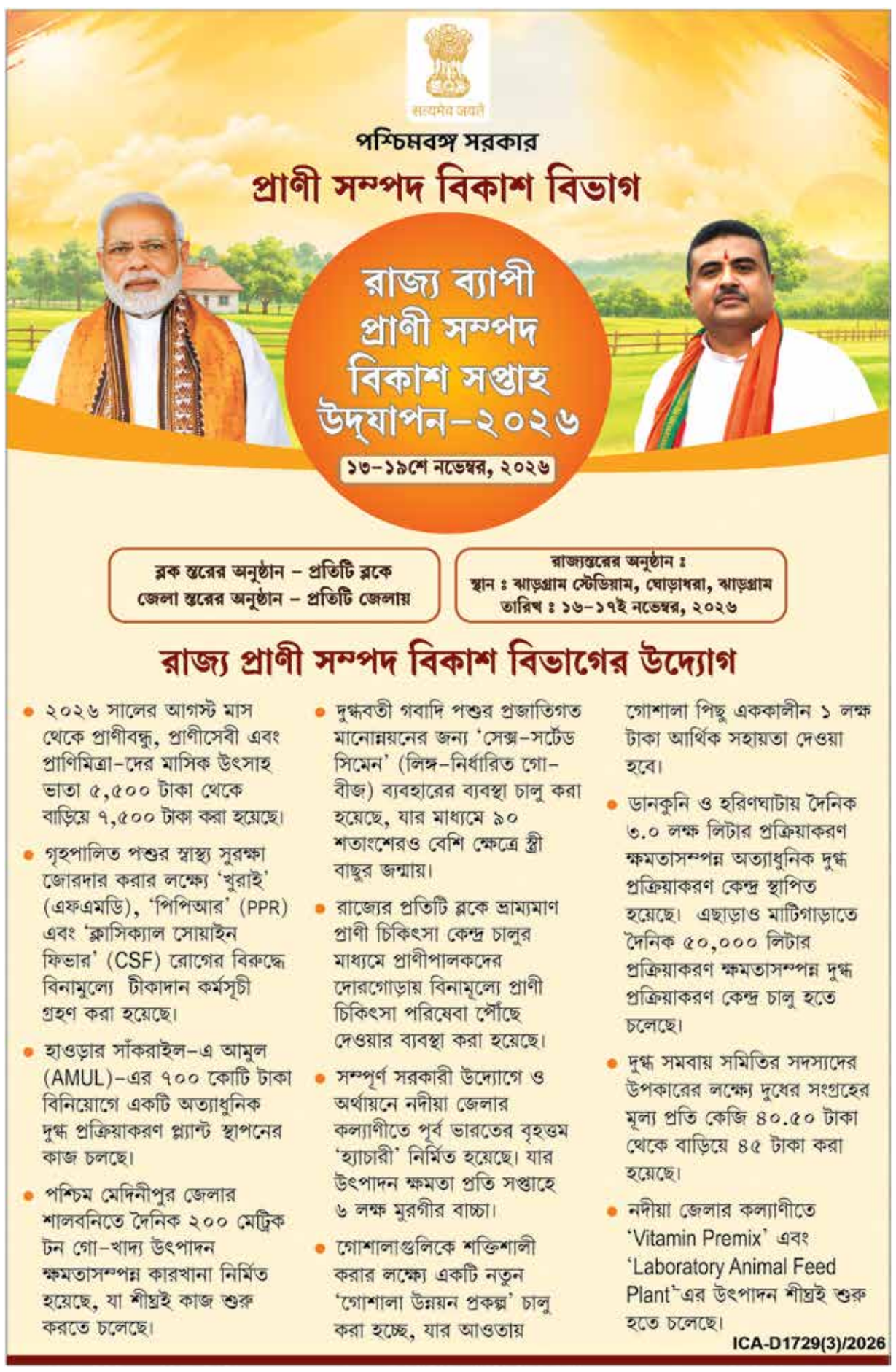
বুধবার গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পুলিশকর্মীরা ওই হোটেলের নীচের একটি দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। জড়ো হন স্থানীয়রাও। দমকলকে ফোন করা হয়। যদিও আগুনের তাপে দোকানের শাটার পুরোপুরি গরম হয়ে যাওয়ায় তা ভাঙতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। এর মধ্যেই ওই হোটেল মালিক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই দোকানের আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই হোটেলের আবাসিকরা। শিবমন্দির, বাগডোগরা এবং এয়ারপোর্ট মোড়কেও নিঃসন্দেহে আতঙ্কের আঁতুড় বলা যায়। হাতেগোনা কয়েকটি হোটেল বা লজে অগ্নিনির্বাপণের সামান্য ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ মার্কেট কমপ্লেক্সের অবস্থা শোচনীয়। দোকানগুলিতেও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকার বালাই নেই।

একই চিত্র বিহার মোড়ে, কিংবা এয়ারপোর্ট মোড়েও। সেখানেও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার বালাই নেই। এই বছরই কলকাতা এবং তারাপীঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছে। তারপরেও শহর এবং সংলগ্ন এলাকার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার এই দশা দেখে আতঙ্কিত সংশ্লিষ্ট মহল।

তবে আশার কথা, দমকল বিভাগ এই পরিস্থিতি বদলাতে তৎপর রয়েছে। শুরু হয়েছে সার্ভে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি শহর, মহকুমা ও পার্বত্য এলাকার একশোরও বেশি প্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যে ফায়ার লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।



শিলিগুড়ি জংশন এলাকার এই দোকানে আগুন লাগে।



আম্ভুত-২ প্রকল্পে অতিথিনিবাস

গৌতমের সিদ্ধান্ত বাতিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : গৌতম দেব মেয়র থাকাকালীন আম্ভুত প্রকল্পের অধীনে ফুলবাড়ির প্রকল্প এলাকায় একটি অতিথিনিবাস তৈরির বরাত দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। ৪০ লক্ষ টাকায় বিলাসবহুল সেই অতিথিনিবাস তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু পুরনিগমে প্রশাসক বসার পর সেই প্রকল্প বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

পুরকর্তাদের দাবি, অম্ভুত প্রকল্পে এ ধরনের কোনও অতিথি নিবাস তৈরির সুযোগ নেই। পানীয় জলপ্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকায় অতিথি নিবাস তৈরি করা যায় না। সেই জন্য ওই প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। তবে এজেন্সি যাতে এখনও পর্যন্ত খরচের টাকা পেয়ে যায়, সেই চেষ্টা করা হবে বলে পুরনিগমের শীর্ষস্থানীয় এক আধিকারিক জানিয়েছেন। গৌতমের মতে, 'ওই প্রকল্প এলাকা ভীষণ সুন্দর। সেখানে অনেকটা জায়গা ছিল, প্রকল্পের টাকাও ছিল। সে জন্য ওই অতিথিনিবাস তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল।' আম্ভুত প্রকল্পের আধিকারিকদের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা এসে যাতে থাকতে পারেন, সে জন্য অতিথিনিবাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

৫১১ কোটি টাকায় শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পে গজলডোবার তিস্তা নদী থেকে জল তুলে পরিশ্রুত করে তা শহরে সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পে গজলডোবা থেকে পাইপলাইন পাতার পাশাপাশি ফুলবাড়িতে নতুন করে জলাধার সহ অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ফুলবাড়ির জলাধার এবং শোধনাগারের পাশেই অতিথি নিবাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎকালীন মেয়র গৌতম। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই অতিথিনিবাস তৈরির জন্য টেন্ডার ডাকে পুরনিগম। দোতলা ভবন, ওপরে টিনের ট্রাস দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ৪০ লক্ষ টাকায় টেন্ডার করে একটি এজেন্সিকে কাজের বরাত দিয়েছিল পূর্বতন পুর বোর্ড। এজেন্সি এলাকায় কাজও শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরে সবকিছু থমকে গিয়েছে। ইতিমধ্যে মেয়র পদে ইস্তফা দিয়েছেন গৌতম। তারপরেই রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করেছে।



অতিথিনিবাসের জন্য চিহ্নিত জমি।

প্রশাসক বসার পরেই অম্ভুত-২ প্রকল্পে গজলডোবা থেকে জল নিয়ে আসার কাজের তদারকি শুরু করেন আমলারা। পুর প্রশাসক আর বিমলা সহ পুরসচিব, বিভিন্ন দপ্তরের বাস্তুকাররা নিয়মিত এলাকায় গিয়ে কাজে গতি ফেরানোর চেষ্টা করছেন। কাজের নথিপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়েই প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে অতিথিনিবাস তৈরির বিষয়টি আধিকারিকদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে জানানো হয়, আম্ভুত-২ প্রকল্পে এভাবে অতিথিনিবাস তৈরির কোনও সুযোগ নেই। অবিলম্বে ওই কাজ হয় বাতিল করতে হবে, নতুবা অন্য প্রকল্প থেকে আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে। আর ঝুঁকি না নিয়ে পুরকর্তারা সম্প্রতি ওই প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছেন। এজেন্সিকে ডেকে সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রের খবর।

১০ বছর মন্ত্রিত্ব সামলানোর পরেও গৌতম কেন আম্ভুত-২ প্রকল্পের টাকায় এভাবে অতিথিনিবাস তৈরির বরাত দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। গৌতম অবশ্য এতে কোনও অন্যায় দেখছেন না। তাঁর দাবি, 'হাতে এই প্রকল্পের অতিরিক্ত টাকা থাকায় পুরনিগমের একটা সম্পত্তি তৈরির জন্যই এই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল।'

বিকল পথবাতি, নিরাপত্তাহীন পরিবহণনগর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : এলাকাজুড়ে রয়েছে একাধিক পথবাতি। ঢোকার পর প্রথম মোড়েই রয়েছে একটি বড় হাইমাস্ট লাইট। তবে এসবই বিকল হয়ে গিয়েছে। ফলে সন্ধ্যার পর থেকেই গোটা পরিবহণনগর এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এলাকায় সেরকম কোনও নজরদারি না থাকায় ওই অন্ধকারের সুযোগেই অলিগলিতে বসে যাচ্ছে নেশার আসর। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবহণনগরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, আইটি সেক্টরে নাইট শিফটে কাজ করা কর্মীরাও রীতিমতো আশঙ্কা নিয়েই যাতায়াত করছেন।

এলাকায় ট্রাক টার্মিনাস থাকায় সেখানকার চালক ও খালাসিরাও রীতিমতো বিরক্ত। ক্ষোভের সুরে তাঁরা বলছেন, 'রাতে এই গোটা এলাকাটাই চোর ও নেশাগ্রস্তদের আস্তানা হয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে ট্রাকের বিভিন্ন সামগ্রী খুলে নিয়ে চলে গেলেও কিছু বোঝা সম্ভব হচ্ছে না।'

একই বক্তব্য আইটি সেক্টরে নাইট শিফটে কাজ করা কর্মীদেরও। নিখিল দাস নামে এক কর্মীর কথায়, 'এমনিতেই তো রাতে কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত রয়েছে। কতজন যে গর্তে পড়ে চোট পেয়েছেন, সেটা আলাদা করে কিছু বলার নেই।'

মাটিগাড়া থানা থেকে কয়েক মিটার দূরেই রয়েছে পরিবহণনগর। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকা এই জায়গাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় ট্রাক টার্মিনাস থাকার পাশাপাশি আইটি সেক্টরও রয়েছে। বিভিন্ন সরকারের আমলে পরিবহণনগরের উন্নয়ন নিয়ে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তবায়ন কোনওটারই হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাক টার্মিনাসটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। তৃণমূল আমলের মাঝামাঝি সময় থেকেই ওই জায়গাটি বাস টার্মিনাসে পরিবর্তন করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সম্প্রতি পরিবহণনগরে যেতেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন সামনে আসে। গভীর রাতে দেখা যায়, এদিক-ওদিক উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন একাধিক তরুণ। কেউ একা একাই ঘুরছেন, কেউ আবার দুই-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে। কথা বলতে যেতেই বোঝা গেল, ওই তরুণরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যদিও কেন তাঁরা পরিবহণনগরে, তার অবশ্য কোনও উত্তর নেই। সম্প্রতি একাধিক অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে রাতের পরিবহণনগরের নাম জড়িয়েছে। অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে একাধিকবার দুষ্কৃতীরা পাকড়াও হয়েছে। মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত দাসের কথায়, 'পরিবহণনগরে নিরাপত্তা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই কোনও চিন্তাভাবনা না থাকার কারণে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।' পরিবহননগরে বাস টার্মিনাসের উদ্বোধনে এসে মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেছিলেন,'এখানে অনেক সমস্যা আছে। আমরা ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধান করব।'

> **এমনিতেই তো রাতে কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত রয়েছে।**
>
> **নিখিল দাস** আইটি কর্মী



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

টইটই।। *কার্সিয়াং-এর পথে ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির রাজশ্রী সাহা।*

ভাইরাল ভিডিও ঘিরে রায়গঞ্জে শোরগোল

এজেন্টকে মারধর, অভিযুক্ত পদ্ম নেতা

রায়গঞ্জ, ১২ নভেম্বর : পাড়ার রাস্তায় সাদা রঙের জামা পরে পড়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁকে মারধর করছেন রাজেশ বিশ্বাস। আর সেখানে ভিড় জমিয়েছেন বেশ কিছু মানুষ। ভিড়ের মধ্য থেকে রাজেশের উদ্দেশে একজন বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ?'

সেখানে হাজির হয়ে এক মহিলা রাজেশকে আটকানোর চেষ্টা করলেন। রাজেশ তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। পাশ থেকে এক মহিলা বলে উঠলেন, 'তোমার মা হন তো উনি।'

একজন মহিলাকে এমনও বলতে শোনা যায়, 'এত মারলে তিনি তো মারা যাবেন।' অপর এক মহিলা বলেন, 'নিজের মাকেও থাপ্পড় মেরে দিল! ভাবা যায়!'

এমন একটি ভিডিওকে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার শোরগোল পড়ে গিয়েছে রায়গঞ্জে। জানা গিয়েছে, রাজেশ একসময় রায়গঞ্জে বিজেপির মিডিয়া সেলের দায়িত্বে ছিলেন। তবে বর্তমানে তিনি দলের অফিস সম্পাদক পদে রয়েছেন। যে ব্যক্তিকে মারধর করা হচ্ছিল, তিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ সংগ্রহকারী এজেন্ট। রায়গঞ্জের শিল্পীনগর এলাকার কোনও একটি বাড়িতে ব্যাংকের ঋণের টাকা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন ওই এজেন্ট। সে সময় ঘটনাটি ঘটে।

প্রায় ১০ দিন আগের ঘটনার ভিডিও হলেও তা নিয়ে ব্যাপক চর্চা চলছে। প্রশাসন থাকার পরেও কেন এক নেতা নিজের হাতে আইন তুলে নিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তুষারকান্তি গুহ বলেন, 'তৃণমূল আমলে তৃণমূলের নেতারা আইন হাতে তুলে নিতেন। বিজেপি আমলেও তো সেই ঘটনাই ঘটছে। তাহলে এরকম পরিবর্তন হয়ে কী লাভ হল? প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আমি মনে করি।' সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য উত্তম পালের কথায়, 'আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারোর নেই। কেউ দোষ করলে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল আমলের মতো বিজেপি নেতারাই নিদান দিচ্ছেন এবং আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন। এক্ষেত্রেও এআইয়ের মাধ্যমেও অনেক কিছু করা যায়, হয়তো সেরকম কিছু করে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে।' বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'এরকম কোনও ঘটনার কথা আমি শুনিনি, কোনও ভিডিও আমার নজরে আসেনি। তাই পুরো বিষয় না জেনে এখনই কিছু বলতে পারছি না।'



- বেসরকারি ব্যাংকের এক ঋণ সংগ্রহকারী এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ, সরব বিরোধী দলগুলি
- এআইয়ের মাধ্যমে ভিডিও তৈরি করে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে বলে পালটা দাবি অভিযুক্তের

> **'তৃণমূল আমলে তৃণমূলের নেতারা আইন হাতে তুলে নিতেন। বিজেপি আমলেও তো সেই ঘটনাই ঘটছে।**
>
> **তুষারকান্তি গুহ** জেলা সভাপতি, কংগ্রেস

মৃত্যুতে মেডিকেলে 'গাফিলতি'

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : দলীয় নেতার মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। যদিও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, কালীপুজোর দিন সুব্রত কুণ্ডু নামে এক কংগ্রেস নেতাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে দ্রুততার সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়নি। পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় মেডিকেল থেকে ওই কংগ্রেস নেতাকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানিয়ে দেন, ওই কংগ্রেস নেতা আর বেঁচে নেই। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিকের বক্তব্য, 'অসুস্থ নেতাকে মেডিকেলের জরুরি বিভাগে সাধারণ অক্সিজেন দিয়েই ফেলে রাখা হয়েছিল। তিনি অক্সিজেন নিতে পারছিলেন না। সেই সময় যদি তাঁকে দ্রুত নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতেন।' আর যাতে কোনও মানুষকে এভাবে প্রাণ হারাতে না হয়, সেই ব্যবস্থার দাবি করেছেন সুবীন।

যদিও হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর অবশ্য বলেছেন, 'আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ করা হয়নি। আমি শুনেছিলাম যে ওই রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। সময়মতো অভিযোগ এলে আমরা মৃতের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করতাম।' চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেছেন।

গত ৮ নভেম্বর কংগ্রেসের মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি সুব্রত কুণ্ডু প্রয়াত হন। দলের মাটিগাড়া-১ অঞ্চলের সভাপতি মোহনচন্দ্র সিংহ বলেন, 'বাড়িতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুব্রতকে দ্রুত মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে সেই সময় সিনিয়ার ডাক্তার ছিলেন না। ইন্টার্নরা চিকিৎসা করছিলেন। তাঁরা রোগীকে দেখার পর অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অক্সিজেন টানতে না পেরে রোগী ছটফট করছিলেন। আমরা বিষয়টি বারবার বলার পরে ভর্তির জন্য লিখে দেওয়া হয়।'

হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য, 'নিউরো মেডিসিন বিভাগের অধীনে স্ট্রোক বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য পৃথক ইউনিট করা হয়েছে। সেখানে শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। নিউরোর তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পাশাপাশি ছ'জন হাউস স্টাফ দেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার থাকছেন।'



ফুটপাথে আগুনের আঁচে রুজির টান।। *জলপাইগুড়ি শহরের দেশবন্ধুনগরে বুম্বা করের ক্যামেরায়।*

কদমার বনে বাড়ছে ট্র্যাপ ক্যামেরা

জলাভূমির ওপর নজরদারিতে জোর দিচ্ছে বন দপ্তর

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র নির্ভর করে তার জলাভূমির ওপর। তাই জলাভূমির ওপর নজরদারিতে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোয় জোর দিচ্ছে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ। ইতিমধ্যে বাগডোগরা রেঞ্জের তাইপু বিটের কদমা ব্লক বনাঞ্চলের গভীরে থাকা জলাভূমিতে বন্যপ্রাণীদের আনাগোনায় নজর রাখতে একটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এবার কদমা ব্লক বনাঞ্চলে জলাভূমির কাছাকাছি বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি বুঝতে এবং তাদের সুরক্ষার স্বার্থে আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর।

তাইপু বিটের কদমা ব্লক বনাঞ্চলে জারুল, শাল, চিকরাশি, চিলনির মতো নানা ধরনের গাছের মাঝে ওয়েটল্যান্ড অর্থাৎ প্রাকৃতিক জলাভূমি পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন বিভাগ জীববৈচিত্র্যের স্বার্থে এই জলাভূমির রক্ষণাবেক্ষণে আরও জোর দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই জলাভূমির পাড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে কোন ধরনের বন্যপ্রাণী, পশুপাখিরা এই জলাভূমিতে আসে। সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কার্সিয়াং বন বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান।

বাগডোগরা সংরক্ষিত বনের গভীরের এই জলাভূমি আসলে 'অ্যাকুইফার জোন'। এখান থেকে বনের ঝোরাগুলিতে সারাবছর জল প্রবাহিত হয়। এই জলাভূমিতে 'চেক ড্যাম' করা হয়েছে। যাতে বাড়তি জল ঝোরাগুলিতে যেতে পারে। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু বলছেন, 'এই জলাভূমি বনের এতটাই গভীরে যে সেখানে সাধারণ মানুষের পা পড়ে না। শুধুমাত্র বনকর্মীরা টহল দিতে যান। পশুপাখিদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ আস্তানা। এখানে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সজারু, বনবিড়াল, খরগোশ, শুয়োর, শেয়াল, বাঁদর, দুই প্রজাতির হর্নবিল, তিন প্রজাতির টিয়া, ময়ূর, ল্যাপইউন পন্ড হেরন, মাছরাঙা, রুফার্স ট্রিপাই, ফিঙে সহ বিভিন্ন ধরনের পাখি, বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাং, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, জলজ কীট, বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি। এই বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখা খুবই দরকার। কারণ এই জলাভূমির জল বনের মধ্যে দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো ঝোরা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।'



কদমার বনাঞ্চলের জলাভূমিতে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে বানর।

গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী

খড়িবাড়ি, ১২ নভেম্বর : বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দোকানের এক মহিলা কর্মীকে একাধিকবার ধর্ষণ ও পরে জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যবসায়ী। তিনি খড়িবাড়ির বাসিন্দা। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী একটি ওষুধ ও কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। অভিযোগ, দোকানমালিক ওই তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। এর ফলে তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে ওই ব্যবসায়ী তাঁকে ওষুধ খাইয়ে গর্ভপাত করান বলে অভিযোগ। সম্প্রতি নির্যাতিতা তরুণী বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করলে ওই ব্যবসায়ী তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন বলে দাবি। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে বুধবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রাতেই অভিযুক্ত দোকানমালিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সাংসদের উদ্যোগে উৎসব

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : দার্জিলিংয়ের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে 'এমপি দেউসি ভাইলো মহোৎসব'-এর আয়োজন করছেন সাংসদ রাজু বিস্ট। আগামী ১৩-১৫ নভেম্বর শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মিলনমোড় ময়দানে এই উৎসব হবে। দার্জিলিংয়ের সাংসদের মতে, এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল গোর্খা জনজাতির সংস্কৃতি, তাঁদের লোকসংগীত, নৃত্য, খাদ্যাভ্যাস এবং পোশাককে তুলে ধরা। তবে শুধু গোর্খা নয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই যাতে এই উৎসবে আসেন, সেই আবেদন করেছেন সাংসদ।

প্রিম্যাচিওরড বেবির চিকিৎসায় সাফল্য



শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : অসাধ্যসাধন করল শিলিগুড়ির ম্যাক্সওয়েল হাসপাতাল। মাত্র ২৫ সপ্তাহে ৬৮০ গ্রাম ওজনের সদ্যোজাতের সফল প্রসব হল হাসপাতালে। শিশুবিভাগ ও প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নার্সিং টিমের কড়া নজরদারিতে সেই নবজাতক এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বর্তমান ওজন এখন প্রায় ১ কেজি ২০০ গ্রাম। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে সাংবাদিক বৈঠক করেন চিকিৎসক ডাঃ প্রিয়াঙ্কুর রায়, ডাঃ সঞ্জিত তিওয়ারি, চিফ অপারেটিং অফিসার শুভদীপ মুখোপাধ্যায়। ডাঃ প্রিয়াঙ্কুর বললেন, 'শিশুটির যে ওজন ছিল তাতে ওকে ঠিকমতো বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কাছে রীতিমতো একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রসবের পর প্রায় দুই মাস নজরদারিতে রেখে পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার পর শিশু ও তার মাকে রিলিজ করা হয়েছে।' তাঁদের হাসপাতালের উন্নত পরিকাঠামোর কারণেই বিষয়টি সম্ভব হয়েছে বলে বলে ডাঃ সঞ্জিত তিওয়ারি জানালেন। চিফ অপারেটিং অফিসার বললেন, 'সংশ্লিষ্ট দম্পতি পূর্ণিয়া থেকে এখানে এসেছিলেন। আমরা ওদের ভরসা রাখতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ওই দম্পতিও উপস্থিত ছিলেন। পরিষেবায় সন্তুষ্ট স্বামী-স্ত্রী হাসপাতালকে দশে দশ দিয়েছেন।

বাসন মাজা নিয়ে ঝগড়া, পুলিশ ডাকলেন পুত্রবধূ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১২ নভেম্বর : সকাল সকাল ঘোষবাড়িতে পুলিশভ্যান হাজির। কী ব্যাপার? খুনখারাপি, চুরি-ডাকাতি? গ্রামবাসীদের সমানে উঁকিঝুঁকি। কী ঘটেছে বুঝে নেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা। পরে যা জানা গেল, তাতে সবাই অবাক। সামান্য বাসন মাজাকে কেন্দ্র করে শাশুড়ি ও বৌমার মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। শাশুড়িকে ক্ষমতার আস্ফালন দেখাতে গিয়েই বৌমা সটান টোল ফ্রি নম্বর ১১২-তে ফোন করে বসেন। ফোন পেয়ে পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বটে। তবে সব শুনে তাদের রীতিমতো আক্কেল গুড়ুম। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাটের ঘটনা। সম্প্রতি ঘটা এই ঘটনা ব্যতিক্রমী নয় বটেই। পাল্লা দিয়েই 'তাক লাগানো' এমন সব ঘটনা ঘটে চলেছে। পুলিশের গলদঘর্ম অবস্থা।

অপরাধের প্রবণতা ঠেকাতে দ্রুত পুলিশি সহায়তা পৌঁছে দিতেই চালু হয়েছে টোল ফ্রি নম্বর ১১২। এক পুলিশকর্তার কথায়, 'জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এই পরিষেবার উদ্দেশ্য। লক্ষ্য, ফোন পাওয়ার দশ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো। কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব না বুঝে অনেকেই এই নম্বরে ফোন করছেন। তাতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে।' ইচ্ছাকৃতভাবে টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে পুলিশকে হয়রানির চেষ্টা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

একসময় পুলিশের দেরিতে পৌঁছানো নিয়ে এই রাজ্যের পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই পরিস্থিতি বদলাতে মহালয়ার তিথিতে প্রতিটি থানায় আধুনিক মানের নতুন গাড়ি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি চালু হয়েছে ১১২ নম্বরে ফোনের ব্যবস্থা। বিপদে পড়লে যাতে দ্রুত পুলিশের সাহায্য মেলে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। কিন্তু পরিষেবার অপব্যবহার দেখে অবাক পুলিশকর্মীরা।



গত মঙ্গলবার আচমকাই ১১২ নম্বরে ফোন করেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণ, 'জামাইবাবু আমার দিদিকে খুব মারছে। দিদিকে বাঁচান।' খবর পেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। কিন্তু সেখানে গিয়ে মারধরের তেমন কোনও ঘটনা দেখতে পায়নি পুলিশ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সামান্য বচসা চলছিল। তাতেই ওই ফোন। বাধ্য হয়ে দু'পক্ষকেই থানায় ডেকে পাঠায় পুলিশ।

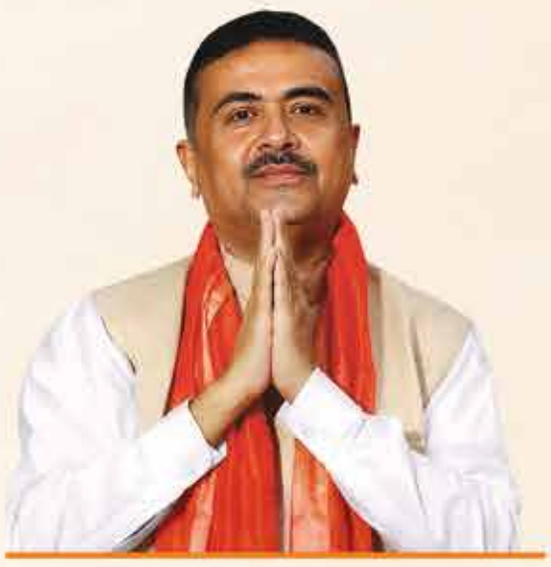
একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়িতেও। স্বামীর ফোন পেয়ে মাত্র দশ মিনিটে সেখানে পৌঁছে যায় পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ স্বামীর। মোবাইল ফোনে কয়েকটি মেসেজ দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে ১১২ নম্বরে ফোন করেছিলেন তিনি। শাশুড়ি-বৌমা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর অশান্তিতেই অবশ্য এমন ফোন সীমাবদ্ধ নেই। কোথাও মদ্যপ অবস্থায় কেউ রাস্তায় পড়ে রয়েছেন, কোথাও পারিবারিক বিবাদ, আবার কোথাও বাবা-মায়ের মধ্যে বচসা। এমন নানা বিষয়েও ফোন আসছে ১১২ নম্বরে।

জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই পরিষেবা। কিন্তু সামান্য বিবাদেও ১১২ নম্বরে ফোন করা হলে প্রকৃত বিপদে পড়া মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তাই জরুরি পরিষেবার গুরুত্ব বুঝে একান্ত প্রয়োজনেই এই নম্বর ব্যবহারের আবেদন জানাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। এই নিয়ে স্কুল শিক্ষক সুশান্ত দাসও সচেতনতার উপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'কোনটা করা উচিত আর কোনটা নয় সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। গুরুত্ব বুঝেই টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করা উচিত। এটা নিয়েও আমরা পড়ুয়াদের সচেতন করব।'



সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



রাজ্য সরকারের প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ আবাস

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায়

৭ লক্ষাধিক উপভোক্তার হাতে ৪,২০১ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দিচ্ছেন

উজ্জ্বল উপস্থিতি

শ্রী দিলীপ ঘোষ
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী শান্তনু প্রামাণিক
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

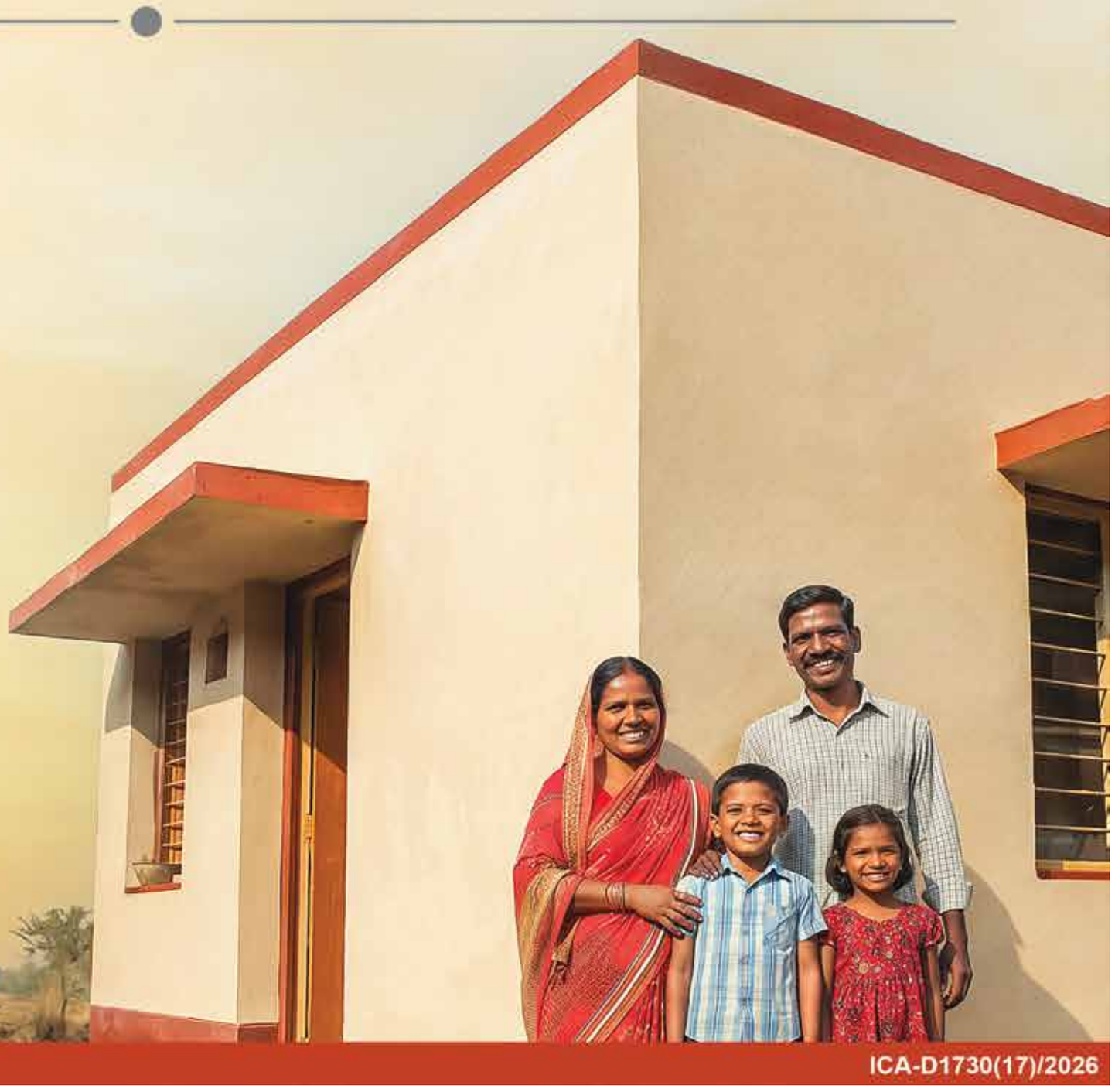
এই পর্যায়ে:

মোট প্রদত্ত অনুদান:
₹ ১০,৩২৩ কোটি

মোট উপকৃত পরিবার:
১৭,২০,৫৫০

প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তা পাচ্ছেন:

- দুটি কিস্তিতে **১.২০ লক্ষ টাকা**
- VB-G RAM G-এর অধীনে মজুরি বাবদ **২৭,০০০ টাকা**
- স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) এর অধীনে শৌচালয় নির্মাণের জন্য **১২,০০০ টাকা**



আবাসের ভিতেই আগামীর ভিত্তি

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

ICA-D1730(17)/2026

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ কার্তিক ১৪৩৩

জঙ্গিহানা ও কিছু প্রশ্ন

একদিকে যখন দেশের সীমান্ত রক্ষা সুনিশ্চিত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত তৎপর হচ্ছে, তখন দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে সরাসরি সেনাবাহিনীর চৌকির ওপর হামলা চালাল সশস্ত্র জঙ্গিরা। কুলগামে জঙ্গিহানায় তিনজন সেনা আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক বাঙালি সেনার আঘাত গুরুতর। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যতই প্রচার করুক, এই ঘটনায় প্রমাণ হল দেশের সুরক্ষাবর্ম এখনও নিশ্ছিদ্র নয়।

প্রকাশ্যে এল যে, দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থায় এখনও অনেক ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। এক বছর আগে দিল্লির লালকেল্লার সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সুরক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটির অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিল বিরোধী দলগুলি। এবারেও তার ব্যত্যয় হয়নি। জম্মু ও কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছিল, এবার সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া সম্ভব হবে।

কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, সে কাজে সাফল্য আসেনি। প্রতিটি গৃহস্থ জানেন, যদি প্রতিবেশী শত্রুভাবাপন্ন হন, তাহলে ঘরের শান্তি প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। দেশের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। ভারতের সঙ্গে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র- চিন এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক কোনওকালেই মধুর নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্রমাগত পাকিস্তানের আইএসআই মদতপুষ্ট জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে।

মুম্বইয়ে জঙ্গিহানা বা সংসদে সশস্ত্র জঙ্গিদের হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসূত্র বেআব্রু হয়েছিল দেশবাসীর সামনে। পাকিস্তানের শিক্ষাবিদ এবং আমলা হুসেন হাক্কানি তাঁর 'পাকিস্তান বিটুইন মস্ক অ্যাড মিলিটারি' গ্রন্থে বিশদে লিখেছিলেন কীভাবে পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আমলে মার্কিনী অনুদানের বিপুল অর্থ আইএসআই মারফত তালিবান গোষ্ঠীগুলির হাতে গিয়ে পড়েছিল।

কাশ্মীরের পহলগামে পাকিস্তান থেকে আসা একদল সশস্ত্র জঙ্গি নৃশংসভাবে পর্যটকদের খুন করার পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছিল। তারপরেও জঙ্গিরা হৃতবল হয়েছে ভাবার সময় এখনও আসেনি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এইসময় কুটিল আবর্তে ঘূর্ণিত হচ্ছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দীর্ঘদিন জেলবন্দি। সম্প্রতি চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইসলামাবাদের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কবে তিনি মুক্তি পাবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। পাকিস্তানে ক্রমাগত বাড়ছে জঙ্গি কার্যকলাপ। পাকিস্তান সরকার নিজেই জঙ্গিদের কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত। এমতাবস্থায় মৌলবাদী শক্তিগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের যথেষ্ট সতর্ক পদচারণা করা প্রয়োজন। জঙ্গি দমনের সঙ্গে প্রয়োজন গোয়েন্দা বিভাগকে আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা। যাতে সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র গোড়াতেই ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। এই সঙ্গে দেখতে হবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রটি যাতে ফের উন্মুক্ত হয়।

জঙ্গি দমনে যদি দুই প্রতিবেশী দেশ পরস্পরের প্রতিযোগী না হয়ে সহযোগী হতে পারে, তাহলে জঙ্গিদের কোণঠাসা করা অনেক সহজ হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি তাই খুব জরুরি। চিনের মতো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্কের কথা সুবিদিত। চিন এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের সামরিক সম্পর্ক প্রকাশ্যে এসেছে। পাক সেনাদের চিন বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

যদিও চিন অপারেশন সিঁদুরের সময় সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু তারা যে পাকিস্তানকে প্রাযুক্তিক সাহায্য দিয়েছে, তা জানা গিয়েছে। আগামীদিনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাতে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেবে অত্যাধুনিক সাইবার প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি চিনের সৌজন্যে পাকিস্তানের হস্তগত হলে ভারতের পক্ষে চিন্তার বিষয়। ভারত একথা মাথায় রেখে সীমান্ত সুরক্ষায় বিশেষ নজর দিয়েছে। কিন্তু দেশের সার্বিক নিরাপক্ষা তখনই সুরক্ষিত হবে, যখন সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র বানচাল করার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সংঘাতের পরিসরটিও সংকুচিত হবে।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

বিপ্লবের আগে আত্মশুদ্ধি চেয়েছিলেন বিরসা

ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের আগে সমাজের ভিত মজবুত করতে চেয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য



দিল্লির সংসদ ভবনে ভারতে আদিবাসী চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, বিরসা মুন্ডার ১৪ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে আজ থেকে ২৮ বছর আগে, দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কেআর নারায়ণন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, '১৮৯৯-১৯০০-র উলগুলান বা মুন্ডা মহাবিদ্রোহের মহানায়ক বিরসা মুন্ডার বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা করেছিল-- যা পরবর্তীতে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে আদিবাসী সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে সচেতন করে তুলেছিল।' রণজিৎ গুহ, সুমিত সরকারের মতো বিশ্বখ্যাত সাব-অল্টার্ন ইতিহাসবিদদের মতেও বিরসা মুন্ডা ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের প্রধানতম আইকন। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনায় শানিত এই সশস্ত্র বিদ্রোহটির গভীরে যে ধর্মীয় সংস্কার বা আদিবাসী সমাজের আত্মশুদ্ধির পর্বটির শিকড় বিরসা মুন্ডার মতো একজন তরুণ তুর্কি মুন্ডা তরুণ প্রোথিত করেছিলেন সেই দিকটি নিয়ে আলোচনা কম!

বিশিষ্ট মার্কিন ইতিহাসবিদ মাইকেল এডাস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'প্রফেটস অফ রিবেলন : মিলেনারিয়ান প্রোটেস্ট এগেন্সট দি ইউরোপিয়ান কলোনিয়াল অর্ডার' (১৯৭৯)-এ ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে সংঘটিত ঐতিহাসিক 'উলগুলান' বা মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০)-কে বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি 'মিলেনারিয়ান মুভমেন্ট' বা 'সহস্রাব্দবাদী আন্দোলন' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারত এবং বিশ্বের আরও কয়েকটি আদিবাসী বিদ্রোহকে এভাবে মিলেনারিয়ান আন্দোলন হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই মিলেনারিয়ান বা সহস্রাব্দবাদ ব্যাপারটা কী? হ্যাঁ, ধারণাটি বাইবেল থেকে নেওয়া। বাইবেলে একটা ভবিষ্যদ্বাণী আছে, 'শয়তানকে ১ হাজার বছরের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে যিশুখ্রিস্ট পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে অনুসারীদের নিয়ে এক হাজার বছর বা এক মিলেনিয়ামজুড়ে এক ন্যায়পরায়ণ, শাশ্বত ও অলৌকিক শান্তির রাজ্য উপহার দেবেন।' এই এক হাজার বছরের অলৌকিক বা স্বর্গীয় শাসনের আশা থেকে যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস বা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেগুলোকেই সহস্রাব্দবাদী আন্দোলন বলা হয়। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীর আদিবাসীরা যখন বাহ্যিক শোষণের শিকার হয়ে কোনও ধর্মীয় বা অলৌকিক নেতা বা প্রফেট বা মেশাইয়াতুল্য নেতার অধীনে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তখন সেটাই 'মিলেনারিয়ান মুভমেন্ট'। উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহে আপাতদৃষ্টিতে বিরসা মুন্ডা 'ঈশ্বরের দূত' বা একজন প্রফেট হিসেবে আবির্ভূত হয়ে 'বিরসাইৎ' ধর্মের মাধ্যমে ছোটনাগপুর উপত্যকার মুন্ডা, ওরাওঁ ও অন্যান্য সংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক আত্মশুদ্ধির আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই তরুণ তুর্কি ও পরবর্তীকালে কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া, বিরসা মুন্ডা, ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক, ব্রিটিশ মদতপুষ্ট দেশীয় জমিদার ও ঠিকাদারদের শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সশস্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সহস্রাব্দবাদী বিদ্রোহগুলোর এটাই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিরসা এই কাজ শুরু করেছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে চাইবাসার জার্মান মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির পড়াশোনা ও খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করার পরপরই, ১৮৯০-এ। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে খুঁটি জেলার গুটুহুতু সংলগ্ন ডম্বরু পাহাড়ে ১৯০০ সালের ৯ জানুয়ারি রক্তক্ষয়ী মুন্ডা-ব্রিটিশ সংঘর্ষ এবং গণহত্যার মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণিত হয়েছে।



বিরসা মুন্ডাকে আমরা মূলত ব্রিটিশবিরোধী উলগুলানের নেতা হিসেবেই মনে রাখি। অথচ তাঁর আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছিল আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে। কুসংস্কার, পশুবলি ও মাদকাসক্তির বিরোধিতার পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছিলেন জমির অধিকার, আত্মমর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি। বিরসাইৎ ধর্ম শুধু উপাসনার নতুন পদ্ধতি ছিল না, ছিল শোষণমুক্ত সমাজ ও মুন্ডারাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের অংশ। ১৫ নভেম্বর তাঁর ১৫১তম জন্মজয়ন্তী।

বিরসা মুন্ডার বিদ্রোহ কেন মিলেনারিয়ানধর্মী বা সহস্রাব্দবাদী গণবিদ্রোহ সেটা আলোচনার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উলগুলানের আগে সংঘটিত অন্তত দুটি আদিবাসী বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাক। (১) ১৮৭৬ সালে শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকায় নেটিভ আমেরিকান, লাকোটা সিউ এবং শায়েন জনজাতিদের ব্ল্যাক হিলসের যুদ্ধ ও লিটল বিগ হর্নের যুদ্ধ (গ্রেট সিউ বিদ্রোহ)। লাকোটা সিউ সম্প্রদায়ভুক্ত কিংবদন্তি জনজাতি নেতা, সিটিং বুল ওরফে তাতাঙ্কা ইউতাঙ্কা ও ক্রেজি হর্স ওরফে তাশুনকো উইতকো এই বিদ্রোহের দুই অগ্নিপুরুষ গেরিলা নেতা ছিলেন। লাকোটা সিউদের কাছে পবিত্র ভূখণ্ড, ব্ল্যাক হিলসের সংরক্ষিত সোনার খনি থেকে সাদা চামড়ার খনিশ্রমিকদের বেআইনিভাবে সোনা উত্তোলন নিয়ে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই ইস্যুতে লিটল বিগ হর্ন নদীর তীরে ঐতিহাসিক যুদ্ধে আদিবাসীরা মার্কিন সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। নিজেদের দেবদূত না বললেও সিটিং বুল ও ক্রেজি হর্স, দুজনেই স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে আত্মবিশ্বাসী ও জনপ্রিয় গেরিলা নেতা হিসেবে নিজেদের উন্নীত করে তুলেছিলেন। হাজার হাজার লাকোটা সিউদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল যে তাদের ঐতিহ্যবাহী 'সুন ডান্স' সমাবেশে তাদের নেতা, সিটিং বুল ওরফে তাতাঙ্কা ইউতাঙ্কা টানা উপবাস ও নিজের শরীরের রক্ত উৎসর্গের মধ্য দিয়ে একটি আত্মিক দর্শন পান-- যেখানে আকাশ থেকে ঘাসফড়িংয়ের মতো মার্কিন সৈন্যরা পাহাড় থেকে নীচে পড়ে মারা যাচ্ছে। ক্রেজি হর্স ওরফে তাশুনকো উইতকোও সাধারণ লাকোটা সিউদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধে শত্রুদের গুলি তাঁকে আঘাত করতে পারবে না এবং সেজন্যে তিনি শরীরে বিদ্যুৎ চমকের মতো দাগ এঁকে যুদ্ধে নামতেন। (২) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতিতে আচ্ছন্ন কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে দুটি পর্যায়ে, ১৮৬৯-'৭০ এবং ১৮৭৫-'৮৫-তে মেতিস জনজাতি সম্প্রদায়ের রেড রিভার বিদ্রোহ ও নর্থ-ওয়েস্ট বিদ্রোহও ছিল মূলত কানাডার মেতিসদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তাদের ঐতিহ্যবাহী মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রাম। এই আন্দোলনের নেতাও ছিলেন মধ্য কানাডার লড়াকু মেতিস জননেতা, লুই রিয়েল (১৮৪৪-'৮৫)। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের সময়, ১৮৭৫-এ লুই রিয়েল নিজেকে একজন দেবদূত হিসেবে দাবি করে প্রচার করেন যে 'ডিসেম্বর মাসেই তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি প্রত্যক্ষ আদেশ বা দর্শন লাভ করেছেন। ঈশ্বর তাঁকে মেতিসদের রক্ষা করা এবং ক্যাথোলিক চার্চের সংস্কার করার দায়িত্ব দিয়েছেন।' নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত 'নবি' হিসেবে নিজের নামের মাঝে তিনি 'ডেভিড' শব্দটি জুড়ে দেন। এই বিদ্রোহগুলোতে গণস্বার্থে নেতাদের কিছুটা হলেও অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিরসা মুন্ডার আত্মশুদ্ধির আন্দোলন বা তাঁর প্রবর্তিত বিরসাইৎ ধর্মের ম্যানিফেস্টো কী ছিল? ১৮৯৫-তে প্রথম জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ১২ জন অনুগামীকে সঙ্গী করে বিরসা ঘোষণা করেন, (১) তিনিই হলেন ধরতি আব্বা (পৃথিবীর পিতা) এবং বহু দেবদেবীর উপাসনা ও ভূতপ্রেত বিশ্বাসের পরিবর্তে মুন্ডাদের কেবলমাত্র 'সিংবোঙ্গা-ঈশ্বর'(সূর্যদেব)-এর উপাসনা করতে হবে। (২) আদিবাসী সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার, ডাইনি প্রথা, পশুবলির তীব্র বিরোধিতা করে বিরসা ফরমান দিলেন যে, যে কোনও ধরনের জীবহত্যা ও বলিদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (৩) মদ বা যে কোনও ধরনের মাদক দ্রব্য এমনকি হাঁড়িয়া সেবন ও আমিষ খাদ্য গ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতির সাদা পোশাক পরিধান করা ও নিয়মিত শরীর ও ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। (৪) সমাজে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ এবং বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে কোনও ভেদাভেদ না রেখে একটি শ্রেণিহীন ও বৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে হবে। (৫) জল, জঙ্গল ও জমির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, গাছপালা রক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতির বন্দনা ও পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। (৬) সাদাসিধে জীবনযাপন ও উচ্চ চিন্তাভাবনা এমনকি বাড়িতে তুলসী গাছ ও পতাকা রাখতে হবে। (৭) কাজের চাপ থেকে মুক্তির জন্য সপ্তাহে একদিন ছুটি পালন করতে হবে। যেহেতু বিরসা বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই বিরসাপন্থীদের বৃহস্পতিবার চাষাবাদের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ওই দিনটি ধ্যান ও প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে। (৮) যে কোনও সম্প্রদায়ে বিবাহ ও বাইরে একত্রে খাওয়াদাওয়া চলবে না। (৯) ব্রিটিশদের কর ব্যবস্থা, বহিরাগত (দিকু)দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা 'আবুয়া দিশম' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শয়ে-শয়ে গ্রামের হাজার হাজার মুন্ডা, ওরাওঁ আদিবাসী এই বিরসাইৎ ধর্ম অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন। বলা হয়, বিরসা মুন্ডা খ্রিস্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং মুন্ডাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ধর্মের জীবনশৈলী ও দর্শনের উপাদানকে বিরসাইৎ ধর্মে মিলিয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আদিবাসীদের শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সম্ভবত এসব কারণেই সাড়ে ২৪ বছরের জীবদ্দশায় বিরসা মুন্ডা ভারতীয় আদিবাসীদের কাছে 'ভগবান' হয়ে আছেন।

(লেখক সামাজিক-নৃতত্ত্বের গবেষক)

আজ

১৯৪৮



ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৭



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী জুহি চাওলা।

আলোচিত



কোন কোন বিচারপতি বিজেপির এবং কোন কোন বিচারপতি তৃণমূলের, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা যেন আদালতে পেশ করা হয়। আপনার (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী) মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন কোন বিচারপতি বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন আর কারা নেই! তিনি তো নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করেন। তাঁকে বলুন একটি তালিকা দিতে, আমি তা দেখে নেব। আপনার মক্কেল (অভিষেক) তো বিচারপতিদের বার্ষিক মূল্যায়নও করে দিচ্ছেন।

-বিচারপতি কৃষ্ণা রাও

ভাইরাল/১



ভিয়েতনামের তুয়েন কুয়াং প্রদেশে বিয়ের শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনার শিকার হল নবদম্পতির গাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা ছেড়ে এক মিটার গভীর কর্দমাক্ত জমিতে উলটে যায়। কাদায় মাখামাখি হন ১৯ বছরের কনে। হাওয়ায় সাজের ফুল উইন্ডশিল্ড ঢেকে দেওয়ায় চালক দিশা হারান বলে অনুমান। সৌভাগ্যক্রমে কেউ আহত হননি।

ভাইরাল/২



ঠাকুমার ইচ্ছে নাতবৌকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে বরণ করবেন। এই আজব ইচ্ছে পূরণে মিরাটের হিরা রানা হেলিকপ্টারে হাজির হন কনের বাড়িতে। কপ্টারে বর এসেছে শুনে পুরো গ্রাম ভেঙে আসে দেখতে। অনুষ্ঠান শেষে কনেকে কপ্টারে নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি।

জনমন জনমত

দেবী বন্দিত, নারী আজও লাঞ্ছিত

এখন প্রত্যেক বাঙালি ঘরেই উৎসবের মরশুম। দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই আসে লক্ষ্মীপুজো, তারপর কালীপুজো। কখনও শক্তিরূপে দুর্গা, কখনও ঐশ্বর্যের প্রতীক লক্ষ্মী, কখনও অশুভ বিনাশিনী কালী— বিভিন্ন রূপে নারীশক্তির আরাধনায় মেতে ওঠে সমাজ। মন্দির থেকে মণ্ডপ, গৃহকোণ থেকে রাজপথ— সর্বত্র দেবীর বন্দনা। অথচ এই বিপুল আরাধনার মধ্যেই এক নির্মম বৈপরীত্য লুকিয়ে রয়েছে। যে সমাজ দেবীকে মায়ের আসনে বসিয়ে পুজো করে, সেই সমাজেরই অসংখ্য নারীকে প্রতিনিয়ত অসম্মান, অবজ্ঞা ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়। প্রশ্ন জাগে, পাথরের প্রতিমায় দেবীত্ব খুঁজতে গিয়ে আমরা কি জীবন্ত নারীর মধ্যেকার মর্যাদাটুকু চিনতে ভুলে যাচ্ছি?

এই বৈপরীত্যের সাম্প্রতিক ও মর্মান্তিক উদাহরণ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ঘটনা। ঘটনাটি শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং আমাদের সামাজিক ও নৈতিক চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো এক নির্মম বাস্তবতা। যে বাড়ির মন্দিরে দেবীর আরাধনা হয়, সেই বাড়িতেই একজন জীবন্ত নারী নিজের জীবনের নিরাপত্তা পেলেন না! প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন সেই বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে, যেখানে নারীর প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতার বোধটুকু হারিয়ে যায়। আমাদের সমাজে আজও নারীর অস্তিত্বকে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অধীন করে দেখার প্রবণতা রয়েছে। অথচ তাঁরও নিজস্ব স্বপ্ন, ইচ্ছা, মতামত, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মর্যাদা রয়েছে। সংসার গড়ার অর্থ কখনও একজন নারীর আত্মপরিচয়কে ভেঙে দেওয়া হতে পারে না। আমরা ভক্তিভরে নারীশক্তির বন্দনা করি ঠিকই, অথচ বাড়ির মেয়েটি উচ্চশিক্ষা বা নিজের পছন্দের পেশায় এগিয়ে যেতে চাইলে আজও অনেকে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করি।

নারীর প্রতি অত্যাচার, অবজ্ঞা ও বৈষম্যের এই দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীশিক্ষার প্রসার। কারণ শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, শিক্ষা মানুষকে নিজের অধিকার চিনতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে শেখায়। নারী যত বেশি শিক্ষিত ও স্বনির্ভর হবেন, ততই তিনি নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবেন।

প্রযুক্তা দাস, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

কবিতা-টবিতা

২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় মনোনীতা চক্রবর্তীর লেখা 'শব্দের আড়ালে সাংস্কৃতিক বোধের অবক্ষয়' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়লাম। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু একেবারে নতুন ধরনের, বিশেষ করে আমার কাছে। প্রতিবেদক সঠিক প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রসঙ্গত যাঁরা কবিতা, গান, নাটক, নাচ পছন্দ করেন, তাঁরা কখনও কবিতা-টবিতা, গান-টান, নাটক-ফাটক, নাচ-গান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন না। তাঁরাই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন, যাঁরা এইসব বিষয়ে উৎসাহী নন বা বিরোধী। এগুলি অবজ্ঞা অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যাইহোক, এটা নিয়ে ভাবার তেমন কিছু নেই। মনের আনন্দে আবৃত্তি করুন, উচ্ছ্বাসে নাট্যমঞ্চে নেমে পড়ুন আর নাচতে নাচতে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠুন।

রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ।

নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ও রাষ্ট্রভাবনা

বহুত্ববাদী ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম, রাজনীতি ও সংখ্যালঘু অধিকারের প্রশ্নে জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক অবস্থান।

দেবপ্রসাদ রায়



১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল পোস্টার হয়েছিল একটা স্লোগানকে সামনে রেখে : 'স্থায়ী, ধর্মনিরপেক্ষ ও উন্নয়নশীল সরকারের জন্য– কংগ্রেসকে ভোট দিন'। পোস্টারটিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ছবি থাকায় বুঝতে অসুবিধে হয় না সেবার ভোটে তিনিই ছিলেন দলের মুখ এবং স্লোগানের শব্দবন্ধ যে তাঁরই ভাবনাপ্রসূত তাও বোঝা যায়।

পণ্ডিত নেহরু বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী দেশে একটি স্থায়ী সরকার গড়বার পূর্বশর্ত হল ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়নে পণ্ডিত নেহরু চারটি পূর্বশর্তের উল্লেখ করেছিলেন : ১) রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা, ২) রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা, ৩) সহনশীলতা। ৪) সকল ধর্মের সম সুযোগ। এই চারটি শর্তের মধ্যে প্রধানত সহনশীলতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ প্রাধান্য পায় ও স্থায়িত্ব লাভ করে, বিশেষত যখন এই দেশের ৮২ শতাংশ মানুষ একটিই ধর্ম পালন করে আর তা হল হিন্দু ধর্ম। ভারতবর্ষ কতদিন ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে তা নির্ভর করবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যতদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রতি সহনশীল থাকবে।

পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক ব্যক্তিত্ব, যে কারণে দৈনন্দিন জীবনে তিনি ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। ধর্মকে সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সমষ্টিগত ধর্মাচরণ প্রগতির পরিপন্থী।' তাঁর এই অনুধাবন কতখানি সত্যি তা বোঝা যায় সাম্প্রতিককালের শবরীমালা ঘটনায়, যেখানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এক প্রগতিশীল রায়ে কেরলের মতো তথাকথিত উদারমনা রাজ্যের মানুষ তীব্র বিরোধিতা করে এবং তার পুরোভাগে থাকেন মহিলারা। সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশেষত, সহনশীলতা নিয়ে নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি নিঃসংকোচে বলতে পেরেছিলেন- 'আমি জন্মের কারণে হিন্দু, সংস্কৃতিমনস্কতায় মুসলিম এবং শিক্ষাদীক্ষায় খ্রিস্টান।'



১৯৫২ সালে নির্বাচনি জনসভায় জওহরলাল নেহরু।–ফাইল চিত্র

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে ১৯৪৯ সালে নেহরু যখন জানতে পারেন ফৈজাবাদের জেলা শাসক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গভীর রাতে মসজিদের অভ্যন্তরে 'রামলালা'-র মূর্তি স্থাপন করেছেন, তিনি অবিলম্বে বাবরি মসজিদ তালাবন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই কারণে ১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের পর রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দিরের প্রাণপ্রতি



তদন্তে সিআইডি

গাইঘাটায় ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসের এনকাউন্টারের ঘটনার তদন্ত শুরু করল সিআইডি। গাইঘাটা থানার আধিকারিক ও জেলার পুলিশ অধিকর্তাদের নিয়ে অকুস্থল ঘুরে দেখে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্তকারী দল। ঘটনার পুনর্নির্মাণও করা হয়।



তর্জা

সরাসরি পোস্ট তর্জায় জড়ালেন মমতা-তৃণমূলের দুই বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে নয়নার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন কুণাল। পালটা কুণালকে নারীবিদ্বেষী বলে আক্রমণ নয়নার।



পার্থর জামিন

এসএসসির গ্রুপ ডি মামলায় আত্মসমর্পণ করে ৬টি শর্তে জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিদমন আইনে মামলা করার জন্য সিবিআই অনুমোদন পেতেই পার্থকে হাজিরার নির্দেশ।



অধরা অভিযুক্ত

বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর ফ্ল্যাটে তরুণী খুনের অভিযোগে চুরি যাওয়া মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে খোঁজ চলছে অভিযুক্তের। মৃতার বাবার বক্তব্য, বছর দেড়েক আগে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে মোবাইল গেমে আসক্তি বাড়ে তরুণীর।

গভর্নিং বডিহীন কলেজে বেনিয়মের পাহাড়

অধ্যক্ষদের সীমিত দায়িত্ব

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে সব ঠিকঠাক। নিয়ম মেনে ক্লাস চলছে, পরীক্ষাও হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এক অন্য অশনিসংকেতের পদধ্বনি। নতুন সরকার গঠনের ছয় মাস কেটে গেলেও রাজ্যের কয়েকশো কলেজ চলছে কার্যত 'মাথাহীন' অবস্থায়। নেই কোনও পরিচালন সমিতি বা গভর্নিং বডি (জিবি)। আর এই জিবি-হীন কলেজগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা যে সর্বৈব বেআইনি, এবার সেটাই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আগামীকাল কেউ আদালতে গেলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে গোটা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার এই পরিকাঠামো।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে বুঝে তড়িঘড়ি আসরে নেমেছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ৫ নভেম্বর 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০১৭'-এর ১৮ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, জিবি না থাকার কারণে কলেজে বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও টেলিফোনের মতো জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং কর্মীদের রুটিন মাসিক বেতন আটকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। এই অচলাবস্থা কাটাতে এবার থেকে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা টিচার-ইন-চার্জরা চেকে সই করতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা রুটিন বেতন এবং ইউটিলিটি বিল ছাড়া কোনও ভারী যন্ত্রপাতি কেনা, নির্মাণকাজ, বিশেষ ভাতা বা রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও খাতে এক পয়সাও খরচ করতে পারবেন না।



- প্রায় তিনশোটিরও বেশি কলেজে উচ্চশিক্ষা সংসদ বা ডিপিআইয়ের কোনও প্রতিনিধি নেই
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিন্ডিকেট বা কাউন্সিল কার্যত পঙ্গু হয়ে থাকায় তারাও প্রতিনিধি পাঠাতে পারছে না
- এতে জিবি গঠনের প্রাথমিক শর্তই পূরণ হচ্ছে না

তবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উপসচিবের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশে লেখা রয়েছে, এই বিশেষ নির্দেশিকাটি 'আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত অথবা নতুন জিবি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে'। প্রশ্ন উঠছে, যে সরকারি নির্দেশিকাটি ৫ নভেম্বর চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়ে জারি হল, তার মেয়াদ দু'মাস আগেই, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর কীভাবে শেষ হয়ে যায়?

এখানেই শেষ নয়, এই সরকারি নির্দেশিকার আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে বেনিয়মের চিত্র। দপ্তরের অন্দরের খবর অনুযায়ী, বর্তমানে জিবি না থাকা সত্ত্বেও বহু কলেজে লক্ষ লক্ষ টাকার এসি, জেনারেটর কেনা থেকে শুরু করে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের (এএমসি) কাজ দেদার চলছে। নিয়ম অনুযায়ী, জিবির সভাপতি বা প্রেসিডেন্টের কোনও এগজিকিউটিভ ক্ষমতা থাকে না, তিনি কেবল বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে পারেন। অথচ, বহু কলেজে সভাপতিরাই বেআইনিভাবে এই সমস্ত খরচের নির্দেশে সিলমোহর দিচ্ছেন।

কিন্তু কেন এমন বেনজির পরিস্থিতি? দপ্তরের অন্দরের খবর, প্রায় তিনশোটিরও বেশি কলেজে উচ্চশিক্ষা সংসদ বা ডিপিআইয়ের কোনও প্রতিনিধি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিন্ডিকেট বা কাউন্সিলগুলি কার্যত পঙ্গু হয়ে থাকায় তারাও প্রতিনিধি পাঠাতে পারছে না। ফলে জিবি গঠনের প্রাথমিক শর্তগুলিই পূরণ হচ্ছে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক আধিকারিকের কথায়, 'বর্তমানে প্রায় ১৪০টি কলেজে জিবি নেই। এতে কলেজের দৈনন্দিন ও উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।' যদিও বিজেপিপন্থী অধ্যাপক পঙ্কজ রায়ের দাবি, '৭০টি কলেজে ইতিমধ্যেই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নমিনি এসেছে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই অনেক কলেজে জিবি গঠিত হয়ে যাবে।'



ছটপুজোর কেনাকাটা। বৃহস্পতিবার গিরিশ পার্কের বাজারে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

উনি তো বুদ্ধিমান, অভিষেককে ভর্ৎসনা

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলটপকা' মন্তব্য নিয়ে আগেও সতর্ক করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন খাড়া করেছেন অভিষেক। বিচারপতির নাম উল্লেখ করে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার অভিষেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে এমনটাই অভিযোগ করেছে রাজ্য। তার ভিত্তিতে আদালতের চরম ভর্ৎসনার মুখে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি রাও মন্তব্য করেন, 'কোন কোন বিচারপতি বিজেপির, আর কোন কোন বিচারপতি তৃণমূলের তার একটা তালিকা দিতে বলুন আপনার মক্কেলকে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন কোন বিচারপতি বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন আর কারা নেই। উনি ভীষণই বুদ্ধিমান।' বিচারপতির ভর্ৎসনার পরে অভিষেককে খোঁচা দিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ক্লাস ১২ পাশ, সর্বজ্ঞে নিশ্চিতভাবে তালিকা দেবেন। এর দায়দায়িত্ব সব ওনারই।'

সম্প্রতি ফেসবুক পেজ এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর বাসভবনের সামনে পুলিশি নজরদারির অভিযোগ তুলে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছিলেন অভিষেক। সেখানে বিচারব্যবস্থা এবং আদালতের মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তাঁর ওপর একাধিকবার হামলার ঘটনায় পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা শোনার কথা থাকলেও সেখানেও চাপ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এরপরেই বিচারব্যবস্থাকে তুলোধনা করে অভিষেকের মন্তব্য, 'বিচারব্যবস্থার একটি অংশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা বিজেপির গুন্ডা ও পুলিশের হাতে খুন হোক এটাই চাইছে। দীর্ঘদিন ধরে আমার মামলা ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। ভারতবর্ষে কি জাদুদণ্ড কাজ করছে? আদানি মামলা করলে একদিনের মধ্যে তা তালিকাভুক্ত হয়ে তিনঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর আমাকে একের পর এক বেঞ্চ ঘুরে আসতে হয়।' বিচারব্যবস্থার একাংশ বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং বাংলায় বিজেপিকে অরাজকতা তৈরির জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন অভিষেক।

> **কোন কোন বিচারপতি বিজেপির, আর কোন কোন বিচারপতি তৃণমূলের তার একটা তালিকা দিতে বলুন আপনার মক্কেলকে। উনি ভীষণই বুদ্ধিমান।**
>
> **কৃষ্ণ রাও,** বিচারপতি

তাঁর এই মন্তব্যগুলি তুলে ধরে এদিন রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিশ্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননা মামলা শুরু করা উচিত। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদীও এই প্রসঙ্গে একই মত পোষণ করেছেন। আপাতত অভিষেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সাংসদের মন্তব্য নিয়ে বিচারপতি রাও বলেন, 'একজন শিক্ষিত, বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই ধরনের মন্তব্য করা শোভনীয় নয়।' এই মন্তব্য নিয়েও বিবেচনা করবে আদালত।

'অবাঙালি পার্টির' তকমা মুছতে উদ্যোগ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : বিগত তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার সোচ্চার হয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার তাঁর সঙ্গে রাজ্যের বিগত শাসকদলের বিজেপিকে অবাঙালি পার্টি হিসেবে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধেও সরব হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার হাওড়ার কাজীপাড়ায় ছটপুজো উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বরাবর তৃণমূল বিজেপিকে অবাঙালি পার্টি হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। নিজেদের স্বার্থে তৃণমূলিরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে কোণঠাসা করতে রাজনৈতিক অপচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলার মানুষ বিপুলভাবে বিজেপিকে জয়ী করে এবার ক্ষমতায় এনেছে। যা নিঃসন্দেহে রাজ্যের ভোট ইতিহাসে এক অনন্য নজির বলে দাবি করেন তিনি।

আবাসে আরও ৭ লক্ষকে চেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : প্রতিশ্রুতিমতো পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় আরও ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে যুক্ত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে উপভোক্তাদের হাতে সরাসরি চেক তুলে দেবেন। রাজ্যের বিগত তৃণমূল সরকারের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে ৩০ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তার মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষকে দু-দফায় মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। বাকি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তা প্রকল্পের টাকা পাওয়া থেকে বকেয়া হিসেবে চিহ্নিত হন। পরিবর্তনের পর রাজ্য সরকারের তরফে 'বাংলার বাড়ি' নাম বদলে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' রাখা হয়। ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও মেটানো হয়। বাকি প্রায় ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে শুক্রবার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায় উপভোক্তারা বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়ার পাশাপাশি বাড়ি তৈরির খরচও আমার দপ্তরের মাধ্যমে পাবেন। বাড়ি তৈরি করতে মিস্ত্রি বা ঘরামির খরচ উপভোক্তাদের জোগান দেবে পঞ্চায়েত দপ্তর।'

দলীয় নথি লুটের আশঙ্কা

বাড়িতে বুলডোজারে জ্ঞানেশকে নালিশ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে মমতা-তৃণমূল ও গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মধ্যে দড়ি টানাটানি অব্যাহত। এই আবহে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের দ্বারস্থ হলেন মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবী মারফত পাঠানো এক চিঠিতে তাঁর ওপর হওয়া সাম্প্রতিক হামলার কথা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের চাওয়া হলফনামা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র চুরি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিষেক। সিইসি-র পাশাপাশি দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু, বিবেক যোশি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককেও ওই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন ভোরে ১২১, কালীঘাট রোডে অভিষেকের বাড়ির সামনে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজার অভিযান চালায় কলকাতা পুরসভা। অভিষেকের বাড়ির সামনে ফুটপাথের ওপর থাকা বাঁশের অস্থায়ী শেড বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় পুরসভা। সরিয়ে নেওয়া হয় বাঁশ। ফুটপাথ দখল করে বসানো হয়েছে, এই অভিযোগে বাড়ির সীমানার বাইরের লোহার গেটও গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ফেলা হয়। অভিযানের সময় প্রচুর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। আইনজীবীর চিঠিতে এই অভিযানের কথাও উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সরকারি আধিকারিকেরা পুলিশের তৈরি নিরাপত্তা গেট ভেঙে দিয়েছেন। আগের হামলা ও নজরদারির অভিযোগের মধ্যে এই ঘটনা অভিষেকের নিরাপত্তা এবং নথির সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

এই ঘটনায় সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিষেক লেখেন, 'হাজার হাজার বুলডোজার নামিয়েও আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না, আমার অদম্য জেদ আর সংকল্পকে টলানো যাবে না।' বিজেপিকে 'বাংলাবিরোধী ও বহিরাগত' আক্রমণ করে তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যা পারে করুক। অন্যায় এবং বেইমান বহিরাগত বাংলাবিরোধীদের কাছে মাথানত করব না। এক ইঞ্চিও পিছু হটব না।'

তাঁর আইনজীবী অর্ককুমার নাগের অভিযোগ, ৬ ও ৭ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে দুষ্কৃতীরা অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ি ও কার্যালয়ে হামলা চালায়। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য মমতা-তৃণমূলের তৈরি হলফনামা ও নথি দখল করতেই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা বলে দাবি অভিষেকের। হামলার আগে পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এলাকায় নজরদারি চালান ও ছবি তোলেন বলেও অভিযোগ। ১০ ও ১১ নভেম্বরও একই ঘটনা ঘটেছে বলে চিঠিতে দাবি করা হয়েছে। এর আগে ২৬ অক্টোবর একই ধরনের নথি ছিনতাইয়ের অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, হলফনামা নিয়ে সড়কপথে দিল্লি যাওয়ার সময় তাঁদের ট্রাকে হামলা চালিয়ে নথি ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়। এর পিছনে মমতার ঘনিষ্ঠ কালীঘাট শিবিরের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

বুলডোজার চালানো নিয়ে অভিষেককে বিঁধে রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'বাড়ির বাইরে বেআইনি ফেন্সিং লাগিয়েছেন। আপনিও তো একজন সাধারণ নাগরিক, বিশেষ সুবিধে কেন পাবেন? বিজেপির সময়ে মানুষের প্রাণের দাম রয়েছে। ওপর থেকে ভেঙে পড়ত, তাই আমরা সরিয়ে দিয়েছি।' ঋতব্রতর কটাক্ষ, 'পিসির সাম্রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণীজ সম্পদ থেকে জনগণের হাঁটার ফুটপাথ সবটাই ওঁর পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। আজ তা দখলমুক্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষ উচ্ছ্বসিত।' এদিকে সিইসি-কে অভিষেকের চিঠি দেওয়া নিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর কটাক্ষ, 'জ্ঞানেশ কুমারের কাজ হল জ্ঞান দেওয়া, ভোটচুরি করা, লোকজনের নাম বাদ দেওয়া। এটা ওঁর কাজ নয়।'



অভিষেকের বাড়ির সামনে নির্মাণ ভাঙল বুলডোজার।

অধীরের চিঠি

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : বাংলার সঙ্গে গ্রামীণ হাটগুলির নিবিড় সম্পর্ক। এই হাটগুলির মাধ্যমে বহু মানুষের জীবনজীবিকা নির্বাহ হয়। তাই এবার বাংলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ হাট বন্ধ বা স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনজীবিকার কথা ভেবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে এই হাটগুলি চালু রাখার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

চিঠিতে অধীর লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন, ২০১৭-এর ৩৯সি ধারার অপব্যবহার করে অনেক গ্রামীণ হাটকে বেআইনি ঘোষণা বা স্থানান্তর করার অভিযোগ উঠছে। আইন প্রয়োগের নামে নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষের জীবিকা বিপন্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়।'

নাস্তিক সিপিএম, জামাতি তৃণমূল

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : রাজ্য রাজনীতিতে সিপিএম ও তৃণমূলকে একবন্ধনীতে রেখে ফের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার হাওড়ার সভা থেকে সিপিএমকে নাস্তিক সিপিএম ও তৃণমূলকে জামাতি তৃণমূল বলে কটাক্ষ করে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। সরকার গঠনের পর থেকেই সিপিএম তথা বামেদের ওপর আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়েছেন শুভেন্দু। আবার একইসঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকেও নিশানা করতে ছাড়ছেন না তিনি।

সম্প্রতি জ্ঞানেশ ইস্যুতে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের মঞ্চে সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে চিঠি চালাচালির সূত্রে সিপিএম ও তৃণমূলের সখ্য নিয়ে আক্রমণ তুঙ্গে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্যে সেই আক্রমণই নতুন মাত্রা পেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন সিপিএম ও তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৩৪ বছরের নাস্তিক কমিউনিস্ট আর ১৫ বছরের জামাতি তৃণমূল এই দুটো শক্তিকেই মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজ করবে মুখ্যমন্ত্রী।'

এদিনও বামেদের কটাক্ষ করে বলেন, 'কমিউনিস্টরা বই বিক্রি করতে ওস্তাদ। কিন্তু টিকা লাগাতে গেলে কপাল সরিয়ে নেয়।' নিজেকে সনাতনী নেতা হিসেবে দাবি করেন শুভেন্দু। সেই সূত্রেই সনাতনী সংস্কৃতি নিয়ে বামেদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাকে নাস্তিক কমিউনিস্ট সুলভ আচরণ বলে ফের কটাক্ষ করেছেন তিনি। তবে কটাক্ষের জবাবে পালটা সুজন বলেন, 'ইদানীং মুখ্যমন্ত্রীর কমিউনিস্টদের একটু বেশি ভয় পাচ্ছেন। ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা।'

জঙ্গলমহলের জমি অধিগ্রহণে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : শিল্পায়ন ও জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে পাহাড়-জঙ্গলের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে আদিবাসীদের আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবর বাঁকুড়ার রায়পুরে আদিবাসী সমাজের বাঁদনা পরবে গিয়ে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহলে আর্থিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার শিল্পায়ন করলেও তাতে কোনওভাবেই আদিবাসীদের পাহাড়-জঙ্গলে কোপ পড়বে না। পাহাড় জঙ্গল বাঁচিয়ে পরিবেশ বান্ধব শিল্প গড়াই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজেকে কুটুম দাবি

বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ায় রায়পুরে বীরসামুন্ডা মেমোরিয়াল কলেজের মাঠে বাঁদনা পরবের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রীতি মেনে আদিবাসী মহিলাদের থেকে ফোঁটা নেওয়া ও পিঠে খান। পরে তাঁর ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরাই জঙ্গলমহলের মূলবাসী। এদের উন্নতির কথা ভাবতে হবে।'

নিজেকে জঙ্গলমহলের কুটুম হিসেবে দাবি করে তিনি বলেন, 'পাহাড়-জঙ্গলে কাউকে হাত দিতে দেব না। আদিবাসী মূলবাসীরা প্রকৃতির পুজো করেন। তাদের আবেগে আঘাত দিতে আমি দেব না। পুরুলিয়া আর বাঁকুড়ায় পরিবেশবান্ধব শিল্প হবে। তার জন্য কীভাবে জমি নেব সেসব আপনাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করে সরকার ঠিক করবে।' এদিন সভা থেকে আদিবাসীদের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুর-জামশেদপুর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ, জঙ্গলমহলের একটি হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করার ঘোষণাও করেছেন তিনি। আদিবাসীদের উন্নয়নে বোর্ড তৈরির সিদ্ধান্তের কথাও জানান তিনি। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর পুরুলিয়ায় সভা করার কথা।

কোঅর্ডিনেটর নিয়োগে শুভেন্দুর সিদ্ধান্তে সায় দলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : শুভেন্দু সরকারের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণই করল শমীকের বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বিপরীতে দাঁড়িয়ে কলকাতায় পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ নিয়ে দলে পুরোপুরি আলোচনা হয়নি বলে মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের মন্তব্যে দল ও সরকারের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। শেষপর্যন্ত সরকারের অস্বস্তি দূর করতে ঢোক গিললেন শমীক। আর রাজ্য সভাপতিকে 'সেভ প্যাসেজ' দিতে ঘোষিত সিদ্ধান্তে অনড় থেকেও কিছুটা 'পর্দা টানলেন' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।

> **পুর পরিষেবাকে স্বাভাবিক রাখার দায় রাজ্য সরকারের। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীই সিদ্ধান্ত নেবেন।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে না সরকার। হাইকোর্টের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে শীর্ষ আদালত থেকে পক্ষে রায় পাওয়া নিয়ে সন্দিহান রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের ওই নির্দেশের পরেই নন্দীগ্রামে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান থেকে নির্বাচন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর হিসেবে বিজেপি কর্মীদেরই নিয়োগ করা হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। বিরোধীরা অভিযোগ করে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক জমি তৈরি করার লক্ষ্যেই আদালতের এই রায়কে ঢাল করে কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দলীয় কর্মীদের নিয়োগ করার কৌশল নিয়েছে সরকার। এই প্রসঙ্গে বুধবার 'বিষয়টি নিয়ে দলের পুরোপুরি আলোচনা হয়নি' বলে শমীকের মন্তব্যে জলঘোলা হতে শুরু করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই সায় দিল রাজ্য বিজেপি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে আড়াল করতে আদালত ও বিরোধীদের নিশানা করে শমীক বলেন, 'নির্বাচন বিরোধীরা করতে দিতে চাইছে না। আদালতকেও এটা বুঝতে হবে। কলকাতা পুরসভার মেয়র কেন চলে গিয়েছেন, কোথায় চলে গিয়েছেন আমরা জানি না। কাউন্সিলাররা নিরুদ্দেশ। অসহায় মানুষ। আর বিরোধীরা নির্বাচন করতে পারছে না বলে কোর্টে চলে গিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে আইনি জটে বালি পুরসভার দীর্ঘ ১২ বছর নির্বাচন না হওয়াকেও দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে শমীক বলেন, 'পুর পরিষেবাকে স্বাভাবিক রাখার দায় রাজ্য সরকারের। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীই সিদ্ধান্ত নেবেন।'

অন্যদিকে, হাওড়ায় ছটের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০৯টি ওয়ার্ডে তাদেরকেই কোঅর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ করা হবে যারা সরকারকে সাহায্য করবে। সমর্থন করবে। বিরোধিতা করবে না।'

চুক্তিভিত্তিক ডাক্তার নিয়োগ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : চিকিৎসকের অভাবে সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। সেই ঘাটতি মেটাতে এবার গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজ, সর্বত্র চুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। বৃহস্পতিবার থেকেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'স্থায়ী চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ হবে পিএসসি-র মাধ্যমে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে দেড় থেকে দু'বছর সময় লাগে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই যে হাসপাতালে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে, সেই হাসপাতালই নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেবে। বেতন ও দায়িত্ব ঠিক করা হয়েছে। আবেদনকারীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।'



ঘরে ফেরার পালা। বৃহস্পতিবার শিয়ালদা স্টেশনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

আদালতে জাহাঙ



তুষারপাতের পর চারপাশ ঢাকা বরফের চাদরে। বৃহস্পতিবার সোফিয়ানে।

সাফল্য তুলে ধরুন, সাংবাদিকদের মোদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : 'গণতন্ত্রের জননী' হওয়া সত্ত্বেও ২০২৬ সালের 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স' অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান নেমে গিয়েছে ১৫৭ নম্বরে। এই অবস্থায় সাংবাদিকরা কী কী লিখবেন, কোন বিষয়গুলিকে সবাধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত সংবাদমাধ্যমের তার ক্লাস নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে 'দীপাবলি মিলন' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর আবেদন, 'দেশের সাফল্যের কাহিনি আরও বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরুক সংবাদমাধ্যমগুলি।' মোদির কথায়, 'দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে, সেই সাফল্যের কাহিনীগুলি আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আনা প্রয়োজন।' ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন প্রমুখ।

ঘটনাচক্রে মোদি যখন দেশের সংবাদমাধ্যমকে কী লিখতে হবে তার ভোকাল টনিক দিচ্ছেন তখনই 'প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স'-এ শীর্ষস্থানে থাকা নরওয়ের সাংবাদিক হেলে লিং সোভেন্ডসেনকে ভারতে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। ৬ মাস আগে মে মাসে অসলোর এই সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে কেন তিনি সাংবাদিকদের থেকে প্রশ্ন নেন না জানতে চেয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন। মোদি অবশ্য সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় সোভেন্ডসেন বলেছেন, 'হায়দরাবাদে কংগ্রেসের তরফে আয়োজিত ভারত সামিটে যোগ দিতে বিমানবন্দরে বেরোনোর ঠিক ১০ মিনিট আগে আমাকে নরওয়েস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আমি ভারতে যেতে পারবেন না।' তাঁর কাছে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে ভারতে যেতে দেওয়া হল না সেই প্রশ্নও করেছেন সোভেন্ডসেন। ওই মহিলা সাংবাদিকের দাবি, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা মাথায় রেখে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্ন করেছিলেন বলেই হয়তো তাঁকে ভারতে আসতে দেওয়া হল না। গোটা বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও মনে করছেন তিনি। এই ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করেছে এডিটর্স গিল্ড।

> **দেশের সাফল্যের কাহিনী আরও বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরুক সংবাদমাধ্যমগুলি।**
> **নরেন্দ্র মোদি**

গত ১২ বছরে একবারের জন্যও সাংবাদিক সম্মেলন না করলেও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে নিজের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা অবশ্য এদিন স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিনগুলির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, একেসময় এই ধরনের অনুষ্ঠানে নিজে চেয়ার সাজানোর কাজ করতেন। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়েও সংবাদমাধ্যমকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আবেদনও জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ভারত একদিন উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবেই। দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে মোদির দাবি, গত ১২ বছরে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আগে দেশে দারিদ্র দূরীকরণের স্লোগান দেওয়া হত। কিন্তু আমাদের সরকারের আমলে বাস্তবেই দারিদ্র দূর করার কাজ হয়েছে।'

ফের বিশেষ অধিবেশনের জল্পনা সংসদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানো নিয়ে ফের সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার জল্পনা শুরু হয়েছে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মহলে। এপ্রিল মাসে লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না মেলায় বিলটি আটকে গিয়েছিল। সাত মাসের মাথায় সেই বিলই ফের সংসদে পাশ করানোর উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এবার লোকসভায় ১৫ থেকে ১৮ ভোটের ব্যবধানে বিল পাশ করানো সম্ভব হবে বলে আত্মবিশ্বাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। যদিও কবে থেকে এবং কত দিনের জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র।

এদিকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ডাকা নিয়েও নতুন করে জট তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন বসতে পারে। যদিও সেটি বিশেষ অধিবেশন হবে নাকি বাদল অধিবেশনেরই দ্বিতীয় পর্ব হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ১৩ অগাস্ট বাদল অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হলেও এখনও পর্যন্ত তা প্ররোগ বা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ফলে প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে সংসদের অধিবেশন ডাকার সাংবিধানিক সুযোগ রয়েছে।

কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ জানান, সাত মাস আগে একই আশ্বাস দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু ১৭ এপ্রিল লোকসভায় বিল পাশ করাতে গিয়ে সরকারকে পরাজয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। এপ্রিল মাসে তাঁর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের কৌশল কাজ করেনি, এবারও করবে না। ডিলিমিটেশনকে ঘিরে কেন্দ্রের উদ্যোগকে 'ডিলিমিটেশন প্ল্যান্টেশন' বলেও বিদ্রুপ করেছেন।

আলোচনাতেই সমাধান

ওয়াশিংটন, ১২ নভেম্বর : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা থামাতে এবার কি সরাসরি আলোচনার পথে আমেরিকা ও ইরান? ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবুজ সংকেত পেয়ে ইরানের নিরাপত্তা আধিকারিক মোহসেন রেজাই-এর সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। যদিও বৈঠকের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এমবিবিএসের আসন শূন্য

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : নিট ইউজি ২০২৬-এর কাউন্সেলিংয়ের পরেও ফাঁকা পড়ে রইল ৪১১টি এমবিবিএস আসন! স্পেশাল স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডে থাকা মোট ৯৪৮টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫৩৭টি আসন পূরণ হয়েছে। গত বছর যেখানে ফাঁকা আসনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ থেকে ৭০, সেখানে এবারের সংখ্যাটা বেশ উদ্বেগজনক।

স্কুলে বোমাতঙ্ক

রোম, ১২ নভেম্বর : ইমেলে বোমাতঙ্কের জেরে একধাক্কায় ফাঁকা করা হল ইতালির প্রায় ৬,৩০০টি স্কুল! শুধু ইতালিই নয়, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের একাধিক স্কুলেও বোমার হুমকি দেওয়া হয়। যদিও তল্লাশির পর দেখা যায়, পুরোটাই ভুয়ো। বাকি দেশগুলোতে পঠনপাঠন স্বাভাবিকই ছিল।

মণিপুরে মৃত্যু

ইম্ফল, ১২ নভেম্বর : মণিপুরের কাংপোকপি ও সেনাপতি জেলার সীমানায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ে নেংবোই চংলোই নামে এক কুকি মহিলার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কৃষিজমিতে কাজ করার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন।

কংগ্রেস-ককরোচের মোকাবিলায় মগজাস্ত্রে শান

প্রতিরোধের ছক পদ্মের

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্ক এবং তার জেরে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট লাগাতার পথে প্রতিবাদে নামছে। পিছিয়ে নেই ককরোচ জনতা পার্টিও। দেশের সর্বত্র যন্তরমন্তর হবে বলে তারাও নিয়মিত সুর চড়াচ্ছে। এই সাঁড়াশি আক্রমণের মোকাবিলা কোন পথে করা হবে তা নিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়েছে বিজেপি।

গত ১২ বছরে এই প্রথমবার ন্যারেটিভ-যুদ্ধে বিরোধীদের সামনে অসহায় দেখাচ্ছে গেরুয়া শিবিরকে। অরাজকতা তৈরির চেষ্টা কিংবা দিমাগি নকশাল তকমা, কোনওটাই বিজেপিকে সেই অর্থে 'মাইলেজ' দিতে পারছে না। উলটে দেশের জেন জেডের মধ্যে সিজেপি-র ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের আগ্রাসী রাজনৈতিক প্রচারের মোকাবিলার রণকৌশল ঠিক করতে এবার মগজাস্ত্রে শান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। চলতি মাসের শেষে ২৭ ও ২৮ নভেম্বর দিল্লি-এনসিআরে দু'দিনের বিশেষ চিন্তন বৈঠকে বসছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীনের পাশাপাশি দলের সর্বভারতীয় পদাধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রথম সারির সদস্যদেরই ওই বিশেষ বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা।



- ২৭ ও ২৮ নভেম্বর দিল্লিতে দু'দিনের বিশেষ বৈঠক বিজেপির
- বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা
- বিরোধীদের আক্রমণের পালটা নতুন করে জনসংযোগ ও রাজনৈতিক প্রচারের কৌশল নির্ধারণ করাই লক্ষ্য

বিজেপি সূত্রে খবর, বিরোধীদের রাজনৈতিক ভাষ্য বা ন্যারেটিভকে খণ্ডন করতে গিয়ে শাসকদল বর্তমানে যে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে, তা কোন পথে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, সেটা খুঁজতেই এই বৈঠকের আয়োজন। সমাজমাধ্যমে জেন জেড যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে, প্রশ্ন তুলছে, তা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, বেকারত্ব এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট যেভাবে সুর চড়াচ্ছে, তা তরুণ ভোটারদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলছে বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হবে-নীচুতলায় দলের সংগঠনকে আরও মজবুত করা, রাজনৈতিক প্রচারের কৌশলে শান দেওয়া এবং তরুণ ভোটারদের সঙ্গে পুনরায় নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলা।

সম্প্রতি রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের জনসমাবেশ জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়িয়েছে। তার পালটা কর্মসূচি হিসেবে বিজেপি কীভাবে এবং কবে ময়দানে নামবে সেটাও ঠিক হবে দু-দিনের বিশেষ বৈঠকে। এর পাশাপাশি বছর ঘুরলেই উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা ভোট। সেই ভোটগুলিতে রণকৌশলও চূড়ান্ত হবে এই বৈঠকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তাৎক্ষণিক নির্বাচনি অঙ্কের বাইরেও শাসকদলের সামনে এখন সবচেয়ে বড় সংকট হল রাজনৈতিক ভাষ্যের ওপর নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখা। কারণ, বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী অবস্থানের জেরে বিজেপির চিরাচরিত প্রচার কৌশলগুলি এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে।



খুদের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বৃহস্পতিবার ওয়েনাডে।

নমো ভারতে পাঁচ কোটি যাত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : দিল্লি-মিরাট নমো ভারত করিডরে যাত্রী সংখ্যা পাঁচ কোটির মাইলফলক পেরিয়ে গেল। ২০২৩ সালের অক্টোবরে পরিষেবা শুরুর পর এই নজির তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে শেষ এক কোটি যাত্রী সফর করেছেন মাত্র ৯৩ দিনে। প্রথম এক কোটি যাত্রী হতে সময় লেগেছিল ৫৭৪ দিন। এরপর থেকেই দফায় দফায় দ্রুত বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (এনসিআরটিসি) জানিয়েছে, 'উন্নত আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং সড়কপথের সহজ বিকল্প মেলার কারণেই যাত্রীদের এমন সাড়া মিলছে।'

কেজরিকে হুমকি

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর কন্যা হর্ষিতাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হল। কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই দলের নাম ভাঙিয়ে দাবি করা হয়েছে সাত কোটি টাকা। আপ বিধায়ক জার্নেল সিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্জাবের মোহালিতে সাইবার থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। দিল্লির তিলক নগরের বিধায়ক জার্নেল সিংয়ের ব্যক্তিগত ফোনে গত ৬ নভেম্বর ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে এই বার্তা আসে। মোহালির পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগে বিধায়ক বলেন, 'টাকা না দিলে কেজরিওয়াল এবং তাঁর মেয়ে হর্ষিতাকে খুন করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পরিবারের নিরাপত্তা দ্রুত বাড়ানো হোক।'

কল রেকর্ড ও অবস্থান খতিয়ে দেখে হরিয়ানার রোহতক থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তদন্তে দেখা যায়, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কেরানি। বিষ্ণোই দলের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই।

প্রতিবাদের সাজা

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : মুম্বইয়ের বোরিভালি থেকে বিরারগামী চলন্ত ট্রেনে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে বছর ২০-র এক তরুণীর শরীরের আপত্তিকর জায়গায় একাধিকবার স্পর্শ করে এক ব্যক্তি। তরুণী প্রতিবাদ করে অভিযুক্তকে চটি দিয়ে মারলে বচসা বেধে যায়। অভিযুক্তও চটি ছোড়ে। সেই সময়ে ট্রেন নাইগাঁও স্টেশনে ঢুকছিল। অভিযুক্ত তখন সজোরে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে তরুণীকে ফেলে দেন। তরুণী দুই কামরার মাঝে পড়ে যান। তাঁর বাম হাতের কনুই থেকে নিচের অংশ বাদ গিয়েছে। মাথায় ১৬টি সেলাই পড়েছে। ৪ নভেম্বরের ঘটনা। অভিযুক্ত জিতেন্দর গিরিজাপ্পা পালিয়েছিল। ৯ নভেম্বর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

নির্যাতিতা হাসপাতালে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি বিচার চাই। গোটা পরিবারের দায়িত্ব আমার কাঁধে। কীভাবে সংসার চালাব ? শান্তি চাই ওই লোকটার।'



এনভিডিয়া কর্তার ইস্তফা

সান জোসে, ১২ নভেম্বর : জোড়া বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং চিনা চরবৃত্তির অভিযোগে প্রবল বিতর্কের মুখে আমেরিকার চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়ার সহ-প্রতিষ্ঠাতা তথা সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন জেনসেন হুয়াং। বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে এনভিডিয়া জানায়, সংস্থার প্রেসিডেন্ট, সিইও ও পরিচালন পর্ষদের সদস্যপদ ছেড়েছেন ৬৩ বছরের হুয়াং। এর ফলে তাঁর ৩৩ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনের অবসান ঘটল। আপাতত প্রধান আর্থিক কর্তা কোলেট ক্রেসকে অন্তর্বর্তী সিইও করা হয়েছে। সন্দেহভাজন চিনা গুপ্তচর অ্যালিস হুয়াং ছাড়াও সংস্থার এক কর্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে পর্ষদ স্বাধীন তদন্ত শুরু করে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এদিকে শেয়ার বাজারে ধসের জেরে বিনিয়োগকারীরা হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

ভীম-মিমের জোটে চাপে সপা, কংগ্রেস

লখনউ, ১২ নভেম্বর : সপা-কংগ্রেস যখন বিজেপি বিরোধী ভোটকে এককাট্টা করতে মরিয়া তখন সেই ভোটে থাবা বসানোর লক্ষ্যে জোট করে ফেলল আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম এবং চন্দ্রশেখর আজাদ রাবণের আজাদ সমাজ পার্টি (কাঁসিরাম)। 'সামাজিক পরিবর্তন মোর্চা' নামে নতুন জোটের ঘোষণা করে দুই নেতা সাফ জানিয়েছেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনেই প্রার্থী দেবেন তাঁরা।

ওয়াইসি জানিয়েছেন, নতুন জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাবণ। তাঁদের জোটকে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির প্রকৃত বিকল্প বলে জানিয়ে হায়দরাবাদের সাংসদ বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে বিজেপি যাতে লাগাতার তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরতে না পারে সেই লক্ষ্যেই নতুন জোট কাজ করবে।' তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'ভীম-মিমের জোট'-এর পক্ষে বিজেপিকে যতটা ধাক্কা দেওয়া সম্ভব তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে সপা-কংগ্রেস জোটের। কারণ, জাতপাতের অঙ্কনির্ভর উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে দলিত, সংখ্যালঘু, অনগ্রসর এবং অন্য প্রান্তিক শ্রেণিকেই পাখির চোখ করেছেন ওয়াইসি-রাবণ।

সপা, কংগ্রেসের নাম না করে ওয়াইসি অভিযোগ করেন, 'অন্য রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র ভোটব্যাংকের রাজনীতি করেছে।' অপরদিকে আজাদ জানিয়েছেন, 'আমাদের এই জোট শুধুমাত্র নির্বাচনি আঁতাত নয়,



সমাজ পরিবর্তনের একটি মঞ্চ।' তবে এই জোটকে পাত্তা দিতে নারাজ অযোধ্যার সপা সাংসদ অবধেশ প্রসাদ। তাঁর সাফ কথা, 'এই জোটের কোনও গুরুত্ব নেই।' রাজ্যের মানুষ বিজেপি সরকারের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। ২০২৭ সালে একমাত্র অখিলেশ যাদবই বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম।' কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদও এই জোটকে গুরুত্ব দিতে নারাজ।

মুদ্রাস্ফীতির হারে নাজেহাল জনতা

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : রান্নাঘরে আগুন লাগার অবস্থা আমজনতার! খাদ্যপণ্যের চড়া দামের ধাক্কায় দেশে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। গত অক্টোবরে এই হার বেড়ে হয়েছে ৬.০৯ শতাংশ। দীর্ঘ দু'বছর পর তা ছাপিয়ে গিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের সহনসীমা ৬ শতাংশকেও। গত সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৫.৫৪ শতাংশ।

পরিসংখ্যান মন্ত্রকের রিপোর্টে স্পষ্ট, সাধারণ মানুষের হেঁশেলের খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে খাদ্যপণ্য। অক্টোবরে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছেছে ৮.৯৪ শতাংশে, যা সেপ্টেম্বরে ছিল ৭.৭৪ শতাংশ। খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম এক বছরে বেড়েছে ১১৬.২২ শতাংশ। পাশাপাশি রসুন ৬০.৭৪ শতাংশ ও লেবুর দাম ৪৭.৩০ শতাংশ চড়েছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৪ শতাংশ হলেও দুই শতাংশের হেরফের মেনে নেওয়া হয়। তবে টানা ন'মাস ধরে খুচরো সূচক ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৪ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে নতুন সূচক চালু হওয়ার পর অক্টোবরের এই বৃদ্ধিই সবোচ্চ। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সংসার চালাতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি মাত্রা ছাড়ানোয় রিজার্ভ ব্যাংক আগামী ডিসেম্বরে সুদের হার বাড়াতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। রেটিং সংস্থা ইক্রা-র মুখ্য অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ার বলেন, 'আগামী কয়েক মাস এই সূচক ৬ শতাংশের ওপরেই থাকতে পারে। ফলে ডিসেম্বরে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল।'



> **এক সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'সব চাঙ্গা সি'। এখন তা দাঁড়িয়েছে 'সব মেহঙ্গা সি'।**
> **জয়রাম রমেশ**

মূল্যবৃদ্ধির এহেন বাড়বাড়ন্ত নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের তোপ, 'এক সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'সব চাঙ্গা সি'। এখন তা দাঁড়িয়েছে 'সব মেহঙ্গা সি'।' তাঁর অভিযোগ, নিত্যপণ্যের বেলাগাম চড়া দামে মধ্যবিত্ত ও গরিবের সংসার ভেসে যাচ্ছে।

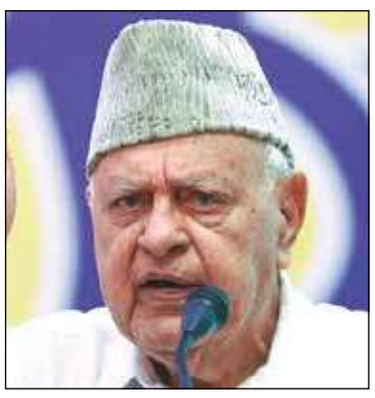
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষ মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় বেশি কাবু হয়েছেন। অক্টোবরে গ্রামাঞ্চলে সার্বিক খুচরো মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৬.৬৩ শতাংশে, যা সেপ্টেম্বরে ছিল ৬.০৮ শতাংশ। শহরাঞ্চলে এই হার ৫.৪১ শতাংশ। গ্রামে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ৯.০৯ শতাংশ ছুঁয়েছে, আর শহরে তা ৮.৬৮ শতাংশ।

তবে কিছু আনাজের দর কমে কিছুটা স্বস্তিও মিলেছে। আলুর দাম আগের বছরের চেয়ে ১৪.২৪ শতাংশ কমেছে। ফুলকপি ও বেগুনের দাম যথাক্রমে ১০.৫৭ ও ৩.৩৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যগুলির মধ্যে তামিলনাড়ু (৭.২৯ শতাংশ) এবং তেলেঙ্গানায় (৭.২৬ শতাংশ) মূল্যবৃদ্ধির বহর ছিল জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

ভারত-পাক সংলাপের সওয়াল ফারুকের

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফের ওপর হামলার দায় নিল নতুন একটি জঙ্গি সংগঠন। এদিকে সাম্প্রতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে হিংসা ও হামলা রুখতে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে অবিলম্বে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আবদুল্লা।

সন্ত্রাস বন্ধ না হলে আলোচনা নয়— কেন্দ্রের এই নীতির জবাবে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গোলাগুলি বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' তাঁর সাফ কথা, 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে পাকিস্তানের উচিত সন্ত্রাস বন্ধ করে আলোচনায় বসা।'



অন্যদিকে, কুলগামে সিআরপিএফের ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নকে নিশানা করে যে হামলা হয়েছে, তার দায় স্বীকার করেছে 'পাসদরান-ই-হুরিয়ত কাশ্মীর' নামের অচেনা এক জঙ্গিগোষ্ঠী। বিবৃতিতে তারা কেন্দ্রকে 'হিন্দুত্ববাদী শাসক' দাগিয়ে আরএসএসের ওপর হামলার হুমকি দিয়েছে। সরাসরি সংঘাতের বার্তা দিয়েছেন সংগঠনের স্বঘোষিত মুখপাত্র মহম্মদ ওমর আজম।

দায় স্বীকার নয়া জঙ্গিদের

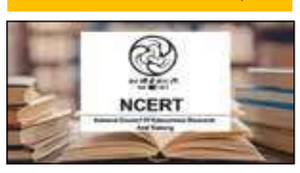
বুধবার দুপুরে কুলগামে নাকা তল্লাশির সময় বাইকে এসে অতর্কিতে গুলি চালায় দুই জঙ্গি। দেড় মিনিটে চলে প্রায় চার ডজন গুলি। জখম হন তিন সিআরপিএফ জওয়ান— পশ্চিমবঙ্গের শান্তনু চন্দ্র, অসমের রাকেশ দাস ও মধ্যপ্রদেশের সোমবীর সিং। শান্তনুর কোমর ও মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছে। পালটা গুলিতে পালায় জঙ্গিরা। উপত্যকায় শান্তি ফেরাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছেন ফারুক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদাহরণ টেনে সার্ক মঞ্চকে ফের সক্রিয় করার দাবি জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই বিবাদ মেটানো সম্ভব।' অতীতে ইন্দিরা গান্ধির দেখানো পথ অনুসরণের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষকদের শেখাতে মাস্টার ট্রেনার

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি সংশোধিত পাঠ্যবই শ্রেণিকক্ষে সহজ ও সাবলীলভাবে পড়ানোর জন্য একশোরও বেশি 'মাস্টার ট্রেনার' তৈরি করল এনসিইআরটি। দেশজুড়ে শিক্ষকদের নতুন পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান কৌশলে দক্ষ করে তুলবেন এই প্রশিক্ষকরা।

দিল্লি এসসিইআরটি-র যৌথ উদ্যোগে ২ থেকে ৬ নভেম্বর এই পাঁচদিনের বিশেষ কর্মশালা আয়োজিত হয়। 'শিক্ষক শিক্ষণ' কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এনসিইআরটি

এনসিইআরটির নয়া পাঠ্যবই



কর্তাদের বক্তব্য, সংস্থার ইতিহাসে এই প্রথম এমন 'মাস্টার ট্রেনার' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল।

প্রথম থেকে নবম শ্রেণির সংশোধিত পাঠ্যবই ইতিমধ্যেই পড়ুয়াদের হাতে এসেছে এবং দশম শ্রেণির বই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হবে। এই শিবিরে ডিজিটাল শিক্ষা, খেলার ছলে শেখা, পাঠদানের মূল্যায়ন এবং পড়ুয়াদের সামগ্রিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির মতো জরুরি বিষয়গুলিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এনসিইআরটি-র চেয়ারম্যান দীনেশপ্রসাদ সাকলানি বলেন, 'নতুন শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী দক্ষ শিক্ষকদের তৈরি করে নিতে না পারলে নতুন পাঠ্যবই পড়ানো সম্ভব নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণই স্কুলশিক্ষার গুণমান বাড়াবে। এই প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব দেশের প্রতিটি স্কুল ও প্রতিটি পড়ুয়ার কাছে পৌঁছোনো জরুরি।'

ছোট্ট তারা



মীর দাস নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো ছবি আঁকে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।





রঙিন রাজপথ। ছট উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ছটে প্রথম কার্নিভাল শিলিগুড়িতে

সমাজমাধ্যমে কটূক্তি বাংলাপক্ষের গর্গের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বেলা তখন দেড়টা। সেবক রোড হয়ে চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছিলেন অনির্বাণ দেব।

আচমকা পেছন থেকে 'জয় ছট মাইয়া' ধ্বনি শুনে থমকে গেলেন ওই তরুণ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামনে দাঁড়ানো পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞেস করামাত্রই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে। শুধু যেতে যেতে বলে গেলেন, 'সামনে ছটপুজোর কার্নিভাল।' এবার বাইকটি একপাশে দাঁড় করিয়ে মোবাইল বের করলেন অনির্বাণ। এই প্রথমবার ছটপুজোর কার্নিভাল আয়োজিত হল শহরে। মূল উদ্যোক্তা শিলিগুড়ি যুব একতা মঞ্চ। বৃহস্পতিবার রাতে বাগডোগরায় ছটপুজো উপলক্ষে বর্ণাঢ্য কার্নিভাল হয়েছে। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়ের হাত ধরে সূচনা হওয়ার পর কার্নিভালকে কেন্দ্র করে একজোট হলেন বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ। শিলিগুড়ি শিখ ইউথ ফোরামের তরফে শরবত বিলি করা হয়, জল-মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে। কয়েকশো মানুষ। পরনে ঐতিহ্যবাহী কাপড়। ছোট-বড়, পুরুষ-নারীরা দলবেঁধে হাঁটলেন রাজপথে। বক্সে বাজছে ছটের গান। মাথায় ঘোমটা দিয়ে ট্র্যাডিশনাল সাজে কেউ হলুদ পাড় দেওয়া লাল শাড়ি পরে, কেউ আবার হলুদ সালোয়ার-কামিজ পরে পা মেলান। মাথায় কমলা সিঁদুর পরে হাতজোড় করে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। গলায় মিলিয়েছেন মাইকে বেজে চলা 'হেয় ছট মাইয়া', 'পাহিলে পাহিল ছটী মাইয়া', 'কেলওয়া কে পাত পার' গানের সঙ্গে। দুর্গাপুজো-কালীপুজো-ভাইফোঁটা শেষে যখন মন ভারাক্রান্ত নাগরিকদের, তখন রঙিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে তুলে ধরা হল নাহাই-খাই থেকে নদীঘাটে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ও পরদিন ভোরের আচার পালন।



এদিকে, দুর্গাপুজোর কার্নিভাল এবার না হওয়ায় সমাজমাধ্যমে ছটের শোভাযাত্রাকে কটাক্ষ করেছেন বাংলাপক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'কলকাতায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হত। ২০২৬ সাল থেকে বন্ধ করল বিজেপি। শিলিগুড়িতে ২০২৬ থেকে ছটপুজো কার্নিভাল শুরু হল। এ বিষয়ে কলকাতা ও শিলিগুড়ির মানুষের কী মতামত?'

তাঁর পোস্টের কমেন্ট বক্সে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। এরপর গর্গ একটি ফেসবুক লাইভে এসে কার্নিভাল নিয়ে নিজের মতামত জানান। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে কার্নিভালটি শুরু হয় পায়েল মোড় থেকে। বিহারি সেবা সমিতির সদস্যরাও যোগ দেন। অংশ নিয়েছেন অন্য একাধিক ছটপুজো কমিটির সদস্যরা। শোভাযাত্রার প্রথমভাগে ঝুড়ি মাথায় দিয়ে হাঁটছিলেন মহেশ সাহানি, অশোক সাহানিরা।

অশোকের কথায়, 'ছটের সময় আমাদের এভাবেই নদীর দিকে যেতে দেখেছেন আপনারা। তবে, পুজো এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও রীতিনীতি রয়েছে। পরপর আসা ট্রেলারগুলোতে সেই আচার পালনের বিষয়টিকে মডেলের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে।'

নাহাই-খাই'এর মাধ্যমে মূল পর্ব শুরু হয়। লাউভাত খান ছটব্রতীরা। পরদিন থাকে খরনা। ওইদিন সন্ধ্যায় পুজো শেষে ছটব্রতীরা খান রুটি-পায়েস। সেই সমস্ত দৃশ্য দেখানো হয়েছে শোভাযাত্রায়। অমিত সাহানি হাসিমুখে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন। একটি ট্রেলারে চেপে এক তরুণী চুলায় নাহাই-খাইয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। আরেকটিতে দেখা যাচ্ছে, এক পরিবার যেন ঘাটে দাঁড়িয়ে সূর্য দেবের পুজো করছেন।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে শোভাযাত্রা উপভোগ করার ফাঁকে বিজয়া দাস বললেন, 'এই পুজোর দিনে নদীর রূপ একেবারে অন্যরকম লাগে। প্রতিবছর পরিবার-বন্ধুরা মিলে ছটঘাটে যাই।'

কার্নিভালটি শেষ হয় চেকপোস্টে। যুব একতা মোর্চার সদস্য বুলেট সিংয়ের বক্তব্য, 'ছট সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ, নানা সংগঠনের সদস্যরা একজোট হয়ে আমরা শামিল হয়েছিলাম। আগামীতেও এধরনের যাত্রা হবে।'

পুজোর নামে 'ব্যবসা', ক্ষুব্ধ ছটব্রতীরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : ছটপুজো নিয়ে আবেগকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি উপার্জনের লোভে সক্রিয় একটি সিন্ডিকেট। অভিযোগ, ওই সিন্ডিকেটের লোকজন কুলো হাতে নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পুজোর নামে টাকা সংগ্রহ করছে। যদিও বাস্তবে তারা পুজোর সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয়। এমনকি পুজো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও তাদের নেই। লক্ষ্য শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করা। যা নিয়ে শহরের পুজো উদ্যোক্তারা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে শহরবাসীকে সচেতন হওয়ার বার্তা দিলেন বিহারি কল্যাণ মঞ্চের সদস্যরা। তাঁদের কথায়, পুজোর নামে এহেন ভিক্ষাবৃত্তি কখনোই কাম্য নয়। সেইসঙ্গে পুজোয় দান করে, তার ছবি তুলে তা ফেসবুকে পোস্ট করার বিষয়েও তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরা।

সংগঠনের সভাপতি করমবীর সিং বলেন, 'কিছু কিছু মানুষ পুজোর এক মাস আগে থেকেই কুলো হাতে রাস্তায় নামছেন। তাঁদের ৯০ শতাংশই পুজোর সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত নন। তাঁরা এটাকে মূলত ব্যবসা বানিয়ে ফেলেছেন। শহরের বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ, এমন কাউকে ভিক্ষা দেবেন না। যদি বাস্তবেই পুজোর জন্য কারও কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়, তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।'

পুজোর মরশুম শুরু হতেই শহরের রাস্তায় কুলো হাতে মহিলা থেকে শুরু করে শিশু ও কিশোরদের ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। পথচলতি সাধারণ মানুষ কিংবা ব্যবসায়ীদের সামনে তারা সেই কুলো বাড়িয়ে দিয়ে ছটপুজোর জন্য ভিক্ষা চাইছে। কখনও আর্থিক অনটন, আবার কখনও মানতের প্রসঙ্গ তুলে ভিক্ষা আদায় করছে। এক-দু'টাকা দিলে তারা সন্তুষ্ট হয় না, আরও বেশি টাকা দাবি করে।

বিহারি কল্যাণ মঞ্চের পাশাপাশি বিহারি সেবা সমিতি সহ একাধিক ছটপুজো উদ্যোক্তা বিষয়টি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কথায়, শহরের রাস্তায় কুলো হাতে যাঁদের ঘুরতে দেখা যায়, তাঁদের একটা বড় অংশ শিলিগুড়ির বাসিন্দা নন। আশপাশের এলাকা থেকে শহরে এসেছেন। তাঁরা মূলত ভিড়ে ঠাসা বাণিজ্যিক এলাকাগুলিকেই বেছে নেন। সেইসঙ্গে রেলস্টেশন সহ বাসস্ট্যান্ডেও ভিক্ষার আর্জি নিয়ে তাঁদের ঘুরতে দেখা যায়। দিন শেষে তাঁদের হাতে থাকা কুলোয় জমতে থাকা টাকার অঙ্ক নেহাত কম হয় না।

বিহারি সেবা সমিতির সম্পাদক তথা শ্রীশ্রী ছটপুজা সেবা সমিতি লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি মণীশ বারি বলেন, 'মানত পূরণ হওয়ার পর অনেকেই পুজোর আগে ভিক্ষা করেন। তবে তার নিয়ম রয়েছে। সন্ধ্যা অর্ঘ্যের একদিন আগে আশপাশের পাঁচটি বাড়িতে কুলো হাতে যেতে হবে। কিন্তু এখন শহরের পথেঘাটে কুলো হাতে বহু মানুষকে ঘুরতে দেখা যায়। তারা মূলত এটাকে ব্যবসায় পরিণত করেছে। বাস্তবে তারা কেউ পুজোর সঙ্গে জড়িত নয়।'



- ছটপুজোর নামে কুলো হাতে টাকা তোলার সিন্ডিকেট সক্রিয়
- শহরের রাস্তায় যাঁরা ঘুরছেন, তাঁদের বড় অংশই পুজোর সঙ্গে যুক্ত নন বলে দাবি
- পুজোর নামে ভিক্ষাবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করে সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়েছেন উদ্যোক্তারা
- পুজোয় দান করে, তার ছবি তুলে তা ফেসবুকে পোস্ট করার বিষয়েও সমালোচনা করেন তাঁরা

হরি ওম ঘাট ছটপুজো সেবা সমিতির উপদেষ্টা শংকর গুপ্তা বলেন, 'এসবের জন্য আমাদের পুজোর বদনাম হচ্ছে। বছর তিনেক হল আমরা এসবের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি। এদিনও জংশন এলাকায় একজনকে পাকড়াও করা হয়েছিল। আমরা চাই সাধারণ মানুষ সচেতন হোক।'

পথ মুড়বে কার্পেটে

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : দু'দিন পরই ছটপুজো। তার আগে শহরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় প্রতিটি ছটঘাট সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু করেছে প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও সেরে নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। শহরের লালমোহন মৌলিক ছটঘাটে এদিন পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব চলছে। ফলে সেখানে এখনও পর্যন্ত ঘাট তৈরির কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে আলোকসজ্জার কাজ ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়েছে। যদিও সন্তোষীনগর সহ শহরের অন্য ছটঘাটগুলি অনেকাংশেই সাজিয়ে তোলা হয়ে গিয়েছে। ঘাটগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমানে বালির বস্তা দিয়ে ঘাট তৈরির কাজ চলছে। শীঘ্রই লালমোহন মৌলিক ছটঘাটেও সেই কাজ করা হবে। তবে শুধু ঘাট সাজানোই নয়, এবছর পুণ্যার্থীদের জন্য প্রতিটি ঘাটের সংযোগকারী রাস্তার প্রায় ১০০ মিটার পথ কার্পেট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে নিরাপত্তার জন্য মাঝনদীতে পুণ্যার্থীদের নামা রুখতে বাঁশ দিয়ে ঘেরা হবে বলেও জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক সরেজমিনে সেই কাজ খতিয়ে দেখেন। এদিন শুরুতেই তিনি লালমোহন মৌলিক ছটঘাট পরিদর্শন করেন। পরে শহরের অন্যান্য ছটঘাটের প্রস্তুতিও ঘুরে দেখেছেন।

বালি তোলা নিয়ে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : মহানন্দা নদীর চর থেকে বস্তায় বস্তায় বালি তোলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ওয়ার্ড মাস্টার সুশান্ত বিশ্বাস, বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর রিংকু বাগচী এবং শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ নীলু দত্ত।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের ভুল ভাঙে। প্রকাশ্যে আসে যে, বিভিন্ন ছটঘাট তৈরির জন্য এখান থেকে বালি তুলছে পুরনিগম। অর্থাৎ সরকারি কাজের জন্যই বালি তোলা হচ্ছে। ওয়ার্ড মাস্টার বলেন, 'ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি, সরকারিভাবেই বালি তোলা হচ্ছে, ওয়ার্ক অর্ডারও রয়েছে।' নীলু বলেন, 'পুরনিগমের কর্মীরা আমাদের জানান, শহরের বিভিন্ন ছটঘাটে বালিভর্তি বস্তাগুলি পাঠানো হবে। বিভিন্ন নদীর চর থেকেই বালি তোলা হচ্ছে।'

বোমাতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : শিলিগুড়ির মিলন মোড় এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বৃহস্পতিবার বোমাতঙ্ক ছড়ায়। মিলন মোড়ের কড়াইবাড়ি বিএড কলেজের সামনে ব্যস্ততম রাস্তার পাশে একটি ট্রলি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রলি ব্যাগটি খুলতেই ভিতর থেকে পোশাক বেরিয়ে আসে।

কমিকসের পাতায় ধুলো

স্ক্রিনে রঙিন দুনিয়া!

স্কুলের বইয়ের নীচে লুকিয়ে কমিকস পড়া, টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে নতুন বই কেনা, দোকানে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখা, নতুন কী এল! বন্ধুদের মধ্যে একবার যে বই আসত, তা ঘুরে ঘুরে পৌঁছে যেত অনেকের কাছে। সেই রঙিন পাতার দুনিয়ায় এখন খানিকটা ধুলো জমেছে।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : 'দিদি, বাঁটুল দ্য গ্রেটের কমিকস রয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে খানিকটা অবাক দোকানের তরুণী। একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালেন, নেই। পরের প্রশ্ন, 'নন্টে-ফন্টে?'

উত্তর সেই একই।

কলেজপাড়ার বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে একের পর এক পরিচিত কমিকসের নাম বলেও যখন মেলে না খোঁজ, তখন বোঝা যায়, সময় সত্যিই বদলেছে। একসময় যে বইয়ের খোঁজে স্কুলফেরত ছেলেমেয়েরা দোকানে ভিড় জমাত, আজ সেগুলি যেন বইয়ের তাক থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। দোকানির কথায়, 'তেমন বিক্রি নেই। কিনতে আসে না কেউ। তাই খুব কম রাখা হয়।' অথচ কয়েক পা দূরেই স্কুল-কলেজ। পাঠকের অভাব নেই, বদলে গিয়েছে পছন্দের ধরন।

একসময় রবিবারের দুপুর কিংবা গরমের ছুটি মানেই ছিল নন্টে-ফন্টে, হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দ্য গ্রেট পড়া। স্কুলের বইয়ের নীচে লুকিয়ে কমিকস পড়া, টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে নতুন বই কেনা, দোকানে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখা, নতুন কী এল! বন্ধুদের মধ্যে একবার যে বই আসত, তা ঘুরে ঘুরে পৌঁছে যেত অনেকের কাছে। সেই রঙিন পাতার দুনিয়ায় এখন খানিকটা ধুলো জমেছে। জায়গা করে নিয়েছে মোবাইলের স্ক্রিন, স্মার্ট টিভি আর জাপানি অ্যানিমেশনের চরিত্ররা। নন্টে-ফন্টে কিংবা টিনটিনের বদলে নতুন প্রজন্মের একাংশের আগ্রহ এখন নারুটো, বোরুটো কিংবা ডোরেমন-শিনচ্যানে।

একই পরিবারের দুই প্রজন্মের সঙ্গে কথা বললে বদলের ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়। মিলেনিয়াল প্রজন্মের অরিজিৎ ভট্টাচার্যের কাছে নারায়ণ দেবনাথের তৈরি চরিত্রগুলি শুধুই কমিকসের পাতায় আটকে নেই। সেগুলির মধ্যে খুঁজে পেতেন নিজেকেও। অরিজিতের কথায়, 'একটা কমিকস হাতবদল হয়ে অনেক বন্ধুর কাছে যেত। কারও বাড়িতে গেলে আগে দেখতাম, সংগ্রহে কী কী রয়েছে। সেই বাড়িতে বসে কত বই শেষ করে ফিরেছি। প্রতিটি ছবি, লেখা এখনও মনে পড়লে কেমন অদ্ভুত লাগে। মনে হয়, অনেকগুলো বছর পার করে এসেছি।'

পুজোর ছুটি হোক কিংবা গরমের দুপুর, স্নান সেরে কমিকস নিয়ে বসার আনন্দ ছিল অন্যরকম। পড়ার বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার মধ্যেও ছিল আলাদা উত্তেজনা। কিন্তু শিবমন্দিরের অরিজিতের ভাগ্নে সূর্যের কাছে বিনোদনের সেই সংজ্ঞা আলাদা। বয়স দশ পেরিয়েছে। আলফা প্রজন্মের এই সদস্যের পছন্দ নারুটো ও বোরুটো। পড়াশোনা এবং আঁকার ক্লাসের ফাঁকে সময় পেলেই টিভি কিংবা মায়ের মোবাইলে দেখে পছন্দের অ্যানিমে। সূর্যের কথায়, এটি জাপানি সিরিজ। বইয়ে পড়ার চেয়ে টিভিতে দেখতে তার বেশি ভালো লাগে।

কমিকস পড়ার সেই পুরোনো অভ্যাসের কথা মনে পড়লে প্রবীণ পাঠক সোমনাথ ঘোষেরও ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ছোটবেলায়। নতুন কমিকস কেনার জন্য একটু একটু করে টাকা জমাতেন। বাড়িতে সবসময় কমিকস পড়ার অনুমতি মিলত না। তাই মাঝেমধ্যে লুকিয়ে পড়তে হত। দোকানে গিয়ে খোঁজ নিতেন, কবে কোন বই আসবে। তিন-চারজন বন্ধু মিলে টাকা জমিয়ে একটি বই কিনতেন। তারপর কয়েকদিন করে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের হাতে ঘুরত সেই বই। সোমনাথের কথায়, 'তখন তো টিভির বালাই ছিল না। থাকলেও অল্প সময়ের জন্য অনুমতি মিলত।'

অন্যদিকে, জেন জেড প্রজন্মের গুড়িয়া সান্যালের ছোটবেলা কেটেছে টিভিতে ডোরেমন, শিনচ্যান দেখে। কমিকসের বই হাতে নিয়ে পড়ার সুযোগ বা বিশেষ আগ্রহ, কোনওটাই তেমন তৈরি হয়নি। বইমেলা থেকে কয়েকটি কমিকস কিনলেও সে সব খুব একটা পড়া হয়ে ওঠেনি। বাড়িতে থাকা পুরোনো কমিকস মাঝেমধ্যে হাতে নিয়ে দেখেছেন, কিছুটা পড়েছেনও। তাঁর পছন্দের তালিকায় বরাবরই এগিয়ে টিভি।

আসলে কমিকসের চরিত্রগুলি হারিয়ে যায়নি, বদলেছে তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। এক প্রজন্মের কাছে যে আনন্দ ছিল কাগজের পাতায়, ছবি আর সংলাপ সাজিয়ে গল্প পড়ায়, অন্য প্রজন্মের কাছে সেই আনন্দই ধরা দিচ্ছে চলমান ছবিতে। কারও কাছে নন্টে-ফন্টে এখনও নস্টালজিয়া, কারও কাছে নারুটো রোজকার সঙ্গী।

তবে এই বদলের আঁচ পড়ছে শহরের বইয়ের দোকানে। কাগজের পাতার সঙ্গে স্ক্রিনের এই লড়াইয়ে আপাতত এগিয়ে অ্যানিমে!



বিনোদনের সঙ্গে যেন ইসলামপুরের 'আড়ি'

চারটি সিঙ্গলপ্লেক্স সিনেমা হল কালের নিয়মে পাততাড়ি গুটিয়েছে। নেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত মঞ্চ। শহরে কোনও ইন্ডোর স্টেডিয়াম না থাকায় টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারম কিংবা ব্যাডমিন্টন শেখার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। ঘোষণা হয়েছিল, শহরে সুইমিং পুল তৈরি হবে। কিন্তু তাও দিনের আলো দেখেনি।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১২ নভেম্বর : মহকুমা সদর ইসলামপুরে বিনোদন যেন 'ডুমুরের ফুল'। পুরসভার মর্যাদা পাওয়ার পর পেরিয়ে গিয়েছে তিন দশক। তবে নগরজীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়ে ওঠেনি যথাযথ পরিকাঠামো। মাল্টিপ্লেক্স নেই। হাতে গোনা যে চারটি সিঙ্গলপ্লেক্স সিনেমা হল ছিল, কালের নিয়মে পাততাড়ি গুটিয়েছে সেগুলিও। নেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত কোনও মঞ্চ।

এখানেই শেষ নয়। শহরে কোনও ইন্ডোর স্টেডিয়াম না থাকায় টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারম কিংবা ব্যাডমিন্টন শেখার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। ঘোষণা হয়েছিল, শহরে সুইমিং পুল তৈরি হবে। কিন্তু তাও দিনের আলো দেখেনি।

'সবেধন নীলমণি'র মতো আছে শুধু একফালি জমিতে গড়ে ওঠা একটি শিশুউদ্যান। আর তাকে আঁকড়ে ধরেই কোনওমতে বর্ণ-গন্ধহীন ফ্যাকাশে দিনযাপন করছেন ইসলামপুরবাসী।

যদিও এই পরিস্থিতিতে বিশেষ বেকায়দায় পড়েন না শহরের বিত্তবানরা। বিনোদনের খোঁজে তাঁরা ছুটে যান শিলিগুড়িতে। সমস্যায় পড়তে হয় মধ্য এবং নিম্নবিত্ত মানুষকেই। চূড়ান্ত আক্ষেপের সঙ্গে কলেজপড়ুয়া মলয় সাহা বললেন, 'দুর্গাপুজোর সময় আত্মীয়রা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। পুজো শেষে গাড়ি ভাড়া করে আমাদের শিলিগুড়ি ছুটতে হয়েছিল। মোটা টাকা খরচ করে শিলিগুড়ি যাওয়া ছাড়া ইসলামপুরে বিনোদনের কোনও ব্যবস্থা নেই।'

যদিও ইসলামপুরের বিধায়ক তথা পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অভাব আছে। সুইমিং পুল প্রয়োজন, তাও অস্বীকার করা যাবে না। এই নিয়ে সরকারের কাছে আমরা প্রস্তাব পাঠাব। বড় পার্ক গড়ে তুলতে হলে জমি প্রয়োজন। এদিকে জমিরও অভাব আছে। বেসরকারি স্তরে আধুনিক সিনেমা হল সহ অন্য বিনোদনের ব্যবসায় কেউ উৎসাহী হলে আমাদের পক্ষে যতটা সহযোগিতা সম্ভব, নিশ্চয়ই করা হবে।'



নিউটাউন সংলগ্ন এলাকায় ইসলামপুর শহরের ল্যান্ডমার্ক।

যদিও শহরবাসীর দাবি, বাম আমল থেকে ইসলামপুরে বিনোদনের ব্যবস্থা নিয়ে উদাসীনতা রয়েছে। তৃণমূল সরকারের আমলেও এই নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা করা হয়নি। শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে রামগঞ্জের পাশে সাপনিকলা ফরেস্ট। কিন্তু সরকারি উদাসীনতায় সেখানেও পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি আজ পর্যন্ত। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মলয় পাল বললেন, 'বিনোদনের প্রশ্নে আমরা বঞ্চিত। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সময় কাটানোর মতো কিছুই নেই ইসলামপুরে।'

চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তরুণ শুভম দাসের অভিজ্ঞতায়, 'বিনোদনের কিছু না থাকায় দমবন্ধকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। মহকুমা সদরের এই হাল রীতিমতো দুঃখের বিষয়। আদৌ পরিস্থিতির বদল হবে কি না কে জানে!'

তবে সম্প্রতি ইসলামপুরের শহরতলিতে বিনোদনের কেন্দ্র গড়ে উঠছে। 'ক্যাফেটেরিয়া'র ধাঁচে চা এবং ফাস্টফুডের দোকানে সন্ধ্যার পর আড্ডার প্রবণতা বাড়ছে। নার্সিং পাশ করে আসা তরুণ মিঠু ঘোষের কথায়, 'এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো।'

তালিকা ধরে খুনের ছক

রিন্টুর পরিকল্পনা ভাবাচ্ছে পুলিশকে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১২ নভেম্বর : ভাইফোঁটার বিকেলে গঙ্গারামপুরের ঘোষপাড়ার সেই বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্ত রিন্টু ঘোষকে। পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল ঘটনার পুনর্নির্মাণ। কিন্তু রিন্টুর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে এসেছে একটি হাতে লেখা নামের তালিকা। আর সেই তালিকায় থাকা নামগুলি নিয়েই রহস্য ছড়াচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, স্ত্রীকে খুনের পর কি তাহলে আরও একাধিক খুনের পরিকল্পনা ছিল রিন্টুর?

সেই তালিকার প্রথম নামটি ছিল রিন্টুর স্ত্রীর। আর সেই নামটি লেখার পর কেটে দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন টার্গেট ফিনিশ। মোট ২১ জনের নাম ছিল। তার মধ্যে ১, ২ নম্বর দিয়ে নাম লেখা ছিল ১৮ জনের। আর শেষে আরও ৩ জনের নাম ছিল, কিন্তু তাঁদের নামের পাশে কোনও নম্বর ছিল না।

প্রশ্ন উঠছে, স্ত্রী সীমা সরকারের নাম কেন সবার উপরে? তালিকায় থাকা বাকি কুড়িজন কারা? তাঁদের সঙ্গে অভিযুক্তের কী সম্পর্ক? আপাতত এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অধরা। তবে সবচেয়ে শিউরে ওঠার মতো সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দিতে পারছেন না অনেকেই। স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত রিন্টু কি তবে এই তালিকা ধরে আরও হত্যার পরিকল্পনা করেছিল? কোনও ক্রাইম থ্রিলারের চিত্রনাট্যের মতোই কি সাজানো হচ্ছিল একের পর এক খুনের নীলনকশা? যদিও উদ্ধার হওয়া তালিকার প্রকৃত তাৎপর্য এবং এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় ও তাঁদের সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



■ রিন্টুর তালিকায় স্ত্রীর নামের পাশাপাশি রয়েছে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিবেশীদের নাম

■ কেউ বিষয়টি পাত্তা দিচ্ছেন না, কেউ আবার ভয় পাচ্ছেন

■ এদিন অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত

এক টুকরো সাদা কাগজ। সম্ভবত সোনার দোকানের রসিদ। মূল রসিদের পেছনে উড পেন্সিলে প্রথমে স্ত্রী সীমা সরকারের নাম লেখা। পরবর্তীতে আরও দুটো নাম লেখা। এরপর ক্রমাঙ্ক বদলে ডান পাশ থেকে পৃথক ক্রমাঙ্কে ১৮ জন ব্যক্তির নাম লেখা। মোট ২১ জনের এই তালিকায় প্রতিবেশী, একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং কিছু আত্মীয়র নাম লেখা রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর ধারণা করা হচ্ছে। তালিকার নীচে 'শেষ বিচার হাইকোর্ট/ জনগণের সামনে' কথাটি লেখা রয়েছে।



ঘোষপাড়ায় খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ -ফাইল চিত্র

সেই তালিকার নামের সঙ্গে মিল রয়েছে স্থানীয় এক নেতার। তিনি বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। রিন্টুর সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠতা ছিল আপনার? সেই নেতার জবাব, 'গত ৫-৬ বছর ধরে ওর সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয়নি।'

তালিকায় একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি নাম রয়েছে প্রতিবেশীদেরও। এমনই এক প্রতিবেশী জানালেন, তাঁর নামের সঙ্গে মিলে যায় এমন আশপাশে মোট চারজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঠিক কার ওপর রিন্টুর রাগ ছিল বা তালিকায় কার নাম লিখেছিলেন, সেটা স্পষ্ট নয়। তাঁদের মধ্যে কারও সঙ্গেই যে রিন্টুর কোনও বড় বিবাদ ছিল, সেই কথাও মনে করতে পারলেন না তিনি।

তালিকায় নামের সঙ্গে মিল রয়েছে রিন্টুর এক আত্মীয়েরও। তিনি আবার অল্পবিস্তর ভয় পাচ্ছেন। ভাবছেন, রিন্টু ভবিষ্যতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলাকায় ফিরে এসে কোনও গণ্ডগোল করবে না তো! তাঁর কোনও ক্ষতি করবে না তো!

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়েছিল রিন্টুকে। পুনরায় তাঁর পাঁচদিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত।

স্কুল খোলার আগে সাফাই

চোপড়া, ১২ নভেম্বর : প্রায় এক মাস টানা ছুটির পর শুক্রবার রাজ্যের স্কুলগুলি খুলতে চলেছে। পড়ুয়াদের স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরুর আগে বৃহস্পতিবারই স্কুলগুলিতে চালানো হল সাফাই অভিযান। স্থানীয় স্কুল পরিদর্শকের মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে এদিন বিভিন্ন স্কুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে সাহায্য করতে হাত লাগান শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। কোথাও স্কুলের শ্রেণিকক্ষ, বারান্দা, কোথাও আবার স্কুল চত্বর পরিষ্কার করা হয়। আবার কোথাও মিড-ডে মিলের রান্নাঘর মুছে ও বাসনপত্র ধুয়ে রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, প্রায় এক মাস স্কুল বন্ধ থাকার পর শুক্রবার স্কুল খোলার দিন সাফাইয়ের কাজে হাত দিলে পঠনপাঠন শুরু করতে সমস্যা হতে পারে। তাই আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বৃহস্পতিবারই অধিকাংশ স্কুলে পরিষ্কারের কাজ সেরে রাখা হয়। শুধু যে স্কুলে ধুলোবালি জমেছে তা নয়, কোথাও কোথাও স্কুল চত্বরে মেলা বসানো হয়েছে। আবার কোথাও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ঘিরে স্কুলের মাঠ ব্যবহার হয়েছে। ফলে সেই সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করাও জরুরি হয়ে পড়েছিল। আদ্রাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত দেবনাথ বলেন, 'ছুটির মধ্যেই কয়েক দিন আগে আমাদের স্কুল পরিদর্শন করা হয়েছিল। সেই সময়ই আমরা সাফাই অভিযান চালিয়েছি।' অন্যদিকে, দলুয়া সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিআইসি ইন্তেজা আরিফ ইমাম বলেন, 'টানা এক মাস স্কুল বন্ধ থাকার পাশাপাশি স্কুলের মাঠে মেলাও বসেছিল। তাই স্কুল খোলার আগে এদিন স্কুল চত্বরজুড়ে সাফাই অভিযান চলেছে।' কালীগঞ্জ হাইস্কুলের টিআইসি আফজাল হোসেনেরও একই বক্তব্য। চোপড়া ব্লকের দুই স্কুল সার্কেল (প্রাইমারি) দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছিল যে, শিক্ষকদের আগাম জানিয়ে দেওয়া হয় যাতে স্কুল খোলার একদিন আগেই স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

কাটা ঘাসের কান্নার গন্ধ



মাঠে ঘাস কাটার পর বাতাসে সুন্দর একটা সতেজ গন্ধ ভেসে আসে, যা আমাদের অনেকেরই খুব প্রিয়। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে, এই গন্ধটা আসলে ঘাসের এক ধরনের সতর্কবার্তা। কোনও গাছ বা ঘাস যখন আঘাত পায় বা কাটা পড়ে, তখন তারা নিজেদের পাতা থেকে বিশেষ রাসায়নিক বাতাসে ছেড়ে দেয়। এটি এক ধরনের রাসায়নিক কান্না। এই গন্ধ দিয়ে তারা আশপাশের অন্য গাছপালাকে বিপদের খবর দেয় এবং ঘাসখেকো প্রাণীদের তাড়ানোর জন্য বন্ধু পোকাদেরও ডেকে আনে।

আকাশের আয়না উয়ুনি



বলিভিয়ার সালার দে উয়ুনি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লবণের প্রান্তর। শুকনো মরশুমে একে দেখলে সাদা বরফের মাঠ বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির পরই এর আসল জাদুকরি রূপটা বেরিয়ে আসে। লবণের স্তরের ওপর বৃষ্টির জল জমলে পুরো প্রান্তরটি এক বিশাল প্রাকৃতিক আয়নায় পরিণত হয়। তখন ওপরের মেঘলা আকাশ আর নীচের মাটির মধ্যে কোনও পার্থক্যই বোঝা যায় না। মনে হয় মানুষ যেন দিব্যি আকাশের বুকেই হেঁটে বেড়াচ্ছে।

নষ্ট না হওয়া খাবার



পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক খাবার হল মধু, যা কোনওদিন পচে যায় না বা নষ্ট হয় না। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও রাজাদের মমির সমাধির ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় বেশকিছু মধুর পাত্র পাওয়া গিয়েছিল। অবাক করা বিষয় হল, সেই তিন হাজার বছরের পুরোনো মধু তখনও সম্পূর্ণ খাওয়ার যোগ্য ছিল। মধুর ভেতর জলের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকা আর এর অম্লত্বের কারণেই কোনও ব্যাকটিরিয়া সেখানে টিকতেই পারে না। ফলে হাজার হাজার বছর এটি ভালো থাকে।

সমুদ্রের রহস্যময় ব্লুপ শব্দ

উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে অত্যন্ত জোরালো এবং অদ্ভুত এক শব্দ রেকর্ড করেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। নাম দেওয়া হয় ব্লুপ। প্রথমে অনেকেরই ধারণা ছিল, সাগরের অতল গভীরে লুকিয়ে থাকা বিশাল কোনও অজানা সামুদ্রিক প্রাণীর ডাক হয়তো এটি। কিন্তু বহু বছর পর সেই রহস্যের পর্দা ওঠে। জানা যায়, অ্যান্টার্কটিকার বিশাল বরফের চাঁই ভেঙে সাগরে পড়ার সময় ঠিক ওইরকম ভয়ংকর গভীর আওয়াজ তৈরি হয়েছিল।



কম খরচে রোগ

প্রথম পাতার পর

দ্বিগুণেরও বেশি ক্ষেত্রে সঠিক রোগ ধরেছে। সাধারণ জরুরি বিভাগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সাফল্যের হার যেখানে ৪৭ শতাংশ, সেখানে 'মাই-ডেক্সো' সফল হয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে। সবচেয়ে বড় চমক হল, প্রচলিত খরচের প্রায় অর্ধেক টাকাতেই ৮১ শতাংশ নির্ভুল ফলাফল দিয়েছে এই সিস্টেম।

তাহলে কি চিকিৎসকদের দিন শেষ? মাইক্রোসফট কিন্তু একেবারেই সে কথা বলছে না। খুব শিগগিরই বস্টনের বেথ ইজরায়েল ডিকনেস হাসপাতালে এই সিস্টেমের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হতে চলেছে। সেখানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি এই এআই সিস্টেমও রোগীদের শারীরিক অবস্থা বিচার করে দেখবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্ত মনে করেন, এটা মূলত সফটওয়্যার হিসাবে কাজ করবে। এই এআই ডায়াগনস্টিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সহায়ক হতে পারে কিন্তু চিকিৎসকদের প্রয়োজন ফুরোবে না। তবে, কিছু পরীক্ষানিরীক্ষায় লোক কম প্রয়োজন হবে। কিন্তু, এর দাম কত, ভারতে এর কীভাবে ব্যবহার হবে সেটা ভবিষ্যৎই বলবে।

একই মত মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সৈকত দত্তর। তাঁর বক্তব্য, 'এআই কখনো ডাক্তারের বিকল্প হতে পারে না। এটা ঠিক যে এআই চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক সাহায্য করছে। কিন্তু একজন রোগীকে সামনে দেখে রোগ নির্ণয় করা, তাঁর সঙ্গে কথা বললেই রোগী অনেকটা মানসিক সুস্থতা বোধ করেন। এআই সেটা করতে পারবে না।' মাইক্রোসফটের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। তবে রোগ নিখুঁতভাবে ধরাই তো শেষ কথা নয়। এরপর ঠিক কোন পথে চিকিৎসা এগোবে বা কোন ওষুধে রোগী দ্রুত সুস্থ হবেন, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মানবিক অভিজ্ঞতা ও সমবেদনার বিকল্প এখনও তৈরি হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই এবং চিকিৎসকদের এই যৌথ উদ্যোগেই আগামীদিনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও আধুনিক, সুরক্ষিত ও নিখুঁত হয়ে উঠবে।



বাজির দাপটে বধির, ভিড় হাসপাতালে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : কালীপুজোর বাজি এবার শুধু রাতের আকাশই কাঁপায়নি, তার জোর ধাক্কা লেগেছে মানুষের শরীরেও। আলিপুরদুয়ারে উৎসবের দিন ও পরের দিন শব্দবাজির দাপটে দূষণ বেড়েছে। কানের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ছুটছেন অনেকে। বাজি ফাটাতে গিয়ে হাতও পুড়েছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের চেম্বারে রোগীর ভিড় বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, অতিরিক্ত শব্দে কানের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চিকিৎসায় দেরি হলে শ্রবণশক্তি হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে।

গোটা রাজ্যের মতো আলিপুরদুয়ারেও কালীপুজোর দিন দেদার শব্দবাজি ফেটেছে। পরের দিনও ছবিটা বদলায়নি। বাজি থেকে বায়ু দূষণের মাত্রার ইঙ্গিত মিলেছে বায়ুর গুণমান সূচকে (একিউআই)। শব্দ দূষণের প্রভাব ক্রমে সামনে আসছে। বিশেষ করে কানের সমস্যায় ভুগছেন অনেকে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের চেম্বারে কানের সমস্যা নিয়ে রোগীরা আসছেন। তাঁদের অনেকেরই কানের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

শব্দবাজির দাপট কমাতে বাজি বিক্রিতে কড়াকড়ি করেছিল প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারও করা হয়। তবু তেমন ফল মেলেনি। দোকানে প্রচুর বাজি বিক্রি হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় ফেটেছেও। যাঁরা বাজি ফাটিয়েছেন,



তাঁদের চেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন বাড়ির পাশে বাজি ফাটার শব্দে আক্রান্তরা। জেলা শহরের নিউটাউনের বাসিন্দা ব্রতীন চক্রবর্তী কানের সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'কালীপুজোর সন্ধ্যা থেকে বাড়ির পাশে বাজি ফেটেছে। রাত থেকে কানে ঠিক করে শুনতে পারছি না। দু'দিন অপেক্ষা করলাম যদি ঠিক হয়ে যায়। সেটা হয়নি। সেজন্য হাসপাতালে এসেছি।' জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন নাক, কান, গলা বিভাগের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশের কানের সমস্যা ছিল। জেলা হাসপাতালের নাক, কান, গলা বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌম্যজিৎ দত্ত বলেন, 'শব্দবাজির শব্দে কানের সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। অতিরিক্ত শব্দে সমস্যা হতে পারে। অনেকেই সেই সমস্যা নিয়ে আসছেন। বয়স্কদের সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা করা হচ্ছে।' চিকিৎসকদের বক্তব্য, কানের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রথমে ওষুধ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে স্টেরয়েড ইনজেকশনও দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালেই ইএনটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কানের পর্দার ভিতরে ওই ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে সমস্যা দেখা দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ইনজেকশন দিলেই তা কাজে আসে। বেশি দেরি হলে ফল মেলে না। এমন ক্ষেত্রে বধির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

জেলা হাসপাতালের সাধারণ বিভাগ ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে হাত পোড়া নিয়ে রোগীদের দেখা গিয়েছে। তাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে।

পলাতক গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ১২ নভেম্বর : মুম্বই থেকে পলাতক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত মহম্মদ শাকিলকে (২৫) কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনে গ্রেপ্তার করল আরপিএফ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শাকিল ডালখোলা থানা এলাকার বাসিন্দা। আরপিএফ সূত্রে খবর, মুম্বইয়ের নির্মলনগর (বান্দরা ইস্ট) থানায় ধৃতের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, নির্মলনগর থানা এলাকায় ৯ নভেম্বর এক অন্ধ বৃদ্ধার গলার সোনার চেন ও মোবাইল ছিনতাই করে পরিযায়ী শ্রমিক শাকিল। তারপর মুম্বই থেকে অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে চেপে পালিয়ে আসে।

জঙ্গি সন্দেহে পাকড়াও

কিশনগঞ্জ, ১২ নভেম্বর : বিহারের পূর্ণিয়ার যাদব টোলা থেকে বৃহস্পতিবার আইবি ও পূর্ণিয়া পুলিশের যৌথ অভিযানে সন্দেহভাজন মৌলবাদী জঙ্গি শাহিদ আখতারকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের পাকিস্তান, হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ও ক্যামেরুনের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া ধৃতের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা ধৃতকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। শুক্রবার ধৃতকে পূর্ণিয়া জেলা আদালতে তোলা হবে।

অনুভূত ভূমিকম্প

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ভোরে শিলিগুড়ি সহ আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৬। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নেপালের কোশি প্রদেশ এলাকা। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার নীচে এই কম্পন হয়। তবে এই কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।

সাংবাদিকের ভিসায় 'না'

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ৬ মাস আগে কড়া প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে। এবার নরওয়ের সেই বিতর্কিত মহিলা সাংবাদিক হেলি লিং সভেনদসেনের ভিসা বাতিল ঘোষণা করল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। যদিও তার সপক্ষে কোনও কারণ জানানো হয়নি বলে দাবি করেছেন হেলি। হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা সরকার আয়োজিত 'ভারত সম্মেলন'-এ যোগ দিতে আসার কথা ছিল তাঁর। এদিন ভিসা বাতিলের খবর জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে হেলি বলেন, 'বৈধ নথি এবং রাজনৈতিক ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও রওনা দেওয়ার ১০ মিনিট আগে অসলোর ভারতীয় দূতাবাস থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হয়, আমি ভারতে যেতে পারব না।' এরপরই জল্পনা জোরালো হয়েছে, তাহলে অপ্রিয় প্রশ্নের দাম দিতে হল সাংবাদিক হেলিকে?

বনবিড়ালের মাথা সহ ধৃত

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : একটা গোটা বনবিড়ালের মাথা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে রান্নার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বন দপ্তরের হাতে ধরা পড়লেন হারমন মুন্ডা (৪০) নামে এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা হারমনকে গ্রেপ্তার করেছেন। শিডিউল ওয়ান অন্তর্ভুক্ত বনবিড়ালের মাথা পাওয়া গেলেও পুরো শরীরের হদিস মেলেনি। এদিন রাতেই অভিযুক্তকে বাগডোগরা পুলিশের হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

সময়ে কাজ না করলে শোকজ

প্রথম পাতার পর

দেওয়া শোকজ করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে সব সরকারি দপ্তরের প্রধানকে। শোকজের জবাব দেওয়ার সময়সীমা ১৫ দিন।

সেই সময়সীমার মধ্যে জবাব না দিলে বা জবাব কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক না মনে করলে সেই কর্মী বা অফিসারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করবে বলে জানানো হয়েছে। ২০১৩-র পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন অনুসারে রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা নিচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব এই নিয়ম চালু হবে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে শুভেন্দু বারবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব দপ্তরের কাজ শেষ করার ওপর জোর দিচ্ছেন। কাজে ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না বলে সতর্কও করেছেন।

মুখ্যসচিবের বিবৃতি মুখ্যমন্ত্রীর সেই মনোভাবের বাস্তবায়ন ঘটাতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি দপ্তরের গয়ংগচ্ছ মনোভাব কাটাতে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে। বাম আমল থেকে বারবার সরকারি তরফে এই চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনওবারই তেমন সুফল মেলেনি। বিজেপি সরকারের কড়া বার্তা ব্যবস্থাটার জগদ্দল পাথরকে নড়াতে পারবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে।

নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতি মাসের ১০ তারিখকে ডেডলাইন ধরা হয়েছে। ওইদিন প্রতি দপ্তরের আগের মাসের কাজের পর্যালোচনা করা হবে। সেই পর্যালোচনায় যদি দেখা যায়, কেউ কাজে ডেডলাইন মিস করেছেন, তখন সার্ভিস রুল অনুযায়ী সরকার পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ করা শুরু করবে। সিপিএমের বিরুদ্ধে বিজেপি যতই বিষোদ্গার করুক, প্রশাসনকে সচল রাখতে শেষপর্যন্ত বিজেপি সরকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পথে হাঁটল।

প্রেমের টানাপোড়েনে কিশোরের রহস্যমৃত্যু

প্রথম পাতার পর

সারারাত সুদীপের ফোন সুইচড অফ ছিল। তাই সকালেই ভেবেছিলাম, টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে একবার দেখা করতে যাব।'

ওই কিশোরীর দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে টিউশন যাওয়ার পথে সে সুদীপের বাড়িতে যায়। এরপর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে নিজেই গলার ফাঁস কেটে সুদীপকে নীচে নামায়। অন্য দুই প্রতিবেশী মহিলাকে ডেকেছিল। তাঁরা নামাতে না চাওয়ায় সে নিজেই ফাঁস কাটে। পরে পুলিশ এসে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, ঘটনার পরেই ছেলের মৃত্যু নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন মৃত কিশোরের মা স্বপ্না দাস। পরিবারের একজন মেডিকেলে ভর্তি থাকায় বুধবার সারারাত সেখানেই ছিলেন। এদিন সকালে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিবেশীরা তাঁকে ফোন করে বিষয়টা জানান। কাঁদতে কাঁদতে স্বপ্না বলে উঠলেন, 'সুদীপের সঙ্গে বুধবার সকালে একবার কথা হয়েছিল। ছেলে বলেছিল, ওই মেয়েটি বাড়িতে আসবে। দুজন একসঙ্গে ঘুরতে যাবে। এরপর সন্ধ্যায় ছেলে ফোন করে



ঝামেলার কথা বলে। ওই কিশোরী কটূক্তি করেছে বলে জানায়। আমি বুঝিয়েছি। এরপর আর ছেলের সঙ্গে কথা হয়নি। আজ শুনলাম, বাড়িতে ঢোকার লোহার গেট টানা ছিল। তারপর বাড়ির দরজা ভেজানো ছিল। ছেলে যদি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকে, তাহলে ভেজিয়ে কিংবা টেনে রাখবে কেন? ওই মেয়েই বা হঠাৎ করে বাড়িতে ঢুকল কেন? আমরা চাই গোটা ঘটনার তদন্ত করা হোক।' ঘরের আয়নার ভাঙা কাচ ছড়িয়ে থাকা নিয়েও সন্দেহ পরিবারের। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চিকিৎসক উত্তম মজুমদারের মতে, 'আকস্মিক কোনও ঝামেলা থেকে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার কথা নয়। এর পেছনে দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ বা দ্বন্দ্ব কাজ করে থাকতে পারে।' এই বয়সে কিশোর-কিশোরীদের পাশে পরিবার ও কাছের মানুষদের আরও বেশি করে থাকা প্রয়োজন বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

এদিন সুদীপের দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে পুলিশ।

ছটের কার্নিভালে যানজটে দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

কার্নিভাল যত এগিয়েছে, পিছনে পড়ে থাকা মোড়গুলি ধীরে ধীরে খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই মোড় দিয়েই উলটো দিকের লেনের গাড়িগুলিকে ঢুকিয়ে পুলিশ দু'দিকের যান চলাচল চালু রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই সময় একের পর এক স্কুলবাস চেকপোস্ট থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের দিকে যেতে শুরু করায় সেই পরিকল্পনায় রীতিমতো জল পড়ে। চেকপোস্ট থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের লেন তুলনায় সরু হওয়ায় দুই দিকের গাড়ি মুখোমুখি পড়ে অবরুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। উলটো দিক থেকে আসা গাড়িকে এড়িয়ে বাসগুলি কোনওরকমে এগোতে থাকে। এর মধ্যেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাছে পার্কিং থেকে গাড়ি বেরোতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যানজটে আটকে পড়ে সুমিতা দাসের মতো অনেকেই ক্ষোভ জানান। সুমিতার কথায়, 'এক লেনের মধ্যেই দু'পাশের গাড়ি চলাচল করানোটা রীতিমতো আশঙ্কার। যেভাবে বাসগুলো একেবারে পাশ দিয়ে যাচ্ছে রীতিমতো ভয় লাগছে।' এই পরিস্থিতিতে অনেক চালকই উলটো লেনে না গিয়ে ব্যারিকেড সরার অপেক্ষা করছিলেন। কার্নিভালের পিছন পিছন এগিয়ে যাওয়াকেই তাঁরা নিরাপদ মনে করছিলেন। এমনই একজন মণীশ হালদার। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পায়েল মোড় থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত তিনি এভাবেই এগিয়েছেন। মণীশের কথায়, 'উলটো লেনের অবস্থায় আমি যেতেই ভয় পাচ্ছি। ওই রাস্তার তো চরম পরিস্থিতি। কার্নিভালের পেছন পেছন যাওয়াই ভালো বলে মনে হল।' একের পর এক স্কুলবাস কোনওরকমে বেরিয়ে যাওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে এক চালক বলেন, 'সেবক রোডের যানজটে একবার পড়লে, বেরিয়ে আসা যে কত কঠিন তা ফের বোঝা গেল!'

বাঘিনীর গর্ভপাত!

প্রথম পাতার পর

ওই বাঘিনী বর্তমানে বক্সার জঙ্গলেই রয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি বিশ্লেষণ করে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করবে বিশেষজ্ঞ দল। এছাড়া, বাঘিনী যে যে জায়গায় যাচ্ছে, সেখান থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা হবে। শুধু বক্সা নয়, বিহারেও যাবে একটি দল। বাল্মীকি থেকে বাঘিনীকে আনার সময় কী পরিস্থিতি ছিল, সে সম্পর্কে খোঁজ করা হবে।

বক্সায় বাঘিনীর উপর নজরদারি নিয়ে যখন নাজেহাল বনকর্তারা, তখন বাঘিনীর অন্তঃসত্ত্বা তত্ত্ব সামনে আসায় তাঁদের ওপর চাপ প্রবল হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গত ৩ নভেম্বর বাঘিনীর অসমযাত্রা পর্বের শেষদিকে তার গর্ভপাত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদি সেটা সত্যিই হয়, তাহলে বাঘিনীর দুই মাসেরও বেশি সময়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। কেননা বক্সায় বাঘিনী আসে প্রায় দেড় মাস আগে। আর তার ১৫ দিন আগে থেকে বন দপ্তর বাঘিনীর উপর নজর রেখে

আজই সিরিজ জয়ে চোখ বিরাটদের



ব্যাটিং অনুশীলনে ঈশান কিষান। বৃহস্পতিবার মাউন্ট মাউনগানুইয়ে।

ওপেনিংয়ে রোহিত-ঈশান

মাউন্ট মাউনগানুই, ১২ নভেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই তো আসল রাজা!

আর সেই মেজাজ দিয়েই যদি ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে প্রথমেই মনে হবে, টিম ইন্ডিয়া একদিনের সিরিজ জিতে ফেলেছে। আর ঘরের মাঠে সাত বছর পর ওডিআই সিরিজে হেরে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

যদিও বাস্তব ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। চলতি পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজে আপাতত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। দিনকয়েক আগে হ্যামিল্টনে তিন নম্বর একদিনের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে বৃষ্টিতে। হ্যামিল্টন থেকে মাউন্ট মাউনগানুইয়ে ভারতীয় দল পৌঁছানোর পর থেকেই বৃষ্টির দেখা নেই। বদলে ঝলমলে রোদ।



অনুশীলন শেষে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

দুর্দান্ত আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনাও নেই কোথাও।

এমন দুর্দান্ত পরিবেশের মধ্যেই শুক্রবার সিরিজের চার নম্বর একদিনের ম্যাচ খেলতে নামছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। জিতলেই সিরিজের দখল নেবে টিম ইন্ডিয়া। আর নিউজিল্যান্ড জিতলে রবিবার শেষ ম্যাচে সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

সিরিজের বাকি ম্যাচগুলির মতোই রোকোদের নিয়ে প্রবল আগ্রহ নিউজিল্যান্ডের উত্তরের এই শহরে। বেলার দিকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে স্থানীয় 'হাকা' সংস্কৃতির নাচের মাধ্যমে কোহলিদের সম্মান জানানো হয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার তরফেই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রোহিত, কোহলি, শ্রেয়স আইয়াররা এমন হাকা সংস্কৃতি ও তাঁদের আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ। টিম ইন্ডিয়ার সব সদস্যই মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন নিউজিল্যান্ডের বহু প্রাচীন এই হাকা নাচ। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরকেও কিউয়িদের বহু পুরোনো সংস্কৃতি ও নাচ দেখে হাসতে (সচরাচর হাসেন না) দেখা গিয়েছে।

অধিনায়ক বদলেছে। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশেও আগামীকাল বদল হচ্ছে। রোহিতের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংস ওপেন করবেন ঈশান কিষান। শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের অধিনায়ক এখন শ্রেয়স। এই প্রথমবার টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক একদিনের ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন। লোকেশ রাহুলের বদলে দলে ঢুকছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তিলক ভার্মাকেও দেখা যেতে পারে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে। মহম্মদ সিরাজকেও চলতি সিরিজে আগামীকাল প্রথমবার খেলতে দেখার প্রবল সম্ভাবনা। ওয়েলিংটনে টেস্টের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তার মধ্যেই চলতি একদিনের সিরিজের শেষ দুই ম্যাচের মূল আকর্ষণ হল দুইটি। এক, ভারতীয় দল সিরিজ জিততে পারল কি না। দুই, রোকো ফের সফল হলেন কি না। চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে কোহলি ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তারপর থেকে বড় রান পাননি। রোহিত চলতি সিরিজে যে দুইটি একদিনের ম্যাচ খেলা হয়েছে, দুইবারই দারুণ শুরুর পর আউট হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার একদিনের সিরিজ জয়ের নায়ক হিসেবে রোকো উদয় ঘটবে কি না, তা নিয়েও চলছে চর্চা।

চলতি একদিনের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে সফল বোলার গুননুর ব্রার। আগামীকাল চার নম্বর একদিনের ম্যাচের পর তাঁকে টেস্টের প্রস্তুতির জন্য ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে খবর। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে এই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি এখনও। মনে করা হচ্ছে, আগামীকাল ম্যাচের পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ব্রারকে টেস্টের জন্য ছেড়ে দেওয়ার চর্চার মাঝেই প্রশ্ন উঠেছে, বে ওভালের মাঠে আগামীকাল কি ফের জোরে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন? সিরিজের প্রথম দুই ওডিআইয়ের আসরে যেমনটা দেখা গিয়েছিল, কালও কি তেমন দেখা যাবে?

বৃষ্টি থামার পর শেষ কয়েকদিন যা ঝলমলে আবহাওয়া, মনে করা হচ্ছে শুরুর দিকে পেসাররা উইকেট থেকে সাহায্য পেলেও পরে পিচ ব্যাটিং সহায়ক হয়ে যাবে। আর বাড়তি বাউন্সের চ্যালেঞ্জ সারাদিনই থাকবে। অতীতে নিউজিল্যান্ডের উত্তরের এই শহরের মাঠে খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। বে ওভালের মাঠে দুইটি ম্যাচও অতীতে জিতেছে ভারতীয় দল। যদিও এবারের ছবিটা আলাদা। দেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে রীতিমতো চাপে রয়েছে মিচেল স্যান্টনারের নিউজিল্যান্ডও। একে তো সিরিজ হারের ভ্রূকুটি রয়েছে। সঙ্গে কিউয়ি দলেও একাধিক বদলের সম্ভাবনা রয়েছে।

মাঠের বাইরের এইসব বিষয় কিং কোহলিকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। অন্তত বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের অনুশীলনে অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে প্রায় মিনিট ২৫-এর ব্যাট-বলের যুদ্ধের মেজাজ দেখার পর ক্রিকেট দুনিয়া তেমনই মনে করছে। কোহলি শুধু চান, ব্যাট হাতে রান করে দলকে জেতাতে। বাইরের পরিস্থিতি, চ্যালেঞ্জিং পিচ নিয়ে ভাবতে তাঁর বয়েই গিয়েছে।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
চতুর্থ ওডিআই আজ
সময় : সকাল ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** মাউন্ট মাউনগানুই
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

রোকোর পরামর্শে বদলে গিয়েছেন নবি

মাউন্ট মাউনগানুই, ১২ নভেম্বর : গতি বরাবরই কম। কিন্তু তাতে কী?

কম গতি নিয়ে সঠিক লাইন-লেংথে বোলিং করতে পারলে সফল হওয়া যায়। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে জম্মু-কাশ্মীরের আকিব নবি দার ইতিমধ্যেই তা প্রমাণ করেছেন। শেষ দুই মরশুমে ১০৪ উইকেট যার প্রমাণ। পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার সংসারেও নবি এখন নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। চলতি নিউজিল্যান্ড সফরে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, বল হাতে সেরাটা দিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছেন। শুক্রবার মাউন্ট মাউনগানুইয়ে একদিনের সিরিজের চার নম্বর ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নবি স্বীকার করেছেন, তিনি ভাবতেই পারেননি যে সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত তিনি সুযোগ পাবেন। বরং আকিবের মনে হয়েছিল, টেস্টে সুযোগ আসতে চলেছে।

গতি বেশি হলে তো ভালোই। কিন্তু আমি বরাবরই নিজের বেসিকের উপর কাজ করতে পছন্দ করি। তাছাড়া কম গতি নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে যদি সফল হওয়া যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সফল হওয়া সম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস।

-আকিব নবি দার

১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে নবি থাকবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার নেটে বোলিংয়ের সময় রোকোর পরামর্শ পেয়েছিলেন তিনি। কম গতি নিয়েও কীভাবে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বোলিং করতে হবে, রোহিতরাই নবিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। রোকোর পরামর্শ কাজে লাগিয়ে মাঠে সফলও হয়েছেন নবি। তাঁর কথায়, 'অতীতে নিউজিল্যান্ডে বোলিংয়ের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না আমার। এখানে আসার পর শুরুতে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কোন লাইনে বল করা প্রয়োজন। রোহিত ও বিরাটভাই আমায় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিক কেমন বোলিং করতে হবে আমায়।'

বোলিংয়ে কখনও কি গতি বাড়ানোর কথা ভেবেছেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনেও সাবলীল নবি। বলেছেন, 'গতি বেশি হলে তো ভালোই। কিন্তু আমি বরাবরই নিজের বেসিকের উপর কাজ করতে পছন্দ করি। তাছাড়া কম গতি নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে যদি সফল হওয়া যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সফল হওয়া সম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস।' নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগের কথা ভাবতেই পারেননি নবি। বরং লাল বলে সুযোগ আসতে পারে, এমনটাই তাঁর মনে হয়েছিল। আকিবের কথায়, 'নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রতিটি দিন নতুন কিছু না কিছু শিখছি। এখানে আসার আগে আমার মনে হয়েছিল, লাল বলে সুযোগ আসবে। কিন্তু এখানে আমি একদিনের ম্যাচও খেলছি। নীরবে নিজের কাজ করে যাওয়ার পাশে ক্রিকেটার হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করছি।'



বোলিং শুরুর আগে ফিল্ডিং প্র্যাকটিস সেরে নিচ্ছেন আকিব নবি দার।



কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস কিদাম্বি শ্রীকান্তের।

শেষ আটে শ্রীকান্ত, লক্ষ্য

টোকিও, ১২ নভেম্বর : মরশুমের সবচেয়ে বড় জয়টা পেলেন ভারতীয় শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। কোমামোটো মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের ৮ নম্বর কোদাই নারাওকাকে তিনি ২১-১৫, ১১-২১, ২১-১৮ পয়েন্টে হারালেন। চলতি মরশুমে ছন্দে দেখা যায়নি শ্রীকান্তকে। জুন মাসে ইউএস ওপেন সুপার ৩০০-এর ফাইনালে উঠা ছাড়া বলার মতো কোনও পারফরমেন্স নেই তার। শেষ আটে শ্রীকান্তের প্রতিপক্ষ জাপানের কোকি ওতানাবে।

এদিকে, কোমামোটো মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন আরেক ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন। তিনি চিনের ডং তিয়ান ইয়াও-কে ২১-৮, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন। গতমাসে হাইলো ওপেন সুপার ৫০০-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন লক্ষ্য। সেই ছন্দ কোমামোটো মাস্টার্সেও ধরে রেখেছেন তিনি। সেমিফাইনালে লক্ষ্য খেলবেন ইউশি তানাকার বিরুদ্ধে।

দিল্লির নয়া ক্যাপ্টেনের দৌড়ে রাহুল-ঋষভ



আইপিএলের ট্রেডিং থেকে দূরে নিউজিল্যান্ডে চতুর্থ ওডিআইয়ের প্রস্তুতিতে অক্ষর প্যাটেল। সঙ্গী বিরাট কোহলি। মাউন্ট মাউনগানুইয়ে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : নতুন কোচের পর নয়া অধিনায়কও পেতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন আগেই। দিল্লি ক্যাপিটালসের একটি শিবিরও হয়ে গিয়েছে কলকাতায়। আগামীদিনে আরও কয়েকটি শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে কোচ সৌরভের। আর তার মধ্যেই ২০২৭ সালের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক নিয়েও দলের অন্দরে চলছে চর্চা। জানা গিয়েছে, শেষ দুই মরশুম দিল্লির নেতৃত্বে দেওয়া অক্ষর প্যাটেল আগামী আইপিএলে দলের অধিনায়ক থাকছেন না। অক্ষর ইতিমধ্যেই তাঁর সিদ্ধান্তের কথা দিল্লি ক্যাপিটালস টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এমন অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে দিল্লির অধিনায়ক কে হবেন? জানা গিয়েছে, ঋষভ পন্থ ও লোকেশ রাহুলের মধ্যে দিল্লির অধিনায়ক হওয়ার 'অদৃশ্য' প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দুইজনই অতীতে আইপিএলে নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাছেন। শেষপর্যন্ত কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটাই দেখার। ঋষভ, রাহুল ছাড়াও দিল্লির দলে রয়েছেন নীতীশ রানা। অতীতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হয়েছিলেন নীতীশ। যদিও নীতীশের পক্ষে দিল্লির অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই খবর। রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কোচ সৌরভকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বৃহস্পতিবার অক্ষরের নেতৃত্ব ছাড়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। মহারাজ বলেছেন, 'অক্ষর দিল্লির অধিনায়ক থাকতে চায় না। তাই আমাদের নয়া অধিনায়ক খুঁজে নিতে হবে। হয়তো আগামী সপ্তাহতেই নয়া অধিনায়কের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে।'

অক্ষর দিল্লির অধিনায়ক থাকতে চায় না। তাই আমাদের নয়া অধিনায়ক খুঁজে নিতে হবে।

-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

সরছেন অক্ষর

এদিকে, এবারের আইপিএলের আগে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক ভুলে ২০২৭ সালের মিনি নিলামের জন্য বাংলাদেশের ৭ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন বলে খবর। যার মধ্যে রয়েছেন মুস্তাফিজুরও।



নিউজিল্যান্ড রওনা হওয়ার আগে এই ছবি পোস্ট করলেন ঋষভ পন্থ।

ফিট ঋষভ যাচ্ছেন নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : প্রত্যাশা ছিলই। বৃহস্পতিবার সেই প্রত্যাশাপূরণ করলেন ঋষভ পন্থ। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ঋষভের জন্যই আজ ফিটনেস পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় সফল হলেন টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার। জানা গিয়েছে, ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর আজ রাতের দিকেই বেঙ্গালুরু থেকে ওয়েলিংটন উড়ে যাচ্ছেন ঋষভ। ওয়েলিংটনে পৌঁছানোর পরই তিনি ভারতীয় টেস্ট দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেবেন। তাঁর নিউজিল্যান্ডের ভিসা আগেই তৈরি করা ছিল।

১৯ নভেম্বর থেকে শুরু ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের দুই টেস্টের সিরিজ। টেস্টের স্কোয়াডে থাকা ঋষভ এতদিন চোটের কারণে অনিশ্চিত ছিলেন। ইরানি কাপের সময় পাওয়া চোট সারিয়ে ফিট হয়ে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ছাড়পত্র নিয়েই তিনি নিউজিল্যান্ড যাচ্ছেন। যদিও প্রথম টেস্টে প্রবলভাবে অনিশ্চিত ঋষভ। কারণ, ইরানি কাপের পর থেকেই চোটের কারণে তিনি ক্রিকেটের বাইরে। শুধু তাই নয়, মাঝের সময় নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে কোনও বেসকরারি টেস্টেও খেলা হয়নি ঋষভের। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাট হাতে রান করেছেন ধ্রুব জুরেল। তিনি ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়কও ছিলেন। মনে করা হচ্ছে, জুরেলই হয়তো প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশে থাকবেন।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

সামি-মুকেশকে নিয়েই ছক বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি চলছে। শনিবার শুরু সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম দিনই কর্ণাটকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে বাংলা। তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে দীর্ঘসময় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলন করল বাংলা দল।

মুকেশ কুমার নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলে গতরাতেই মুম্বই পৌঁছে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লি থেকে মুম্বই পৌঁছে যাচ্ছেন মহম্মদ সামি। মুকেশ-সামিকে নিয়েই কর্ণাটক বধের পরিকল্পনা চলছে বাংলা দলের অন্দরে। দুপুরের অনুশীলনের পর সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'মুকেশ গতরাতে এসে গিয়েছে। আজ রাতে সামি চলে আসছে। ওদের নিয়েই প্রথম ম্যাচে নামব আমরা। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। এখন মাঠে সেরাটা দেওয়ার অপেক্ষা।' মুস্তাক আলিতে এবার কঠিন গ্রুপে বাংলা। কর্ণাটক ছাড়াও রয়েছে চণ্ডীগড়, বরোদা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। আপাতত বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'টি২০ ক্রিকেটের অল্প সময়ে অনেক কিছু বদলে যায়। তাই একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাই আমরা।' শনিবার কর্নাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেই মুম্বই থেকে ওমান উড়ে যাবেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। গ্রুপের বাকি ম্যাচে শাহবাজকে আর পাওয়া যাবে না। ফলে শাহবাজের বিকল্প কে হতে পারেন, তা নিয়েও বাংলা দলের অন্দরে চলছে চর্চা।



কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে আলোচনায় অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। মুম্বইয়ে।

সারেতে যোগ দিলেন জিমি



সারের জার্সি পরে জেমস অ্যান্ডারসন। বৃহস্পতিবার।

সারে, ১২ নভেম্বর : আগামী বছরের জুলাইয়ে ৪৫-এ পা দেবেন। কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এতটুকু কমেনি জেমস অ্যান্ডারসনের। তাই 'নতুন' শুরুর লক্ষ্যে এক বছরের চুক্তিতে সারেতে যোগ দিলেন জিমি। কাউন্টি ক্রিকেটে গত ২৫ বছর ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা পেসার অ্যান্ডারসন। গত মরশুমে দলের অধিনায়ক ছিলেন। নিয়েছিলেন ৫০-এর বেশি উইকেট। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে জিমির সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ার চুক্তির অবসান ঘটায়। ছোটবেলার ক্লাব ল্যাঙ্কাশায়ার যেভাবে কার্যত তাঁকে 'ছেঁটে' ফেলেছে, তা নিয়ে গত মাসে আক্ষেপও করেছিলেন অ্যান্ডারসন। সারের চুক্তিতে সই করে জিমি বলেছেন, 'আমি এখনও উইকেট নেওয়ার, দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখি। তাছাড়া উঠতি পেসারদেরও সাহায্য করতে পারব, যারা ভবিষ্যতে দেশের জার্সিতে খেলবে। সারের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে যোগ দিতে পারা আমার কাছে সম্মানের। নিজের কেরিয়ারের নতুন অধ্যায় লেখার জন্য মুখিয়ে আছি। সারের স্কোয়াড খুব ভালো। ওদের সঙ্গী হতে পেরে ভালো লাগছে।'

কিয়া ওভালে হোম ম্যাচ খেলে সারে। এই মাঠেই গ্লেন ম্যাকগ্রাথকে টপকে টেস্টে পেসারদের মধ্যে সবাধিক উইকেটের মালিক হয়েছিলেন অ্যান্ডারসন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কিয়া ওভালে বোলিং করতে সবসময় ভালোবাসি। আমার কাছে এই মাঠ বিশ্বের অন্যতম সেরা। এই মাঠের সঙ্গে অনেক সুন্দর স্মৃতি রয়েছে। আশা করি, নতুন মরশুমে আরও কিছু স্মৃতি যোগ করতে পারব।'

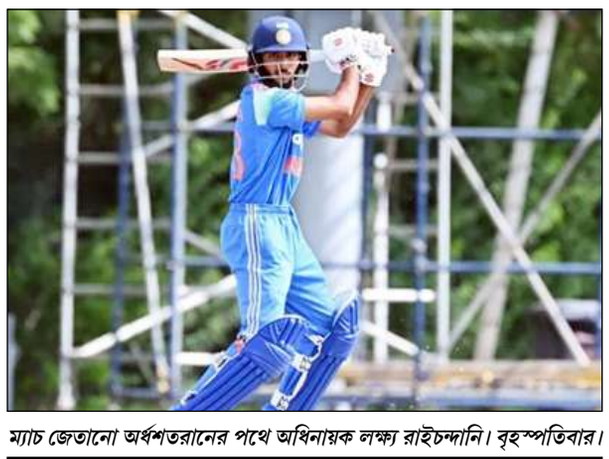
জিমির অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন সারের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যালেক্স স্টুয়ার্ট।

ফাইনালে ফের ভারত-পাকিস্তান

আল আমিরাত (ওমান), ১২ নভেম্বর : একপেশে ম্যাচ। দাপুটে ক্রিকেট। অনায়াস জয়।

৭৯ বল বাকি থাকতে আফগানিস্তানকে আট উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। সেমিফাইনালে আজ আফগানিস্তানকে দাঁড়াতেই দেয়নি অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২২৭/৮ স্কোরে থেমে গিয়েছিল আফগানিস্তান। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের পেস বোলার ঈশান সুদকে (৪৩/৩) সামলাতে গিয়ে একসময় ব্যাটিং বিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আফগানদের। পরে অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানির (৯৩) পাশে স্বপ্নের ফর্মে থাকা আর্যবীর শেহবাগের (৫১) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ওপেনিং জুটিতে ১৭ ওভারে ১১৬ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত। দুই ভারতীয় ওপেনার ফেরার পর ভিকে বিনীত (অপরাজিত ৫৭) ও যশবর্ধন চৌহান (অপরাজিত ১৬) ৩৬.৫ ওভারে ২৩০/২ তুলে ভারতকে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতিয়ে দেন। সেমিফাইনালে আফগানিস্তানকে চূর্ণ করে ফাইনালে পৌঁছে গেল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত। আগামী শনিবারের ফাইনালে ফের ভারত-পাক মহারণ দেখতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে আট উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে পাকিস্তান।

ওমানের মাটিতে চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের আসরে দুর্দান্ত ছন্দে ভারতের ছোটরা। যদিও গ্রুপ পর্বে একমাত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই হেরেছিলেন আর্যবীররা। গত বছর এই টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পাকিস্তানের কাছে হার হজম করতে হয়েছিল বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রেদের। তাই শনিবারের খেতাবি লড়াই ভারতের জন্য 'বদলারও'। ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর্যবীররা কেমন পারফর্ম করবেন, বদলা নিতে পারবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ অনায়াসে আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছেন রাইচন্দানিরা। আফগানিস্তানের দখল নিয়ে দেশকে ফাইনালে তোলার পর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক লক্ষ্য বলেছেন, 'আরও একটা ম্যাচ বাকি। ফাইনালটাও এভাবেই পারফর্ম করে জিততে হবে আমাদের। তারপর উৎসব করার কথা ভাবা যাবে।' ভারত অধিনায়ক আজ নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন। সেই আক্ষেপ নিয়ে লক্ষ্য আজ বলেছেন, 'শতরান করে ম্যাচটাও শেষ করে দিয়ে আসা উচিত ছিল আমার। পারিনি বলে খারাপ লাগছে ঠিকই। কিন্তু একইসঙ্গে ভারতকে ফাইনালে তুলতে পেরে ভালোও লাগছে।'



ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি। বৃহস্পতিবার।

লক্ষ্য-আর্যবীরে আফগান দখল

স্যান্ডপেপারগেট নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ মার্শ

সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন কামিন্স

মেলবোর্ন, ১২ নভেম্বর : আট বছর পর নতুন করে চর্চায় স্যান্ডপেপারগেট। বিতর্কের যে ঝড়ে জেরবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। রোজ নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। মুখ খুলছেন একের পর এক প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারা। এবার সাংবাদিকদের জেরার মুখে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই অধিনায়ক মিচেল মার্শ। যিনি এখন ৩টি একদিনের এবং ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলতে ইংল্যান্ড সফরে। শুক্রবার প্রথম ওডিআইয়ের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মার্শকে চেপে ধরেন সাংবাদিকরা। কেপ টাউনের সেই ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন মার্শ। তাঁকে এদিন জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি শিরীষ কাগজের ব্যবহার সম্পর্কে জানতেন কি না। স্পষ্ট হ্যাঁ, বা না বলেননি মার্শ। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে অনেক কথা হয়েছে। যাঁরা নিজেদের কথা বলেছেন, তাঁদের আমি সম্মান করি। তবে আজকে আমি এখানে আমার কথা বলতে আসিনি।' এরপর ফের প্রশ্ন ধেয়ে আসে 'অজি ক্রিকেট সমর্থকরা আপনার মন্তব্য জানতে চান।' উত্তরে মার্শ বলেছেন, 'দেশের অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কালকে নামছি আমরা। অতীত নয়, সামনের সপ্তাহেই ফোকাস করছি আমি। আবারও বলছি, খোয়াজা নিজের মতামত জানিয়েছে বইয়ে, তার জন্য ওর প্রতি সম্মান রয়েছে। তবে আমি কালকের ম্যাচ নিয়েই ভাবছি।'

> **অতীত নয়, সামনের সপ্তাহেই ফোকাস করছি আমি। আবারও বলছি, খোয়াজা নিজের মতামত জানিয়েছে বইয়ে, তার জন্য ওর প্রতি সম্মান রয়েছে। তবে আমি কালকের ম্যাচ নিয়েই ভাবছি।**
> -মিচেল মার্শ

ওডিআই অধিনায়ক মুখ খুলতে রাজি না হলেও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়েছেন। সিডনির ক্রিকেট সেন্ট্রালে নিউ সাউথ ওয়েলস ব্লুজের শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচের আগে প্রস্তুতি সারার কথা কামিন্সের। তারপরই তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলব আগামীকাল সকাল ৯.৩০ মিনিটে। উজির (উসমান খোয়াজা) অভিযোগ এবং গত এক সপ্তাহ ধরে যা চলছে, সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে কিছুটা সময় নিলাম। যাতে সবকিছুর উত্তর দিতে পারি।'

শিরীষ কাগজ ব্যবহারের বিষয়টি দলের সব সদস্যই জানতেন- খোয়াজার এই দাবিকে ইতিমধ্যেই সমর্থন করেছেন তৎকালীন সহ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। নতুন করে তদন্তের দাবি করেছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। এবার কামিন্সের সাংবাদিক সম্মেলনে আবার নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কিনা সেটাই দেখার।

এদিন দুপুর থেকে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ঘুরতে থাকে। প্রায় ১ মিনিটের সেই ভিডিওতে দেখা যায়, কামিন্সের সঙ্গে হাত নেড়ে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন তাঁর স্ত্রী বেকি। তখন কামিন্স প্রায় চুপ করেই ছিলেন। মাঝেমাঝে দুই-একটি কথা বলেছেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনও সমস্যা তৈরি হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা পরই সেই জল্পনা থামান বেকি। সামাজিক মাধ্যমে কামিন্স ও সন্তানের সঙ্গে একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'আমার ভালোবাসারা'। ফলে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়ে যে জল্পনা চলছিল তাতে দাঁড়ি পড়ে।



স্যান্ডপেপারগেট নিয়ে প্রশ্নে বিব্রত অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই দলের অধিনায়ক মিচেল মার্শ। বিতর্কিত কেপ টাউন টেস্টের দলে ছিলেন তিনিও।

বিশাল হাতে রক্ষা বড় লজ্জার থেকে

নিউজিল্যান্ড-৫ (ভার্গিস-আত্মঘাতী, র‍্যান্ডল-২, ক্রিস, বেইলিস)
ভারত-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : পানামার বিপক্ষে ড্র, ব্রাজিলের কাছে লড়ে ৪ গোলে হার, উৎফুল্ল করেছিল ভারতের ফুটবল সমর্থকদের। 'অসাধারণ' কোচ দেশকে উপহার দিয়েছেন ভেবে কলার তুলেছিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারাও! সম্ভবত খানিক আত্মতুষ্টি গ্রাস করে খালিদ জামিলকেও।

তাই ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। ১-৬ গোলে দূরমুশ করে উরুগুয়ে বুঝিয়ে দেয়, আগের লড়াইগুলো ছিল ব্যতিক্রমী। অথবা এমনও হতে পারে, আগে নাম না শোনা ভারতীয় দলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে আত্মতুষ্ট ছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। যার জেরে গোলসংখ্যা বাড়েনি। কিন্তু উরুগুয়ে কোচের দিব্যি জানা আছে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে। আর আজকাল তো এ লিগ থেকে নিয়মিত এদেশে খেলতে আসেন ফুটবলাররা। তার থেকেও বড় যে বিষয়টি, তা হল এই উরুগুয়ে বা নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপে বেশ খারাপ ফল করে নিজেদের নতুন করে তৈরি করতে শুরু করেছে। ফলে তারা কেন রেয়াত করবে ভারতকে? সে প্রীতি ম্যাচই হোক না কেন? তাই উরুগুয়ে ম্যাচ থেকেই ভারত যথা পূর্বং। এদিন প্রথমার্ধে তিন গোল ও বিরতির পর আরও দুই গোল করে নিউজিল্যান্ড। গোলের নীচে বিশাল কেইথ না থাকলে হয়তো গোলের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারত। তিনি একটা পেনাল্টিও সেভ করলেন। দুশ্চিন্তা ছিল আরও কত গোলে গিয়ে থামেন ক্রিস উডরা! তবে এই যে গোলের মালা পরার লজ্জা, এর জন্য শারীরিক সক্ষমতা ও টেকনিকাল কারণ তো বটেই, সঙ্গে অবশ্যই দায়ী ভারতীয় দলের কোচ নিজে। তিনি দেশ এবং দলের থেকে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। আর তাঁকে এই বিষয়ে সমর্থন করার জন্য দায় থাকবে ফেডারেশন কর্তাদেরও। হঠাৎই তিনি সিনিয়ারদের ছেঁটে ফেললেন এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী দলগুলির বিপক্ষে খেলার আগে। কেন সন্দেশ ঝিংগান, রাহুল ভেকেরা বাদ, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। এমনকি আনোয়ার আলি চোট পাওয়ার পরেও খালিদ নিজের জেদে অটল থেকে গেলেন। বিজয় ভার্গিস ও পরমবীর সিংরা বিভ্রান্ত হয়ে কখনও আত্মঘাতী গোল করেন তো কখনও গোলের সময়ে হামাগুড়ি দিলেন। মাঝমাঠ বলে কিছু নেই। মনবীর সিংকে সারা ম্যাচে দেখাই গেল না।

মাত্র ৫ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে নিজেদের উপর চাপ ডেকে আনেন ভার্গিস। এরপর প্রথমার্ধে দুইটি গোল জেসি র‍্যান্ডলের। দ্বিতীয়ার্ধে চার নম্বর গোল করেন ওদেশের সর্বাধিক গোলস্কোরার অধিনায়ক উড ও শেষ গোল লাসলান বেইলিসের। ৭৭ মিনিটে বিল টিউলোমার পেনাল্টি বাঁচান বিশাল। ক্রাইস্টচার্চে ১৫ নভেম্বর আরও কত লজ্জা অপেক্ষা করে আছে এখন সেটাই দেখার।

ভারত : বিশাল, অভিষেক (জয়), পরমবীর (নামতে), বিজয় (মেহতাব), আকাশ, অনিরুদ্ধ (তোম্বা), মনবীর (ডেভিড), রায়ান, জিতিন (মহম্মদ সুহেল), লিস্টন (সানান) ও ফানাই (রিকি)।



চেষ্টা করেও বলের নাগাল পেলেন না রায়ান উইলিয়ামস। অকল্যান্ডে।

পেনাল্টি সেভেও ৫ গোল কিউয়িদের



সেনেগালের ডাকারে আধিপত্য দেখিয়ে সোনা জয়ের পর গুঞ্জন।

বরখাস্ত ক্যারিক, আসছেন পচেত্তিনো

লন্ডন, ১২ নভেম্বর : সব জল্পনার অবসান। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে বরখাস্ত হলেন মাইকেল ক্যারিক।

চলতি মরশুমে চূড়ান্ত খারাপ পারফরমেন্স। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১১টি ম্যাচে একটি জয়। ৫২ বছর পর ইংল্যান্ডের ফুটবলে অবনমনের আওতায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এই পরিস্থিতিতে ক্যারিকের বিদায় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

অবশেষে বৃহস্পতিবার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যারিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু ক্যারিক নয়, বাকি কোচিং স্টাফদেরও বিদায় জানিয়েছে তারা। গত মরশুমের মাঝপথে রুবেন অ্যামোরিমকে সরিয়ে ক্যারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অধীনে ইপিএলে ১৭টি ম্যাচের মধ্যে ১২টিতেই জেতে ইউনাইটেড। কিন্তু এই মরশুমে দলের হতশ্রী পারফরমেন্স দেখে ক্যারিককে ছাঁটাই করা হল।

ক্যারিকের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলাতে তৈরি মরিসিও পচেত্তিনো। তিনি নিজেই রেড ডেভিলসের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। ক্লাবের সঙ্গে পচেত্তিনোর মৌখিক কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলেই ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমে খবর। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে পচেত্তিনোকে আনার ক্ষেত্রে বড় বাধা তাঁর বর্তমান চুক্তি। তিন মাস আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি বাড়িয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে পচেত্তিনোকে আনতে গেলে বিরাট আর্থিক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে। শোনা যাচ্ছে, সেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি।



চাকরি বাঁচাতে পারলেন না মাইকেল ক্যারিক।

আইডব্লিউএলে চোখ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ফোকাস সরিয়ে ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলের নজরে এবার ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ। জাতীয় লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার অভিযান শুরু করছে লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনী। প্রথম ম্যাচেই অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলের সামনে শক্তিশালী গোকুলাম কেরালা এফসি।

গত দুই মরশুমে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে রীতিমতো দাপট দেখিয়েছে অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল। তার আগে গোকুলামকে দুইবার চ্যাম্পিয়ন করেছেন এই অ্যান্থনিই। ভারতীয় মহিলা ফুটবলে এই মুহূর্তে তাঁকে সফলতম কোচ বললেও ভুল হবে না। স্বাভাবিকভাবেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদেরও প্রত্যাশা রয়েছে এই ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে কোচ অ্যান্থনির মন্তব্য, 'প্রত্যাশা পূরণ করাটা সবসময়ই বড় চ্যালেঞ্জ। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দলের মূল ভিত্তি যে মানসিকতা, সেটা আমরা তৈরি করেছি।'

এএফসি অতীত

গত সপ্তাহেই এএফসি প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার্স ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র নিশ্চিত করেছে মহিলা মশাল ব্রিগেড। আইডব্লিউএল অভিযান শুরুর আগে সেই সাফল্য মাথায় রাখতে চাইছেন না লাল-হলুদ কোচ অ্যান্থনি ও তাঁর দলের ফুটবলাররা। ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ বলেছেন, 'আমরা সবে এএফসি-র গ্রুপ পর্বে অভিযান শেষ করেছি। এই সময়টা ফুটবলারদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এএফসি-তে আপাতত ম্যাচ নেই। তাই এখন শুধুমাত্র আইডব্লিউএল নিয়েই ভাবব।' লাল-হলুদ মহিলা দলের অভিজ্ঞ ফুটবলার সুলঞ্জনা রাউল বলেছেন, 'এএফসি-তে আমরা কী করেছি সেটা নিয়ে এখন আর ভাবছি না। সামনে আইডব্লিউএলে পরপর ম্যাচ। তার জন্য তৈরি।' উদ্বোধনী ম্যাচ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গোকুলাম কেরালার অধিনায়ক বেবি লালছান্দামি বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচেই আমাদের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। ওদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা জানি। দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য আমরা পর্যাপ্ত অনুশীলন করেছি। দারুণ একটা লড়াইয়ের অপেক্ষায় আছি।'



আইডব্লিউএলের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ।

মুম্বই সিটিতে লুকা

কনসার্টের জন্য দিনবদল লাল-হলুদের ম্যাচের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফিরে আসছে কনসার্ট। আর সেই কারণেই পিছিয়ে গেল ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। ১৯ ডিসেম্বর যুবভারতীতে হতে চলেছে দলজিৎ দোসাঞ্জের মেগা কনসার্ট। আর তারই জন্য বহুদিন পর ইস্টবেঙ্গল-নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ম্যাচ ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বদলে হয়ে গেল ১২ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটা থেকে। এদিন আইএসএলের তরফে চারটি ম্যাচের তারিখে অদল-বদল করার কথা জানানো হয়। যার মধ্যে আছে লাল-হলুদের এই ম্যাচ। মাঝে বহুদিন যুবভারতীতে কোনও গানবাজনার অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হত না। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকার এসে ফের যুবভারতী এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর। ক্লাবগুলিকে বিনা অর্থে খেলতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অত বড় স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ প্রয়োজন বলেই এই সিদ্ধান্ত। ডিসেম্বরের পর ফের মার্চেও আর একটি কনসার্ট হওয়ার কথা। সেসময় আইএসএলের প্লে-অফ পর্ব চলার কথা। এদিন ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও আরও তিন ম্যাচের নতুন সূচি দেওয়া হয়। এদিকে লুকা মাজসেনকে সই করাল মুম্বই সিটি এফসি।

বক্সিংয়ে ইতিহাস আম্বেকার, গুঞ্জনের

ডাকার, ১২ নভেম্বর : সাড়ে তিন ঘণ্টার ব্যবধান। তার মধ্যেই চলতি যুব অলিম্পিকে বক্সিং থেকে জোড়া সোনা এল ভারতের ঘরে।

ফাইনালে উঠে ১৬ বছরের অপেক্ষার অবসান আগেই ঘটিয়েছিলেন মণিপুরের লাইরেনলাকপাম আম্বেকার মিতেই। বৃহস্পতিবার যুব অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় বক্সার হিসেবে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন তিনি। ছেলেদের ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনালে তিনি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৩-২ ব্যবধানে আয়ারল্যান্ডের ক্রিস্টিয়ান জুবিনিকে হারিয়েছেন। অথচ এদিন শুরুটা ভালো হয়নি ১৭ বছরের আম্বেকারের। প্রথম রাউন্ডে পাঁচজন বিচারকই তাঁর বিপক্ষে রায় দেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে মণিপুরের বক্সার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন। পাঁচের মধ্যে তিনজন বিচারকের রায় নিজের পক্ষে আদায় করে নেন। ফলে ম্যাচ গড়ায় ডিসাইডারে। যেখানে চারজন বিচারকের সম্মতি পাওয়ায় আম্বেকার সোনা নিশ্চিত করে ফেলেন। এর আগে সেমিফাইনালে আম্বেকার ৫-০ ব্যবধানে কলম্বিয়ার ইজোন গালেয়াকে উড়িয়ে খেতাবি লড়াইয়ের টিকিট আদায় করে নিয়েছিলেন। ২০১০ সালে যুব অলিম্পিকে ভারতের প্রথম বক্সার হিসেবে ছেলেদের ৫৪ কেজি বিভাগে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন শিবা থাপা। কিন্তু ফাইনালে তিনি হেরে যান। ১৬ বছর পর আম্বেকারের হাত ধরে সেই আক্ষেপ মিটল।



যুব অলিম্পিকে সোনা জয়ের পর লাইরেনলাকপাম আম্বেকার মিতেই।

আম্বেকারের সোনালি সাফল্যের রেশ কাটার আগেই সুখবর এনে দেন গুঞ্জন। মেয়েদের বিভাগে প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রথম বক্সার হিসেবে সোনা জিতে নেন তিনি। ৪৮ কেজি বিভাগে ফাইনালে ১৭ বছরের গুঞ্জন ৫-০ ব্যবধানে আলজিরিয়ার বৌথাইনা বেনসালাহকে উড়িয়ে পোডিয়ামের শীর্ষস্থান দখল করে নেন। শুরুটা বিধ্বংসী মেজাজে করেছিলেন গুঞ্জন। প্রথম রাউন্ডে তিনি ১০-৯ পয়েন্টের অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যান। যা বাকি দুই রাউন্ডেও ধরে রাখেন গুঞ্জন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডেও পাঁচজন বিচারকের থেকেই গুঞ্জন ১০ পয়েন্ট করে পান। যার ফলে সোনা নিশ্চিত করতে তাঁর কোনও সমস্যা হয়নি। যুব অলিম্পিকে প্রথম রাউন্ডে বাই পাওয়ার পর কোয়ার্টার্স ফাইনালে গুঞ্জন ৫-০ ব্যবধানে মেক্সিকোর আতেনা সোফিয়া জুয়ারেজ কালেরোকে হারান। সেমিফাইনালে গ্রেট ব্রিটেনের লিলি বাসেটের বিরুদ্ধে গুঞ্জন জয় পান ৪-১ ব্যবধানে। চলতি বছরে ব্যাংককে ওয়ার্ল্ড বক্সিং ফিউচার কাপে রুপো জিতে যুব অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফিউচার কাপের ফাইনালে বাসেটের কাছে হেরেই রুপোতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল গুঞ্জনকে। তবে ব্যাংককে রুপো জয়ের আত্মবিশ্বাস ডাকারে এদিন গুঞ্জনকে সোনা এনে দিল।

সাকিবের সাতে প্রত্যাবর্তন পাকিস্তানের

রাওয়ালপিন্ডি, ১২ নভেম্বর : তৃতীয়দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ৪০৪/৪ স্কোর নিয়ে ফিরেছিল শ্রীলঙ্কা। বৃহস্পতিবার তাদের সামনে বড় লিড নিয়ে পাকিস্তানকে চাপে ফেলার সুযোগ ছিল। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৪২ রানে শেষ ছয় উইকেট হারিয়ে ৪৪৬ রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। এদিন পাকিস্তানকে ম্যাচে ফেরান অভিষেককারী পেসার সাকিব খান (১৩০/৭)। টানা আট ওভারের স্পেলে ২৫ রানে ৫ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার মিডল অর্ডারকে ভেঙে দেন তিনি। যার শুরুটা হয় দিনের প্রথম ওভারে গতকালের অন্যতম শতরানকারী ধনঞ্জয় ডি সিলভাকে (১৬৭) দিয়ে। অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসও (১১৯) কিছুক্ষণ বাদে সাকিবের শিকার হন। ভারত সিরিজের আবিষ্কার সোনাল দিনুশাও (২০) সুবিধা করতে পারেননি। সাকিবের প্রথম ইনিংসের পারফরমেন্স টেস্টে অভিষেককারী পাকিস্তানি বোলারদের মধ্যে চতুর্থ সেরা। ১৫ রানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থ দিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ৫৭/১। ফ্রিজে আজান আওয়াইস (২২) ও মহম্মদ তাহা (২৪)। লিড ৪৫ রানের।



বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতে সেলিব্রেশন বিভান কাপুরের।

রুপো জিতে অলিম্পিক কোটা বিভানের

দোহা, ১২ নভেম্বর : জয়পাল মালব্য, নীরজ কুমারের পর বিভান কাপুর। চলতি আইএসএসএফ বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের কোটা নিশ্চিতের ধারা অব্যাহত ভারতীয়দের। বৃহস্পতিবার পুরুষদের ট্র্যাপে ২৪ বছরের বিভান অল্পের জন্য সোনা মিস করলেও অলিম্পিক কোটা হাতছাড়া করেননি। এদিন ফাইনালে কুয়েতের আব্দুল রহমান আলফাইহানের সঙ্গে ২৯ পয়েন্টে থামেন জয়পুরের বিভান। কিন্তু শুটঅফে 'ক্লে বার্ড' মিস করায় বিভানকে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। নাহলে মানবজিৎ সিং সান্ধুর পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পর গলায় ঝোলাতে পারতেন বিভান। তবে বিভান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে কার্নি সিং, মানবজিৎ ও জোরাওয়ার সিং সান্ধুদের দলে নাম লেখালেন।



শক্তিগড়ের পারিজাত ভবনে চলছে ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজের আসর।

শৈলেন্দ্র স্মৃতির অকশন ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজ শুরু হল বৃহস্পতিবার। প্রতিযোগিতায় ৬০টি জুটি অংশ নিয়েছে। প্রথম রাউন্ডে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন : বিরাজ দে-অভিজিৎ হালদার, সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু, রবি আচার্য-পরিমল মিত্র, বিমল পাল-বাপ্পা ধর, পিন্টু মিত্র-রাকেশ সারিসওয়াল, বাদল দে-আশিস দে, শ্যামল দাস-বিনোদ বৈদ্য, মনতোষ ব্যাপারি-শিবশংকর দাস, রাহুল দাম-বাপি দে, মিহির দে-প্রতাপ সরকার, ডা. এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা, শ্যামল বাগলেলি-সঞ্জয় দে এবং কমলেশ গুহ-জীবন দাস। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্লাবের সচিব প্রদীপকুমার সিনহা, সভাপতি সুরঞ্জন চৌধুরী, মৃগাঙ্ক রায়, প্রতিযোগিতার বিচারক বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ।

ফাইনালে মাটিয়ালি হাট

চালসা, ১২ নভেম্বর : বিরসা মুন্ডা জনজাতীয় গৌরব দিবস পখওয়ারা উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ৮ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল প্রধান মাটিয়ালি হাট ও প্রধান মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত দল। সাতখাইয়া টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে প্রধান মাটিয়ালি হাট ৩-০ গোলে প্রধান মাটিয়ালি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত দলকে হারিয়েছে। মিহির মুন্ডা জোড়া গোল করেন। মাটিয়ালি হাটের অন্য গোলটি বিপুল ওরাওঁয়ের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রধান মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ৩-০ গোলে প্রধান বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন আয়ান লোহার, সৌরভ লোহার ও ঋত্বিক লোহার। ফাইনাল রবিবার।

আইস হকির প্রতিনিধি ঊষা

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : প্রথিতযশা ক্রীড়াবিদদের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি পিটি ঊষা। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াও তাঁকে প্রতিনিধি করতে রাজি হয়নি। ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের জন্য অ্যাথলেটিক্স থেকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হচ্ছে আদিল সুমারিওয়ালা ও জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে। তারপরও অবশ্য নির্বাচনী লড়াই থেকে প্রাক্তন স্প্রিন্ট কুইনকে সরানো যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার



গভীর রাতে পাঠানো আইস হকি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার দুইজন প্রতিনিধির অন্যতম হিসেবে ঊষার নাম রাখা হয়েছে। যিনি প্রথিতযশা ক্রীড়াবিদদের নির্বাচনে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে চিঠি লিখেছেন। এবার আইস হকি সংস্থার প্রতিনিধি হওয়ায় অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনও বাধা রইল না। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সমর্থনে বলিয়ান হয়ে ভোলানাথ সিং হকি ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মন্ডলঘাট-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা রাজু রায় - কে 20.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 67795 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আর্থিক দিকটি সুরক্ষিত থাকলে আমাদের জীবন আরও মসৃণ ও সহজ হয়ে যায়। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার এই বিশাল পুরস্কার জেতার পর এটি আমাদের শক্তি ও মানসিক শান্তি দেয়। আমি আশা করি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেকেই কোটিপতি হবেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মন্ডলঘাট - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।